দাদুকে

যার কাঠের টুকরো ছাড়া
এই অনুবাদ সম্ভব হ'তো না।

ভূমিকা

কেস্টনার বাংলা শিশুসাহিত্যে অপরিচিত নন। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বহুপঠিত দেড়শো খোকার কাণ্ড'-র মূল প্রেরণা তাঁরই উপন্যাস। তাছাড়া কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর বইয়ের অনুবাদ করেছিলেন।

এরিখ কেস্টনারের জন্ম হ'য়েছিলো ড্রেসডেন শহরে, ১৮৯৯ সালে। "লের পড়া শেষ ক'রেই তিনি প্রথম মহাযুদ্ধে লড়াই করতে যান। ুদ্ধ শেষ হ'লে তাঁর স্বাস্থ্য খুব খারাপ হ'য়ে যায়। আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো রকমে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়া শেষ করেন। একই সঙ্গে তিনি সাংবাদিকের কাজও করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর কয়েকটি লেখা নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝামেলা হওয়াতে তিনি কাজ থেকে বরখাস্ত হ'য়ে যান।

হাতে একটিও পয়সা নেই, চাকরিও নেই, এই অবস্থাতে তিনি বেরলিনে যান। এক বছরের মধ্যেই তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস লিখে ফ্যালেন। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় সেই জনপ্রিয় বই 'এমিল আর সব গোয়েন্দা'। পঁচিশটা ভাষায় অনুবাদ হয় এই উপন্যাস। বাচ্চাদের বই ছাড়া তিনি যে তীব্র বিদ্রূপ-ভরা উপন্যাসও লিখতে পারতেন, তার প্রমাণ হচ্ছে ১৯৩০-তে লেখা 'ফেবিয়ান'। ১৯৩৩-তে হিট্‌লার তাঁর সব বই পুড়িয়ে ফ্যালেন। ১৯৪৫ অব্দি তাঁর বই জার্মানিতে নিষিদ্ধ থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে তিনি কিছুদিনের জন্য আবার সাংবাদিকের কাজ নেন। এখন তিনি মিউনিকে থাকেন আর শুধু বাচ্চাদের জন্যই বই লেখেন।

এই অনুবাদ করার সময় আমাকে অনেকেই অনেকভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর রায়চৌধুরী, রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় ও তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়-কে বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাই।

উড়ো ক্লাসঘর

প্রস্তাবনার প্রথম অংশে

আছে ফ্রাউ কেস্টনার আর তাঁর পুত্রের মধ্যে একটি বিবাদ; জার্মানির উচ্চতম পর্বতের দৃশ্য; গোটফ্রীড নামক একটি প্রজাপতি; কালো-শাদা মেশানো এক বেড়াল; কিছু শাশ্বত তুষার। শান্ত একটি সন্ধ্যাবেলা; এবং একটি প্রমাণসিদ্ধ অনুস্মারক যে বাছুররা বড়ো হ'য়ে কখনো-কখনো ষণ্ডা হয়।

১

এবার কিন্তু এটা হবে সত্যিকার একটা বড়োদিনের গল্প। দু-বছর আগেই লিখে ফেলতুম গল্পটা, আর গত বছর সব সাজিয়েও ফেলেছিলুম। কিন্তু জানোই তো কী হয় সাধারণত—কেমন ক'রে কোনো-না-কোনো বাধা প'ড়েই যায়। কিন্তু সেদিন মা আমাকে শাসালেন, 'এ-বছর যদি গল্পটা না-লিখিস, তাহ'লে তোকে বড়োদিনের কোনো উপহার দেবো না।'

বাস, এতেই সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেলো। তাড়াতাড়ি একটা তোরঙ্গে সব জিনিশপত্র ঠাশলুম: একটা টেনিস র‍্যাকেট, স্নানের পোশাক, আমার সবুজ পেনসিল আর মস্ত এক তাড়া কাগজ। তারপর সটান বেড়িয়ে পড়লুম, একেবারে ঘেমে-নেয়ে পৌঁছোলুম স্টেশনে। 'কোথায় যাবো,' জিগেশ করলুম মাকে, কারণ এই দারুণ গরমে ব'সে-ব'সে বড়োদিনের গল্প লেখা সত্যি ভারি শক্ত কাজ। টেবিলে ব'সে পড়লে আর লিখে ফেললে: 'হুল-ফোটানো ঠাণ্ডা পড়েছিলো; বাইরে ঝরছে পুরু হ'য়ে তুষার, আর ডাক্তার আইসেনমেয়ার যখন জানলা

দিয়ে বাইরে তাকালেন, তখন তাঁর দু-কানের লতিই ঠাণ্ডায় অসাড় হ'য়ে গিয়েছে।' উঁহু, এই গরমে এটা হয় না। যতই সদিচ্ছা থাকুক, এ-রকম জিনিশ আগস্টের মাঝখানে মোটেই লেখা যায় না, বিশেষ ক'রে যখন সব তুমি বালির ওপর শুয়ে ভাজা-ভাজা হচ্ছো, আর সর্দিগর্মি লাগার জন্য অপেক্ষা করছো। আর কেউ পারে, পারুক, আমি বাপু নয়।

মেয়েরা কিন্তু সত্যি খুব কাজের হয়। মা একটুও ইতস্তত না-ক'রে সোজা টিকিটের জানলার কাছে চ'লে গেলেন, আর কেরানির দিকে চেয়ে একটু হেসে জিগেশ করলেন: 'আচ্ছা, বলতে পারেন, আগস্ট মাসে তুষার কোথায় পাওয়া যায়?'

লোকটা পট ক'রে বলতে যাচ্ছিলো: 'দক্ষিণ মেরুতে,' কিন্তু মাকে চিনতে পেরে ইয়ার্কিটা আর করলো না।' ভদ্রভাবেই বললো: 'ৎসুগস্পিটৎসের ওপরে, ফ্রাউ কেস্টনার।'

আর সেজন্যেই আমাকে উত্তর বাভারিয়ার একটা জায়গার জন্য টিকিট কাটতে হ'লো। 'গল্পটা শেষ না-ক'রে, খবরদার, বাড়ি ফিরবি না!' ভয় দেখালেন মা। 'যদি খুব গরম লাগে, তাহ'লে ৎসুগস্পিট্ৎসের ওপরে ওই সুন্দর ঠাণ্ডা তুষারের দিকে তাকিয়ে থাকিস, বুঝলি?' আর তারপরেই রেলগাড়ি ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো।

গাড়ির পেছন-পেছন মা চ্যাঁচালেন: 'নোংরা জামাকাপড় সব বাড়িতে কাচার জন্য পাঠিয়ে দিতে ভুলিসনে।'

মাকে একটু রাগিয়ে দেবার জন্য আমিও চেঁচিয়ে বললুম: 'ফুলগাছে জল দিতে ভুলো না, কিন্তু।' তারপর যতক্ষণ-না গাড়ি চোখের আড়ালে চ'লে গেলো, দু-জনেই ক'ষে রুমাল নাড়লুম।

অতএব গত দু-সপ্তাহ ধ'রে জার্মানির উচ্চতম পর্বত, ৎসুগস্-পিট্ৎসের, ঠিক নিচে বাস করছি আমি। কাছাকাছি একটা বড়ো গাঢ় সবুজ হ্রদ আছে, আর যখন সাঁতার কাটা, টেনিস খেলা, কিংবা কারলিনশেনের সঙ্গে নৌকো চালানো শেষ হ'য়ে যায়। তখন আমি বড়ো মাঠটার মাঝখানে গিয়ে বসি। আমার টেবিলটা আবার ভীষণ

নড়বোড়ে, তবু তার ওপরেই আমার বড়োদিনের গল্পটা শেষ করার চেষ্টা করি।

আমার চারদিকে অনেক রঙ-বেরঙের ফুল ফুটে আছে। বাতাসকে সসম্ভ্রমে মাথা হেলিয়ে শ্রদ্ধা জানায় ঘাস। প্রজাপতিরা পাশ দিয়ে উড়ে যায়, আর একটা মস্ত ময়ূরচোখো প্রজাপতি অনেক সময় আমার সঙ্গে আলাপ করতে আসে। আমি ওর নাম দিয়েছি গোটফ্রীড, আর আমাদের খুব ভাব জ'মে গিয়েছে। গোটফ্রীড নির্ভয়ে উড়ে এসে আমার কাগজের ওপর বসছে না, এমন দিন খুব কমই আসে। 'কেমন

আছো, গোটফ্রীড ?' আমি জিগেশ করি। 'এখনও দিব্যি ফুর্তিতে আছো তো ?' উত্তরে ও আস্তে-আস্তে ওর ডানা ওপর-নিচ করে, আর তারপর খোশমেজাজে নিজের কাজে উড়ে যায়।

ওদিকটায়, পাইন-বনের কিনারে, আস্ত একটা কাঠের স্তূপ। শাদা কালো মেশানো একটা বেড়াল তার ওপর ঘাপটি মেরে ব'সে আমার

দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে। আমার কিন্তু জোর সন্দেহ যে বেড়ালটা জাদু জানে, ইচ্ছে করলে হয়তো কথাও বলতে পারে, কিন্তু বলে না। আমি সিগারেট ধরালেই ওর পিঠটা ধনুকের মতো বেঁকে যায়।

দুপুরবেলার গরমটা আর সহ্য করতে না-পেরে ও চ'লে যায়। আমারও খুব গরম লাগে, কিন্তু কোনো রকমে টিকে থাকি। তবু বলতেই হয় যে কাজটা মোটে সহজ নয়, এই যে এখানে ব'সে, একেবারে গ'লে যেতে-যেতে, ধরো, একটা বরফের গোলা ছোঁড়াছুঁড়ির লড়াইয়ের বর্ণনা করা।

কিন্তু আমার ছোট্ট বেঞ্চে হেলান দিয়ে ব'সে, আমি ৎস্যুগস-পিট্‌ৎসের দিকে তাকিয়ে থাকি। আর ওই-যে, ওর মস্ত-মস্ত পাথুরে খাত আর গর্তের মধ্যে ঠাণ্ডা শাশ্বত তুষার ঝকঝক করছে। দৃশ্যটা দেখে আমি আবার লেখা চালিয়ে যেতে পারি অবশ্য। কিন্তু কখনো-কখনো, হ্রদের এক প্রান্ত থেকে, মেঘ ফুলে ওঠে, আর সোজা আকাশ বেয়ে ৎস্যুগস্‌পিট্‌ৎসের দিকে ভেসে গিয়ে পাঁজা-পাঁজা হ'য়ে তাকে ঢেকে ফ্যালে।

তাহ'লে তো বরফের গোলার লড়াই-টড়াইয়ের বর্ণনা কিংবা অন্য সব ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা শীত-শীত ঘটনার কথা লেখা বন্ধ। তবে তাতে কিছু এসে-যায় না, কারণ আমি ঘরের ভেতরকার দৃশ্যের বর্ণনা চালিয়ে যাই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে শিখতে হয় তো।

রোজ বিকেলে এডুয়ার্ড এসে আমাকে ডেকে নিয়ে যায়। এডুয়ার্ড হচ্ছে খুব সুন্দর একটা বাদামি রঙের বাছুর, তার ছোট্ট শিং। অনেক দূর থেকেই তাকে শোনা যায়, কারণ তার গলায় একটা ঘুন্টি বাঁধা আছে। প্রথমে শুনতে পাবে দূরে বাজছে ঘুন্টিটা, কারণ ওর চরার মাঠটা অনেক উঁচুতে, পাহাড়ের ওপরে। তারপর ঘুন্টির শব্দ ক্রমেই কাছে, আরো-কাছে এসে পড়ে, আর সব শেষে, এডুয়ার্ড নিজেই দেখা দেয়। লম্বা, গাঢ়-সবুজ, পাইন-বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে

আসে সে, মুখে কয়েকটা হলদে মার্গারিটে ফুল, ভাবটা এমনি যেন ওগুলো আমার জন্যই তুলে এনেছে। মাঠ পেরিয়ে আমার বেঞ্চের দিকে ছুটে আসে ও।

'কীরে, এডুয়ার্ড, কাজ শেষ?' জিগেশ করি ওকে। হাঁ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে ও মাথা নাড়ে, ঘুন্টিটা টিং-টিং ক'রে বেজে ওঠে। কিন্তু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ও আবার আশপাশে চরতে থাকে যতক্ষণ-না আমি আরো কয়েকটা লাইন লিখে ফেলি, কারণ এই মাঠে চমৎকার সব ক্রুশ ফুল আর হাওয়াকুসুম পাওয়া যায়। আর, অনেক উঁচুতে, একটা ঈগলপাখি চক্কর খেতে-খেতে আকাশের নীলের মধ্যে মিশে যায়।

এত সবের পরে আমি সবুজ পেনসিলটা সরিয়ে রাখি আর এডুয়ার্ডের মসৃণ নরমগরম চামড়ার ওপরে হাত বোলাই আর আমাকে উঠিয়ে দেবার জন্য ও ওর ছোট্ট শিং দিয়ে আস্তে ক'রে গুঁতোয়। তারপর আমরা একসঙ্গে আস্তে-আস্তে ওই সুন্দর রঙ-বেরঙের মাঠের ওপর দিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিই।

হোটেলের সামনে এসে আমরা বিদায় নিই, কারণ এডুয়ার্ড মোড়ের ওপরে একটা গোলাবাড়ির উঠোনে থাকে, আমার মতো হোটেলে থাকে না।

সেদিন আমি ওই চাষির সঙ্গে কথা বলেছিলুম আর ও আমাকে বলেছিলো যে এডুয়ার্ড যে যথাসময়ে বড়ো হ'য়ে আস্ত একটা ষণ্ডা হ'বে তাতে নাকি কোনো সন্দেহই নেই।

প্রস্তাবনার দ্বিতীয় অংশে

আছে সবুজ পেনসিলের হারিয়ে যাওয়া ; বাচ্চাদের চোখের জলের ফোঁটা কত বড়ো হয় সে-সম্বন্ধে এক মন্তব্য ; ছোট্ট জনাথান ট্রুটৎস-এর সাগরপাড়ি ; কেন তার দাদু-দিদিমা তাকে বন্দর থেকে নিতে আসেননি ; পুরু চামড়া যাদের তাদের জন্য একটু প্রশংসা ; আর সাহসের সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞান মেশাবার জন্য জরুরি হিতোপদেশ।

২

কাল রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পরে বৈঠকখানায় বসেছিলুম। কোনো কাজ ছিলো না। তো আবার লেখাটা নিয়ে পড়বো ব'লেই ঠিক করলুম। সূর্যাস্তের শেষ আভাটাও মিলিয়ে গিয়েছে। ৎস্যুগস্পিট্‌ৎসে আর তার বাঁশির মতো খাঁজকাটা পাথরের দেয়ালটাও আসন্ন রাত্রির অন্ধকারে ক্রমে মিলিয়ে যাচ্ছে। হ্রদের ওপারে, দূরে বনের ওপরে, পূর্ণিমার চাঁদটা উঁকি মেরে-মেরে হাসছে।

তখনই খেয়াল হ'লো যে আমার সবুজ পেনসিলটা হারিয়ে ফেলেছি : নিশ্চয়ই ফেরার পথে কোথাও পকেট থেকে প'ড়ে গেছে। কিংবা হয়তো সেই সুন্দর বৃষনন্দন, এডুয়ার্ড্‌ই, ঘাসের পাতা ভেবে ওটাকে খেয়ে ফেলেছে। আমি তো এখানে বৈঠকখানায় ব'সে আছি। কিছুই লিখতে পারছি না। কারণ যদিও হোটেলটা সত্যিই যাকে বলে একেবারে ফার্স্ট-ক্লাস, তবুও আস্ত বাড়িটার মধ্যে এমন একটাও সবুজ পেনসিল্ পেলুম না যেটা ধার করা যায়। সব কিছুরই একটা সীমা আছে। তাই না?

শেষটায় একটা বাচ্চাদের বই নিয়ে পড়তে শুরু ক'রে দিলুম – লেখকই আমাকে বইটা পাঠিয়েছেন। কিন্তু একটু পড়তে না-পড়তেই এমন রাগ হ'লো যে আর পড়তেই পারলুম না! কেন বলবো? বইটার মধ্যে লেখক ছোটোদের বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছেন যে তারা সব সময়েই হৈ-হুল্লোড় করছে আর এতই তারা সুখী যে তারা মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে না শূন্যে ডিগবাজি খাচ্ছে, সেটাই বোঝা দায়! কী ভণ্ড লোকটা – এমন ভাব করছে যে ছেলেবেলাটা যেন শুধু মাখন, ডিম আর বিশুদ্ধ ইক্ষুশর্করার একটা ডেলা।

কী ক'রে যে একটা বয়স্ক লোক এভাবে নিজের ছেলেবেলাকে পুরোপুরি ভুলে যেতে পারে। কী ক'রে ভুলে যায় ছোটোবেলার সব কান্না আর দুঃখ? (এখানে আমি তোমাদের কাতরভাবে মিনতি করছি, তোমরা যেন নিজেদের ছেলেবেলার কথা কোনো দিন ভুলে যেয়ো না। কথা দিলে তো? বাস!)

ছোটোবেলায় ভাঙা পুতুলের জন্য কাঁদা আর বড়ো হ'য়ে হারিয়ে-যাওয়া বন্ধুর জন্য চোখের জল ফেলা – দুটোই এক ব্যাপার। দুঃখটা কিসের জন্য, তাতে কিছু এসে-যায় না; সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে তুমি কতটা কষ্ট পাচ্ছো। বাচ্চাদের চোখের জলের ফোঁটা, ভগবানই জানেন, বড়োদের চোখের জলের ফোঁটার চেয়ে ছোটো তো নয়ই, বরং মাঝে-মাঝেই আরো-ভারি হয়। আমাকে ভুল বুঝো না। বেশি ন্যাকামি করতে চাই না আমরা, কিন্তু, কষ্ট হ'লেও, সৎ হ'তে হবে আমাদের। সবার ওপরে সততা।

আমার এই বড়োদিনের গল্পে, পরের পরিচ্ছেদ থেকে সেটা আমি শুরু করবো, জনাথান ট্রট্‌স নামে একটি ছেলে আছে। তাকে অন্য ছেলেরা জনি ব'লে ডাকে। ও পড়ে থার্ড ফর্মে। ও কিন্তু বইয়ের নায়ক নয়, কিন্তু ওর সম্বন্ধে এখানেই কিছু খবর দিলে সবচেয়ে মানাবে। ওর জন্ম নিউ-ইয়র্কে। বাবা আলেমান, মা মারকিন। আর দুজনে থাকতেন ঠিক কুকুর-বেড়ালের মতো – সারাক্ষণ ঝগড়াঝাঁটি।

শেষ অব্দি জনির মা যান পালিয়ে। ওর বয়স যখন চার বছর তখন জনির বাবা ওকে নিউ-ইয়র্ক বন্দরে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে একটা জাহাজ জার্মানি যাবে। জনির বাবা ওর জন্য একটা টিকিট কিনে দিলেন, ছোট্ট খয়েরি মনিব্যাগে দশ-ডলারের একটা নোট ঢুকিয়ে দিলেন, আর ওর গলায় ঝুলিয়ে দিলেন নাম-লেখা একটা কার্ডবোর্ডের টুকরো। কাপ্তেনের কাছে গিয়ে জনির বাবা বললেন: 'দয়া ক'রে আমার ছেলেকে জার্মানি পৌঁছে দেবেন? ওর দাদু-দিদিমা এসে হামবুর্গ থেকে ওকে নিয়ে যাবেন।'

'নিশ্চয়ই, সার, বললেন কাপ্তেন। আর অমনি জনির বাবা চম্পট দিলেন।'

ছেলেটা তাই একেবারে একাই সমুদ্র পার হ'লো। আর সব যাত্রীরা অবিশ্যি ওকে খুব আদর করেছিলো, ওকে চকোলেট খেতে দিয়েছিলো, কার্ডবোর্ডে ওর নাম প'ড়ে ওকে বলেছিলো, 'সত্যি তোমার ভাগ্য ভালো, এইটুকুনি তো ছেলে, তবু তোমার বাবা-মা তোমাকে সমুদ্র পাড়ি দিতে দিচ্ছেন।'

এক সপ্তাহ জাহাজে কাটিয়ে ওরা হামবুর্গে পৌঁছুলো। কাপ্তেন জাহাজের কাঠগড়ার ওপরে দাঁড়িয়ে জনির দাদু-দিদিমার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যাত্রীরা চ'লে যাবার আগে আবার জনির পিঠ চাপড়ে গেলো। এক স্কুলের মাস্টারমশাইয়ের তো খুবই মায়া হ'লো। তিনি লাতিন-ভাষা পড়াতেন। বললেন: 'বৎস হে, এই অভিজ্ঞতা যেন তোমার জীবনে সুফল ফলায়।' আর ডাঙায় যাবার আগে খালাশিরা চেঁচিয়ে বললে: 'মাথা যেন উঁচু থাকে, জনি।' তারপরে কিছু লোক এলো জাহাজের গায়ে রঙের নতুন প্রলেপ লাগাবার জন্য। আমেরিকায় ফিরে যাবার আগে যাতে চকচকে নতুন দেখায়।

কাপ্তেন তো ডাঙায় যাবার রাস্তার কাছে, ছোট্ট ছেলেটির হাত ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন, আর বার-বার, ঘন-ঘন, হাতঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। কিন্তু জনির দাদু-দিদিমা আর এলেন না। কী ক'রেই

বা আসবেন, তাঁরা তো অনেক বছর হ'লো মারা গেছেন। জনির বাবা শুধু চেয়েছিলেন কাঁধ থেকে ওকে নামিয়ে দিতে, তাই ওকে জার্মানিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওখানে গিয়ে কী হবে তা নিয়ে তিনি মোটেই মাথা ঘামাননি।

জনাথান ট্রট্‌ৎস তখন ঠিক বুঝতে পারেনি যে ওর কী হ'য়ে গেলো। কিন্তু যখন আরেকটু বড়ো হ'লো তখন অনেক বার সারা রাত্তির ধ'রে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতো। চার বছর বয়সে এই যে ও মোক্ষম ঘা খেলো তা ও জীবনে ভুলতে পারবে না, যদিও আমি ঠিক জানি যে ও সত্যি খুব সাহসী ছেলে।

তবুও আরো-খারাপ অবস্থায় পড়তে পারতো ও। কাপ্তেনের এক বোন ছিলো বিবাহিত, তাঁর কাছেই ছেলেটাকে রেখে দিলেন কাপ্তেন। যখন তাঁর জাহাজ কোনো জার্মান বন্দরে আসতো তখন তিনি গিয়ে জনির সঙ্গে দেখা ক'রে আসতেন। জনির দশ বছর বয়স হ'লে তাকে তিনি কিরখ্‌বের্গের য়োহান সিগিস্‌মুণ্ড স্কুলের হস্টেলে ভর্তি ক'রে দিলেন। এখানে ব'লে রাখি এই স্কুলটাই আমাদের বড়োদিনের গল্পের নাটমণ্ডপ।

জনাথান ট্রট্‌ৎস ছুটিতে মাঝে-মাঝে কাপ্তেনের বোনের কাছেই গিয়ে থাকে, তিনি আর তাঁর স্বামী ওর সঙ্গে খুবই ভালো ব্যবহার করেন। কিন্তু বেশির ভাগ ছুটিই ও স্কুলে কাটায়। খুব বই পড়ে আর লুকিয়ে-লুকিয়ে গল্প লেখে।

হয়তো কোনোদিন ও লেখক হবে। কিন্তু বয়েস তো বেশি নয়, এত শিগগির কিছুই বলা যায় না। স্কুলের খেলার মাঠে ও খুদে-খুদে খুদকুড়োনো টিটমাইসদের সঙ্গে কথা ব'লে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। ওরা উড়ে এসে ওর হাতে এসে বসে। ও কথা বললে ওর দিকে জিগেশ করার ভঙ্গিতে ছোট্ট চোখে তাকিয়ে থাকে। কখনো কখনো ওদের একটা ছোট্ট খয়েরি রঙের মনিব্যাগ দেখায় জনি। তার মধ্যে একটা দশ-ডলারের নোট।

জনির কাহিনীটা তোমাদের শোনালুম শুধু একটাই কারণে। ওই যে ভণ্ড লেখক, যার লেখা গল্প আমি কাল রাত্তিরে বৈঠকখানায় ব'সে পড়ছিলুম, তিনি এমন ভান করেন যেন বাচ্চাদের জীবনটা অবাধ হৈ হুল্লোড়ে ফুর্তিফার্তায় ভরপুর। তাদের যেন এতই মজা যে তারা মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে না শূন্যে ডিগবাজি খাচ্ছে সেটাই বুঝতে পারে না। হুঁ! ভারি জানেন তিনি সবকিছু!

বেঁচে থাকার জন্য টাকাকড়ি উপায় করাই তো জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিশ নয়। সবচেয়ে কি, মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। তোমাদের পায়াভারি করবার জন্য আমি ঐসব জানাশোনা তথ্যর ওপর জোর দিচ্ছি না। বরং ঠিক তার উলটোটাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তোমাদের ঘাবড়ে দেবার জন্যও ঐসব বলছি না। যত পারো ফুর্তি করো। পেট ফেটে যাওয়া অব্দি হাসো! কে বারণ করতে গেছে!

কিন্তু নিজেদের বোকা বানিয়ো না আর খেয়াল রেখো লোকেও যেন তোমাদের হাঁদা না-বানায়। দুর্ভাগ্যকে মুখোমুখি মোকাবিলা করতে শেখো। দুরবস্থায় পড়লে ভয় পেয়ো না। মাথা উঁচু রেখো। সত্যিকার শক্তপোক্ত মোটা চামড়া চাই তোমাদের।

বিস্তর ঘুষি সইবার তাকৎ চাই — যেমন বলে মুষ্টিযোদ্ধারা। বিস্তর মার হজম করতে শিখতে হবে তোমাদের, না-হ'লে জীবনের প্রথম ধাক্কাতেই তোমারা মাথা ঘুরে চিৎপাত পড়বে। কারণ জীবনের হাতের দস্তানাজোড়া ভীষণ শক্ত। অপ্রস্তুত অবস্থায় যদি এমনি একটা ঘা খাও, তো একটা মাছি কাশলেও ঘাড়মুখ গুঁজে থুবড়ে পড়বে।

তাই মাথা একেবারে উঁচু রাখা চাই। চামড়া হওয়া চাই মোটা পুরু। এ-দুটো হ'লেই যুদ্ধে আদ্ধেক জিত। কারণ তাহ'লে অনেক ধাক্কা খেলেও তোমার উপস্থিতবুদ্ধি থাকবে যাতে তুমি ওই দুটো সবচেয়ে জরুরি গুণ কাজে খাটাতে পারো: সাহস আর কাণ্ডজ্ঞান। আর

এটা ভালো ক'রে নোট ক'রে রাখো – কাণ্ডজ্ঞান ছাড়া সাহস হচ্ছে বোকামি, আর সাহস ছাড়া কাণ্ডজ্ঞানও বুদ্ধুদেরই গুণ। ইতিহাস আমাদের এমন-সব যুগের বর্ণনা দেয় যখন হাঁদারা যথেষ্ট সাহস দেখিয়েছিলো কিংবা বুদ্ধিমানেরা ভয়ে কেঁপেছিলো। কোনোটাই কোনো কাজে লাগেনি।

যদ্দিন-না সাহসীরা কাণ্ডজ্ঞান আর সুবিবেচনা ধরে আর ঠাণ্ডামাথা লোকেরা সাহসে বুক বাঁধে তদ্দিন মোটেই তাকে পাওয়া যাবে না লোকে ভুল ক'রে যাকে বলে মানবজাতির অগ্রগতি।

এইসব প্রায়-দার্শনিক ভাবনাচিন্তা আমি বড়ো রঙ-বেরঙের বাগানটির মধ্যে, আমার নড়বোড়ে টেবিলে, ওই কাঠের বেঞ্চের ওপর ব'সে লিখছি। আজকে খুব ভোরবেলায় আমি এক মনোহারি দোকানে গিয়ে একটা সবুজ পেনসিল কিনেছি। আর এখন আবার সন্ধে গড়িয়ে আসছে। ৎস্যুগস্পিট্‌ৎসের ওপর ঝলমল করছে নতুন তুষার। ওই যে, কাঠের গাদার ওপরে, সেই শাদা-কালো বেড়ালটা ব'সে আছে, আমার দিকে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে আছে। আমি নিশ্চিত জানি যে কেউ ওকে জাদু করেছে। আর পাহাড় থেকে ঘুন্টির টিং-টিং শব্দ আসছে, আমার বন্ধু এডুয়ার্ডের গলার ঘুন্টি। শিগগিরি ও আমাকে নিতে আসবে, ছোট্ট শিং দুটো দিয়ে আমাকে গুঁতো দেবে। সেই প্রজাপতি, গোটফ্রীড, আজকে আসেনি। আশা করি বেচারি কোনো বিপদে পড়েনি।

হ্যাঁ, আগামী কালই সত্যি আমার বড়োদিনের গল্প শুরু করবো। গল্পে থাকবে ছোটো ছেলেরা – তাদের কেউ সাহসী, কেউ-বা ভিতু, কেউ চালাক আর কেউ-বা বুদ্ধু। সব ধরনেরই ছেলে থাকে বোর্ডিং স্কুলে।

আর, ও, হ্যাঁ, মনে প'ড়ে গেলো। তোমরা কি জানো জার্মানির বোর্ডিং-স্কুলগুলো কী রকম হয়? ছেলেদের ব্যারাকের মতো ব্যাপার। তারা খেতে বসে বড়ো একটা ঘরে, তাতে লম্বা-লম্বা টেবিল। টেবিল

সাজাতে হয় ছেলেদের নিজেদেরই। লম্বা এক ডরমিটরির মধ্যে ঘুমোয় তারা, ভোরবেলায় হাউসমাস্টার এসে ঘণ্টা বাজিয়ে যান। ভীষণ গোলমাল করে এই ঘণ্টাটা। সিক্সথ ফর্মের ছেলেরাই হচ্ছে ডরমিটরির প্রিফেক্ট। তাদের একেবারে বাজপাখির চোখ – কারু পক্ষেই বিছানায় শুয়ে থাকার জো নেই।* কোনো-কোনো ছেলে আবার কিছুতেই বিছানা ঠিক করতে পারে না, তাই তাদের শাস্তি হিশেবে শনিবারের আদ্ধেক ছুটিতে আর রোববারে সারাদিন স্কুলে ব'সে কাজ করতে হয়। [এটাও অবশ্য ওদের বিছানা ঠিক ক'রে পাততে শেখায় না।]

ছেলেদের বাবা-মারা থাকেন দূরের শহরে, কিংবা অজ পাড়াগাঁয়ে, যেখানে উঁচু ক্লাসে পড়বার মতো স্কুল নেই। ছেলেরা শুধু ছুটিতে বাড়ি যায়। কিছু ছেলে চায় ছুটি শেষ হ'য়ে গেলেও যেন বাড়িতে থাকতে পারে, আবার অন্যরা ছুটি হ'য়ে গেলেও পারলে স্কুলে থেকে যেতো – অবিশ্যি যদি বাবা-মার অনুমতি পেতো।

আর তারপর, যাকে বলে, দিনের ছাত্ররা তো আছেই। তারা স্কুলের ধারে-কাছেই থাকে, তাই তাদের হস্টেলে থাকতে হয় না।

কিন্তু, এই তো, আমার বন্ধু, সুশ্রী বৃষনন্দন এডুয়ার্ড, গাঢ়-সবুজ পাইন-বন থেকে বেরিয়ে আসছে। নিজেকে একটা ঝাঁকুনি দিলে সে, তারপর ছুট লাগালো মাঠ পেরিয়ে আমার কাঠের বেঞ্চের দিকে। আমাকে নিতে এসেছে ও, অতএব আমায় এখন লেখার পাট চুকোতে হবে।

এই তো, আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে খুব স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এডুয়ার্ড। আচ্ছা, এখানেই থামি তাহ'লে আজ, রাগ করলে না তো? কথা দিচ্ছি কালকে ভোরে উঠেই বড়োদিনের গল্পটা সত্যি-সত্যি শুরু ক'রে দেবো। গত কাল মা চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন লেখা কদ্দুর এগিয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে

আছে একটা কার্ণিশ বেয়ে যাওয়ার কারদানি; নাচের ক্লাসের দু-একজন ছোকরা; ক্লাসের এক ফার্স্ট বয় মাঝে-মাঝে যে ভারি চ'টে যায়; একটা লম্বা নকল দাড়ি, 'উড়ো ক্লাসঘর' ব'লে একটা রগরগে রোমাঞ্চকর নাটকের সারাংশ; একটা নাটকের মহলা আর কিছু কবিতার নমুনা; আর একটা অপ্রত্যাশিত বিপত্তি।

১

দু'শো চৌকি পেছনে ঠেলে দেয়া হ'লো। বিস্তর আওয়াজ ক'রে চৌকি ছেড়ে উঠলো দুশো ছাত্র আর খাবার-ঘরের দরজার দিকে ছুট লাগালো। কিরখ্‌বের্গ স্কুলের মধ্যাহ্নভোজ শেষ হয়েছে।

'ফুঃ!' তার পাশের ছেলেকে বললে মাটিয়াস সেল্‌বমান, সে পড়ে ফোর্থ ফর্মে। 'ভীষণ খিদে আছে এখনও। এক প্যাকেট গুঁড়ো বিস্কুট কিনতে চাই, কুড়ি ফেনিগ লাগবে। আছে তোর কাছে?'

উলি ফন সিম্মার্ন, ছোট্ট, মাথায় সোনালি চুল, পকেট থেকে মনিব্যাগ বার ক'রে তার চিরবুভুক্ষু বন্ধুকে কুড়ি ফেনিগ দিলে। 'এই নে, মাট্‌ৎস!' তারপর ফিশফিশ ক'রে বললে: 'কিন্তু দেখিস ধরা পড়িসনে যেন। সুশ্রী ঢেউডর বাগানে টহল দিচ্ছে। তোকে যদি গেট দিয়ে বেরোতে দ্যাখে তাহ'লেই, বাস, দফা রফা।'

'ওই সিক্সথ ফর্মের গর্দভগুলোদের নিয়ে এত মাথা ঘামাস কেন?' মাটিয়াসের খুব অবজ্ঞা। 'আর খরগোশের মতো মিনমিন করিসনে।' পয়সাগুলো পকেটস্থ হ'লো।

'আর ব্যায়াম ঘরে আসতে ভুলিস না ! আরেকটা মহলা আছে।'

'দুর্দান্ত !' মাথা নেড়ে মাটৃৎস বললে। যত তাড়াতাড়ি পারে, নর্ড-স্ট্রাস্‌সের রুটিওলা শের্‌ফের কাছ থেকে গুঁড়ো বিস্কুট কেনবার জন্য হাওয়া হ'য়ে গেলো।

বাইরে তুষার ঝরছে, হাওয়ায় কেমন একটা বড়োদিন-বড়োদিন গন্ধ···যেন শুঁকতে পারা যায়···প্রায় সব ছেলেরাই ছুটে বেরুলো বাইরের মাঠে, বরফের গোলা ছুঁড়লো এ-ওকে, কিংবা যারা, গভীর চিন্তা করতে-করতে পায়ে চলার পথ দিয়ে যাচ্ছে, তাদের মাথার ওপরের গাছগুলোকে আচ্ছা ক'রে ঝাঁকিয়ে দিলো, যাতে পাঁজা-পাঁজা ভারি তুষার ডাল থেকে ধপ ক'রে পড়ে।

একশো খুশিগলার খিলখিলে ভ'রে গেলো বাগানটা। সিক্সথ ফর্মের দু-একজন ছোকরা, মুখে সিগারেট, কোটের কলার উঁচু ক'রে ওলটানো, ভারিক্কি চালে অলিম্পুসের দিকে চললো। (অনেক বছর আগে, কিছু দূরের একটা রহস্যময় পাহাড়ের নামকরণ করা হয়েছিলো অলিম্পুস, কারণ শুধু সিক্সথ ফর্মের ছেলেদেরই ওখানে যাবার অনুমতি ছিলো। গুজব ছিলো যে প্রাচীন জার্মানির বলির পাথরও ওখানে পাওয়া যেতো, আর ফি-বছর, ঈস্টারের আগে, ওগুলোকে দিয়ে ভুতুড়ে সব কাণ্ড ক'রে নতুন ছাত্রদের দীক্ষা দেয়া হ'তো। গররর্‌ !)।

অন্য ছেলেরা থেকে গেলো স্কুলবাড়িতেই। কেউ-কেউ গেলো কমন-রুমে, কাজ করতে, বা ঝিমোতে, বই পড়তে বা চিঠি লিখতে। মিউজিক ঘরগুলোর মধ্য থেকে এলো পিয়ানোর কান-ফাটানো ঝমঝমে আওয়াজ।

মাত্র এক হপ্তা আগে হাউসমাস্টার ড্রিল-মাঠটায় এক স্কেটিং রিংক বানিয়ে দিয়েছিলেন। অনেক ছেলেই তাতে এখন স্কেট করছে। হঠাৎ প্রায় একটা ঝগড়াই বাঁধতে বসেছিলো। বরফ-হকির খেলোয়াড়রা খেলতে এসেছে, কিন্তু সাধারণ ছেলেরা কিছুতেই রিংক ছেড়ে যাবে না।

প্রথম আর দ্বিতীয় ফর্মের কয়েকটি ছোট্ট ছেলে, হাতে ঝাড়ু আর শাবল সমেত, বরফ পরিষ্কারের কাজে লেগে গেলো। ঠাণ্ডায় তাদের হাত নীল হ'য়ে গেছে, গোমড়া মুখে তারা বিড়বিড় ক'রে নালিশ জানাচ্ছে।

স্কুলবাড়ির সামনে মস্ত ভিড় – উত্তেজনায় মুখ তুলে সবাই গাদাগাদি ক'রে দাঁড়িয়ে। গেবলার নামে একটি ছেলে, চার তলার এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে, দেয়ালের বাইরে সরু কানিশ বেয়ে যাচ্ছে মাছির মতো দেয়াল আঁকড়ে, আস্তে-আস্তে, এক-পা এক-পা।

ছেলেরা তার কাণ্ড দেখে ভয়ে নিশ্বাস ফেলতে পারছিলো না। শেষ অব্দি গেবলার খোলা জানলাটায় পৌঁছে গেলো, আর এক লাফে – বাস্ – ঘরের ভেতরে!

অমনি নিচে চটাপট-চটাপট জোর তালি প'ড়ে গেলো – আর দর্শকদের গলায় সে কী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা!

'এখানে হচ্ছেটা কী শুনি?' এক মিনিট পরে-আসা সিক্সথ ফর্মের ছেলের প্রশ্ন।

'না, ও কিছু না,' সেবাস্টিয়ান ফ্রাঙ্ক উত্তর দিলে, 'আমরা শুধু শ্রাইকোগেলকে জানলার বাইরে তাকাতে বলেছিলুম, কারণ হ্যারি মোটেই মানবে না যে ও ট্যারা।' অন্যরা সবাই হেসে ফেললো।

'কী, আমাকে নিয়ে ইয়ার্কি! ফাজলামি করছিস বুঝি?' প্রশ্নকর্তার দ্বিতীয় প্রশ্ন।

'স্বপ্নেও আমার অমন সাহস হবে না,' উত্তরে যেন বিনয়ে গ'লে পড়লো সেবাস্টিয়ান, 'তোমার সাইজের ছেলেকে ঠাট্টা? হাত-পা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে যে।'

বৃহৎবপু তাড়াতাড়ি ওদের ছেড়ে নিজের পথে এগুলো।

উলি দৌড়ে উপস্থিত। 'সেবাস্টিয়ান, তোকে মহলায় আসতেই হবে।'

'রাজা আর ভৃত্য, সামনে এগিয়ে চললো।' সেবাস্টিয়ান হাসলো,

আর আস্তে-আস্তে খেলার ঘরের দিকে দৌড়ুলো।

+

এর মধ্যেই ব্যায়ামঘরের বাইরে তিনজন ছেলে এসে অপেক্ষা করছিলো। ছিলো সেই বড়োদিনের নাটক, যার রোমাঞ্চকর নাম 'উড়ো ক্লাসঘর', তার লেখক জনি ট্রট্‌ৎস, ফর্মের সর্দার, আর দৃশ্যসজ্জা রচয়িতা মারটিন টালের, আর মাট্টিয়াস সেল্‌বমান, যার খিদে সবসময়, বিশেষ ক'রে খাওয়ার পরে, হাঁই-হাঁই ক'রে উঠতো, ওর ইচ্ছে বড়ো হ'য়ে মুষ্টিযোদ্ধা হয়। ও তখনও সোৎসাহে চিবোচ্ছে। সেবাস্টিয়ানের সঙ্গে দরজার কাছে এসে ও কিছু ভাঙা বিস্কুট খুদে উলির দিকে এগিয়ে দিলো। 'নে,' গলার স্বরটা ঠিক যেন রাগি একটা কুকুরের মতো, 'না-খেলে গায়ে জোর হবে কী ক'রে ?'

'আচ্ছা, একটা বুদ্ধিমান ছেলে কী ক'রে এত খেতে পারে ?' সেবাস্টিয়ান জিগেশ করলে। 'তবে তোর অবিশ্যি মাথায় কিছু নেই, তাই না, মাট্‌ৎস ?'

মাট্টিয়াস মোটেই রাগ করলো না, দিব্যি খোশ মেজাজে কাঁধ ঝাঁকিয়ে খেয়ে যেতে থাকলো।

পায়ের আঙুলের ওপর ভর ক'রে দাঁড়িয়ে সেবাস্টিয়ান জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে উঁকি মারলো, তারপর মাথা নেড়ে বললে, 'উপদেবতারা ট্যাঙ্গো নাচতে শুরু ক'রে দিয়েছে।'

'চল, ভেতরে যাই,' বললে মারটিন, আর পাঁচজনে সোজা ব্যায়াম ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। মুখের ভাব দেখেই বোঝা গেলো যে ভেতরের দৃশ্যটা ওদের মোটেই পছন্দ হয়নি। সিক্সথ ফর্মের ছেলেরা জোড়া বেঁধে, এলোমেলোভাবে পা ঘ'ষে-ঘ'ষে নাচের ক্লাসের জন্য অভ্যেস ক'রে চলেছে। লিকলিকে টিয়েরবাখ একটা মেয়েদের টুপি ধার করেছিলো, খুব সম্ভব রাঁধুনির কাছ থেকে। ওটা মাথার একদিকে ঝুলছে আর ও এমনভাবে ঘুরে-ঘুরে নাচছে, ঠিক যেন কোনো মেয়ে। আর ওর জুড়ি যে ছেলেটি সে ওকে নির্ভুল কিন্তু

আড়ষ্টভাবে হাত দিয়ে জড়িয়ে আছে।

মারটিন পিয়ানোর কাছে গেলো। সুশ্রী টেওডর চাবিগুলোর ওপর দুমদাম আঙুল চালিয়ে যথাসাধ্য বেসুরো আওয়াজ তোলবার চেষ্টা করছিলো।

'হাবার হদ্দ সব ক-টা!' মাট্টিয়াসের গলা ঘেন্নায় হেঁড়ে হ'য়ে গেলো। উলি তক্ষুনি ওর পেছনে গিয়ে লুকোলো।

'তোমরা এখন একটু থামবে?' মারটিন ভদ্রভাবে জিগেশ করলে।

'আমরা জনি ট্রট্‌ৎসের নাটকের মহলা শুরু করতে চাই।'

নাচিয়েরা থেমে গেলো। সুশ্রী টেওডর বাজনা থামিয়ে মুখ বেঁকিয়ে বললে, 'আমরা শেষ করা অব্দি অপেক্ষা করতে হবে।' আবার বাজাতে শুরু করলো ও। আর নাচিয়েরাও আবার নাচ শুরু ক'রে দিলে।

ফোর্থ ফর্মের সর্দার, মারটিন টালেরের মুখ ততক্ষণে লাল হ'তে

শুরু করেছে। স্কুলের সবাই এই লক্ষণটার মানে ভালোভাবেই জানতো।

'কখন থামবে তোমরা?' উঁচু গলায় জিগেশ করলে মারটিন। 'ডক্টর ব্যেক আমাদের বলেছেন যে দু'টো থেকে তিনটে অব্দি আমরা ব্যায়াম-ঘরটা ব্যবহার করতে পারি। তোমরা সেটা ভালো ক'রেই জানো।'

পিয়ানোর টুলটার ওপর বোঁ ক'রে ঘুরে গেলো সুশ্রী টেওডর, বললে, 'প্রিফেক্টের মুখের ওপর কথা বলিস, অ্যাঁ?'

উলি পারলে পালিয়ে বাঁচতো, কঠিন সঙিন অবস্থা-টবস্থা ওর মোটেই ভাল্লাগে না। কিন্তু মাট্টিয়াস ওর জামার আস্তিনটা শক্ত ক'রে ধ'রে ছিলো, যদিও ওর রাগটা সব ছিলো নাচিয়েদেরই ওপরে। 'ফুঃ!' ও বিড়বিড় ক'রে বললো। 'ওই লিকলিকে ভারার খুঁটিটার মুখে এক ঘুষি কষিয়ে দেবো নাকি?'

'চুপ কর,' জনির উত্তর, 'মারটিনই ব্যাপারটা কব্জা ক'রে নেবে।'

বড়ো ছেলেরা সবাই ছোট্ট টালেরকে এমনভাবে ঘিরে দাঁড়ালো যেন ওকে খেয়েই ফেলবে। আর সুশ্রী টেওডর আবার সেই নাচের সুরটা বাজাতে শুরু ক'রে দিলে। মারটিন ছেলেদের ঠেলেঠুলে পিয়ানোর কাছে গিয়ে হাজির আর তারপর ধুম ক'রে দিলো তার ঢাকনাটা বন্ধ ক'রে। সিক্সথ ফর্মের ছেলেরা তো তাজ্জব, মুখে কথা নেই। মাট্টিয়াস আর জনি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। যদি মারটিনের সাহায্য লাগে।

মারটিন কিন্তু ওদের একেবারে উপযুক্ত ওষুধ। 'আমাদের যেমন স্কুলের নিয়ম মানতে হয়, তোমাদেরও তেমনি মানতে হবে।' তার গলায় তীব্র প্রতিবাদের সুর। 'আমাদের চেয়ে দু-এক বছরের বড়ো ব'লে তোমরা আমাদের মাথা কিনে ফ্যালোনি যে যা-খুশি তা-ই করবে। যাও, পারো তো ডক্টর ব্যেকের কাছে গিয়ে নালিশ ক'রে এসো, কিন্তু তোমাদের এখন ব্যায়ামঘর থেকে কেটে পড়তেই হবে।

সুশ্রী টেওডরের আঙুলের ওপর ধুপ ক'রে পড়েছিলো পিয়ানোর

ঢাকনাটা। এমনিতেই ওর মুখটা নাপিতের ব্লকের মতো দেখতে – এখন রাগে যেন আরো বিশ্রী দেখাচ্ছে। 'দাঁড়া, পরে তোকে মজা দেখাচ্ছি!' এই হুমকি দিয়ে সে যুদ্ধ থেকে অপসরণ করলে।

সেবাস্টিয়ান দরজা খুলে দাঁড়ালো, আর সিক্সথ ফর্মের ছোকরাগুলো এক-এক ক'রে যেই বেরিয়ে গেলো, ও সবাইকে একটা ক'রে লম্বা সেলাম ঠুকলো।

'অসহ্য এই পরগাছাগুলো – সব কটাই জানোয়ার,' সবাই বেরিয়ে যাবার পর তার মন্তব্য, গলায় ঘেন্না ঝ'রে পড়ছে। 'এমনিতে তো ওদের জঘন্য নাচের ক্লাসে ওইসব রঙ-মাখা মেয়েগুলোর সঙ্গে এক-পায়ে লাফিয়ে বেড়ায়, এদিকে ভাবখানা এমন যেন পৃথিবীটা ওদের জন্যই ঘুরছে। মেয়েদের সম্বন্ধে আরটুর শোপেনহাউয়ারের মতামত ওদের প'ড়ে দেখা উচিত।'

'আমার তো মনে হয় মেয়েরা দিব্যি হয়, ভালোই,' বললে জনি ট্রট্‌ৎস।

'জানিস, আমার এক মাসি আছে, কুস্তি লড়তে পারে।' মাট্রিয়াসের গলায় খুব গর্ব।

'চল, জনাথান,' এবার মারটিন তাড়া দিলে। 'মহলাটা শুরু করি।'

'বেশ,' জনি বললে, 'ওই শেষের দৃশ্যটা আবার আগাগোড়া করতে হবে—ওটা এখনো মোটেই শড়গড় হয়নি। মাট্‌ৎস, তুই তোর পার্ট এখনো মুখস্থ করিসনি?'

'বাবা যদি জানতো যে নাটক করছি তাহ'লে দশ মিনিটের মধ্যেই স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দিতো। যাই হোক, শুধু তোদের খুশি করবার জন্যই নাটক করছি, মনে রাখিস। সন্ত পেটারের ভূমিকার জন্য আর কাকেই বা তোরা পেতিস?' প্যান্টের পকেট থেকে একটা লম্বা শাদা দাড়ি বার ক'রে নিয়ে মুখে লাগালো মাট্রিয়াস।

+

জনির লেখা নাটকটা হবে স্কুলের ছুটির আগেকার উৎসবের একটি

অংশ। নাটকটার অভিনয় হবে ব্যায়ামঘরেই। যেমন বলেছি, নাটকটার নাম ছিলো 'উড়ো ক্লাসঘর'। সবশুদ্ধ আছে পাঁচটা অঙ্ক; আর, এক দিক দিয়ে বলতে গেলে, নাটকটা প্রায় একটা ভবিষ্যদ্‌বাণীর মতোই। কারণ তার মধ্যে এমন-এক শিক্ষাপদ্ধতির বর্ণনা ছিলো যা হয়তো সত্যিই ভবিষ্যতে কোনো-একদিন প্রয়োগ করা হবে।

একজন স্কুলের মাস্টার, ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে উড়োজাহাজে ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন – প্রথম অঙ্কটা এই নিয়েই। ভূগোলের পাঠটা একেবারে হাতে-নাতে শেখানো হবে, এই হচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্য। মাস্টারমশায়ের ভূমিকায় বেশ বিশ্বাসযোগ্য অভিনয় করলো সেবাস্টিয়ান ফ্রাঙ্ক, অবশ্য একটা নকল গোঁফের সাহায্য নিয়ে। প্রথম অঙ্কের একটা কবিতার লাইন এ-রকম: 'অকুস্থল দেখে তবে করো শিক্ষালাভ'। এটা কিন্তু জনি লেখেনি। সেবাস্টিয়ানই এর স্রষ্টা। দারুণ মাথা কিনা তার, ভেবেছিলো যে এই লাইনটা বললেই মাস্টারমশায়েরা সবাই হেসে উঠবেন। দৃশ্য কী-রকম হবে তার পরিকল্পনা, আঁকা, রঙ করা – সবই মারটিনের কাজ, কারণ তার আঁকার হাত দারুণ।

শাদা পিসবোর্ডে দিয়ে বানানো একটা উড়োজাহাজকে পিন দিয়ে আটকানো হয়েছিলো প্যারালেল বারের সঙ্গে। তিনটে প্রপেলার আর তিনটে এনজিন উড়োজাহাজের। একটা দরজাও ছিলো, সেটাকে খুলে ভেতরে যাওয়া-আসা করা যায়। (আসলে অবশ্য ওরা দরজা দিয়ে ঢুকে প্যারালেল বারের মধ্যে এসে পড়তো।)

বেড়াতে বেরোনো এই সব ছাত্রদের মধ্যে একজনের বোনের ভূমিকাটা বর্তেছিলো উলি সিম্মার্নের ভাগে। মাসতুতো বোন উরসুলাকে ব'লে উলি একটা মেয়েদের ফ্রক আনিয়েছিলো। আর সবাই ঠিক করেছিলো যে নাপিতের দোকান থেকে লম্বা গ্রেটখেন বিনুনি-লাগানো একটা সোনালি পরচুলা ভাড়া করবে। গত শনিবার দুপুরবেলায় ওরা সবাই নাপিতের দোকানে গিয়ে উলির মাথায় পরচুলাটা পরিয়ে দেখেছিলো যে দিব্যি মানাচ্ছে। তোমরা দেখলে

ওকে চিনতেই পারতে না ; ওকে ছেলে ব'লে মনেই হচ্ছিলো না। পরচুলাটার ভাড়া ছিলো পাঁচ মার্ক। কিন্তু নাপিত ক্র্যাগার বলেছিলো যে ওরা ভবিষ্যতে শুধু ওর কাছে এসেই কামাবে, তাহ'লে আদ্ধেক দামেই পরচুলাটা ভাড়া দিয়ে দেবে। ওরা খুব খুশি মনেই তাই প্রতিশ্রুতিটা দিয়ে বসেছে।

তা, প্রথম অঙ্কে তো ওরা সবাই উড়োজাহাজে ক'রে রওনা হ'লো। দ্বিতীয় অঙ্কে উড়োজাহাজটা এসে নামলো ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের একেবারে ডগায়। পিসবোর্ডের ওপরে জ্বলন্ত পাহাড়টা এঁকেছিলো মারটিন, দেখলেই দারুণ ভয় করবে। ভিসুভিয়াস যাতে উলটে না-যায় সেই জন্য ওটাকে শুধু হরাইজনটাল বারের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করাতে হবে। ভূগোলের মাস্টারমশাই হিশেবে সেবাস্টিয়ান; সমিল পদ্যে, আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে জ্ঞান দেবে। তারপর ছাত্রদের হেরকুলেনিয়াম আর পম্পেআই সম্বন্ধে প্রশ্ন করবে – ওই যে ওই দুটো রোমান নগর যেগুলো লাভার বন্যার নিচে চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো। যাবার আগে মারটিনের আঁকা ভিসুভিয়াসের মুখের জ্বলন্ত আগুনে সেবাস্টিয়ান নিজের সিগারেটটাকে ধরাবে। তারপর ওরা উড়োজাহাজে ক'রে আবার রওনা হবে।

তৃতীয় অঙ্কে ওরা এসে নামবে গিজের পিরামিডের কাছে আর দৃশ্যপটের সামনে হেঁটে বেড়াবে। সেবাস্টিয়ান সবাইকে এই রাজসমাধিগুলো কীভাবে বানানো হয়েছে, সে-সম্বন্ধে একটা বক্তৃতা দেবে। তারপর জনি বেরিয়ে আসবে পিরামিড থেকে, ওর মুখে থাকবে শাদা রঙ, কারণ ও মমি সাজবে। ও হ'লো দ্বিতীয় রামেসেস। মাথা খুব নিচু ক'রে ওকে বেরোতে হবে, কারণ পিরামিডের কাঠামোটা ছিলো ভীষণ ছোটো। রামেসেস গোড়ায় একটা বক্তৃতায় জলের দানের প্রশংসা করবে। বিশেষ ক'রে নীল নদীর দু-তীর উর্বর-করা জলের। তারপর জানতে চাইবে প্রলয় এসেছে কিনা, যার কথা ওর জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলো। যখন শুনবে যে এখনো প্রলয় উপস্থিত

হয়নি আর পৃথিবী বেশ ভালোই আছে, তখন ও ভীষণ উত্তেজিত হ'য়ে বিনা নোটিশে জ্যোতিষীকে ছাড়িয়ে দেবে ব'লে শাসালো। উলি তো ছোট্ট মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করবে। প্রাচীন মিশরের এই ফ্যারাও-এর কথায় ওর হেসে গড়াগড়ি খাবার কথা। আর এটাই ওর বলার ছিলো যে আপনার জ্যোতিষী ঢের আগেই ম'রে ভূত হ'য়ে গেছে। এই না শুনে দ্বিতীয় রামেসেস হাত দিয়ে একটা অদ্ভুত রহস্যভরা ভঙ্গি করবে, আর অমনি উলি একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে ওর পেছন-পেছন পিরামিডের দরজার ভেতরে ঢুকে যাবে। আর পিরামিডের দরজাও আস্তে-আস্তে বন্ধ হ'য়ে যাবে। ফেলে-যাওয়া ছেলেরা গোড়ায় দুঃখে আত্মহারা হ'য়ে গেলেও শেষ অব্দি জায়গাটা ছেড়ে চ'লে যাবে। চতুর্থ অঙ্কে, 'উড়ো ক্লাসঘর' এসে নামবে উত্তরমেরুতে। তারা দেখবে পৃথিবীতে মেরুরেখা তুষারের মধ্যে সটান মাথা তুলেছে আর স্বচক্ষে লক্ষ ক'রে দেখতে পারবে পৃথিবীর আকার মেরুদেশে চ্যাপ্টা। তারা একটা বেতারচিত্র তুলে কিরখ্‌বের্গ গাৎসেটে কাগজে ছাপাবার জন্য পাঠিয়ে দেবে। তারপর তারা শুনবে একটা শাদা ভালুকের মর্মভেদী গান যার মধ্যে থাকবে বরফ-তুষারের নিঃসঙ্গতার কথা। শাদা ভালুকের ভূমিকায় অভিনয় করছিলো মাট্টিয়াস, গায়ে একটা চামড়া জড়িয়ে। থাবা ধ'রে হাত ঝাঁকুনি দিয়ে, তার কাছে বিদায় নিয়ে, সবাই আবার উড়োজাহাজে ক'রে উড়বে।

মাস্টারমশায়ের একটা ভুলের দরুণ আর হালের গিয়ারে গণ্ডগোল ছিলো ব'লে, পঞ্চম এবং শেষ অঙ্কে, ওরা সোজা স্বর্গে গিয়ে পৌঁছুবে। সেখানে গিয়ে সন্ত পেটারের সঙ্গে দেখা হবে ওদের। সন্ত পেটার একটা ক্রিসমাস গাছের পাশে ব'সে কিরখ্‌বের্গ গাৎসেটে কাগজ প'ড়ে বড়োদিনের উদ্‌যাপন করবেন। উনি প্রথমে ওদের হেডমাস্টারমশাই ডক্টর গ্রুনকের্ন কেমন আছেন জিগেশ করবেন – বলবেন যে তাঁকে তিনি খুব ভালোই চেনেন। তারপর আরো বলবেন যে এখানে দেখার মতো তেমন-কিছুই নেই, কারণ স্বর্গ আসলে তো অদৃশ্য, আর এমনকি

তার কোনো ছবি তোলারও অনুমতি নেই।

মাস্টারমশাই জিগেশ করবেন যে দ্বিতীয় রামেসস যে বাচ্চা মেয়েটিকে জাদু ক'রে পিরামিডের ভেতরে নিয়ে গেছেন তাকে সন্ত পেটার উদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে পারবেন কিনা। পেটার ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলবেন, তারপর একটা ফুশমন্তর আওড়াবেন। তক্ষুনি উলি একটা রঙ-করা মেঘ থেকে বেরিয়ে আসবে ওদের সামনে, আর তাকে দেখে সবার সে কী উল্লাস! নাটকটা শেষ হবে 'স্তব্ধ রাত' গানটা গেয়ে।

কথা আছে, দর্শকদের সবাই – ছাত্র মাস্টার সবাই গানটায় গলা মেলাবে। তাই, আর যাই হোক, অভিনয়ের শেষটা নির্ঘাৎ দারুণ সফল হবে।

+

তাই আজকে ওরা শেষ অহ্টার মহলা দিচ্ছে। পেটার, তার মানে মাট্রিয়াস, একটা রঙ-করা পিসবোর্ডের ক্রিসমাস গাছের সামনে ব'সে আছে আর অন্যরা সবাই খুব সসম্ভ্রমে ওকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। শুধু উলি এখনো পিরামিড়ের ভেতরে। মাট্রিয়াস ওর শাদা জাল দাড়ি মুচড়ে, যথাসম্ভব হেঁড়ে গলায় শুরু করলে :

পেটার : স্বর্গ ব'লে যাকে মনে হয়, অথচ সে সত্যি স্বর্গ নয়
সেখানে পৌঁছেছো এসে, অবশেষে, তোমরা মনুষ্য কতিপয়।
মেঘে-মেঘে দাও পাড়ি শূন্যচারী কত যে বিমানে,
সজাগ দূরবিনে করো অনুক্ষণ গগনে সন্ধান,
– দুঃখ লাগে তাই এত কষ্ট দিতে তোমাদের প্রাণে –
জেনো তবু স্বর্গ কভু, কোনোকালে, চর্মচক্ষে নহে দৃশ্যমান।
দুর্গম, দুরবগাহ স্বর্গ থাকে শুধু অন্তরালে
প্রাচীর প্রাকার ঘেরা, অগোচর, গোপন নগর –
কেবল আমাকে ছাড়া আর-কিছু, জেনো, কোনোকালে
পড়বে না চোখে।

মারটিন : হায়, এ যে বড়ো দুঃখের খবর।
তাহ'লে কী আর করা, স্বর্গ যদি সত্যি দুরত্যয়,

মানুষের অপূর্ণতা মেনে নিই ক্ষয়ক্ষতি সমেত না-হয়।

পেটার : স্বর্গকে ত্যাখে না তাই মৃত ছাড়া কেউ আপাতত।

জনি : যদি কোনো ছবি তুলি, চট ক'রে, আপত্তি হবে কি ?

পেটার : ছবি তোলা-টোলা সব নিষিদ্ধ, নিয়মবহির্ভূত।
অকিঞ্চিৎকর অতি, অর্থহীন – এভাবে আমরা একে দেখি।
দৃষ্টিআকর্ষণকারী বিষয়ে চালাতে পারো যত গবেষণা :
তা ব'লে অনধিগম্য, অজ্ঞে –

মাট্টিয়াস এখানে এসে যেন হোঁচট খেয়ে পড়লো। শেষ শব্দটা খুব কঠিন ঠেকেছিলো তার আর তাতেই পরের লাইনটা ভুলে গিয়েছে। কবিদের যুবরাজ জনির দিকে লজ্জিতভাবে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে তাকালো ও। জনি ওর কাছে গিয়ে পরের লাইনটা কানে-কানে ব'লে দিলো।

'হ্যাঁ ঠিক, মনে পড়েছে,' বললে মাট্‌ৎস, 'কিন্তু জানিস, দারুণ খিদে পাচ্ছে আমার, আর খিদে পেলেই আমার স্মরণশক্তি ভির্মি খায়।' তারপর আবার তৈরি হ'য়ে, কেশে-টেশে গলা ঝেড়ে, আরেক-বার শুরু করলে :

পেটার : তা ব'লে অনধিগম্য, অজ্ঞেয় কিছুতে আর নাক গলিয়ো না।
খুব চিনি তোমাদের, সামান্য নিষেধে যাও সহজেই চ'টে,
বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়, খেপে গিয়ে কেবল অস্থির –
অথচ যে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, তারও ঘটে গর্দভের বুদ্ধি থাকে মোটে –
কুসংস্কারে মগ্ন থাকে, ক্ষীর ফেলে চেটে খায় নীর !

জনি : হে সন্ত পেটার, এটা হ'লো না কি অত্যন্ত কঠোর ?
যে-হেতু এ-কথা জানি দুর্বহ জ্ঞানের বোঝা ঘোর,
কে চায় দিগ্‌গজ হ'তে – যদি তাতে চাপ পড়ে বিস্তর মগজে ?

মারটিন : মস্তিষ্ক খাটানো বেশি ভালো নয় – এটা যদি আজও কেউ বোঝে।

সেবাস্টিয়াম : হে সন্ত পেটার, শুনি আপনি নাকি সর্বজ্ঞ, ধীমান –
নিশ্চয় জানেন তবে, সত্যি হ'লে এই অনুমান,
আমাদের দল থেকে একজন কোথা নিরুদ্দেশ।
কী যে হয়েছিলো তার ব্যাখ্যাতীত অদ্ভুত আবেশ,

দেখা দিয়েছিলো রাজা রামেসেস, বহাল চিরুণতবিয়ৎ
পিছন-পিছন অমনি মন্ত্রমুগ্ধ গেছে সে যে, আর বুঝি পথ
খোয়ালো অচিরে সেই পিরামিডে, বিদ্‌ঘুটে গোলকধাঁধায় ?

পেটার : নিরুদ্দেশ ছেলেমেয়ে ফিরে-পাওয়া ? হুম, আছে কতক উপায়।
অতীব কাজের একটা মন্ত্র আছে, আওড়াবো না-হয় আমি সেটা –
সব গুণ চ'টে যাবে টুঁ শব্দ করেছো যদি – তবে তার এইটাই লেঠা।

অতীত বাঁচে
এবং আছে
মাটির বুকে পায়ের ছাপ
অগণনা ;
লেখা কথা
সে-বারতা
নষ্ট হ'লেও অবিরত
যায় শোনা
এসো, এসো…

আর ঠিক তক্ষুনি, খেলার ঘরের দরজাটা হঠাৎ দুম ক'রে খুলে গেলো। মাটিয়াসের গলায় যেন ম'রেই গেলো কথাগুলো। আর অন্যরা চমকে গিয়ে পেছন ফিরে তাকালে। উলি রঙ-করা পিসবোর্ডের মেঘের পেছনে দাঁড়িয়ে মঞ্চে ঢোকবার খেইয়ের জন্য অপেক্ষা করছিলো। সেও কৌতূহলী হ'য়ে উঁকি দিলে।

দরজার সামনে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে, তার হাতমুখ কেটে রক্ত ঝরছে, জামা-কাপড় ছেঁড়া। স্কুলের টুপিটা রাগে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে চ্যাঁচালে, বললে, 'জানিস, কী হয়েছে ?'

'না তো, ফ্রিডোলিন, আমরা কী ক'রে জানবো ?' মারটিন বন্ধুভাবে জিগেশ করলে।

'যখন কোনো দিনের-ছাত্র তোর মতো এ-রকম ছেঁড়াখোঁড়া চেহারা নিয়ে স্কুলের পরেও স্কুলে ফিরে আসে,' বললে সেবাস্টিয়ান, 'তখন – '

কিন্তু ফ্রিডোলিন বাধা দিলে। সে চ্যাঁচালে, 'বাজে কথা ছাড়। ক্রয়ৎসকাম আর আমি বাড়ি যাচ্ছিলুম, হঠাৎ সেকেণ্ডারি স্কুলের এক

দঙ্গল ছেলে আমাদের ওপর চড়াও হয়। ক্রয়ৎসকামকে ওরা আটকে রেখেছে। আর যে-খাতাগুলো নিয়ে যাচ্ছিলুম ওর বাবাকে দেখাবার জন্য, সেগুলোও সব কেড়ে নিয়েছে।' (ক্রয়ৎসকামের বাবা য়োহান সিগিসমুণ্ড স্কুলের আলেমান ভাষার মাস্টারমশাই।)

'ফুঃ! খাতাগুলো কেড়ে নিয়েছে বুঝি?' বললে মাট্টিয়াস, 'দারুণ ব্যাপার তো!'

মারটিন তার বন্ধু জনির দিকে তাকালে। 'আমরা সবশুদ্ধ ছ-জন আছি – ওতেই হ'য়ে যাবে বোধহয়?' জনি ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

'চল তাহ'লে!' মারটিন হাঁক পাড়লে। 'লাফিয়ে বেড়া ডিঙিয়ে একদম বাইরে, অ্যালটমেণ্টগুলোর ভেতরে! চটপট! "ধূমপান নিষেধ" যে-বাড়িটায়, তার সামনে সকলের সঙ্গে দেখা হবে।'

ব্যায়াম ঘর থেকে ওরা দৌড়ে বেরিয়ে গেলো। উলি মাট্টিয়াসের গায়ে লেপ্টে রইলো। হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, 'সুশ্রী টেওডর যদি এখন আমাদের দেখে ফ্যালে, তাহ'লেই দফারফা।'

'তাহ'লে থাক এখানে,' বললে মাট্টিয়াস।

'পাগল, না খ্যাপা?' ক্ষুণ্ণভাবে ছোটো ছেলেটি বললে। স্কুলের মাঠের সীমানায় এসে, বেড়া ডিঙিয়ে, ওরা বাইরে লাফিয়ে পড়লো।

মাট্টিয়াস তখনও ওর লম্বা শাদা দড়িটা প'রে আছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে

আছে 'ধূমপান নিষেধ' বাড়িটা সম্বন্ধে কিছু তথ্য ; তিনটে বানান ভুল ; ভয় পাবে এই ভেবে উলির ভয় ; রেলের কামরায় সংগ্রাম-সমিতির সভা , হালচাল জানতে ফ্রিডোলিনকে পাঠানো ; ক্রয়ৎসকামের ওপর হামলার কারণ ; আর কিছু লম্বা পাল্লার দৌড়।

২

'ধূমপান নিষেধ' – ছেলেরা যে একজনকে এই নামটা দিয়েছিলো তার কারণ তারা তাঁর আসল নাম জানতো না। নামের কারণটা এই নয় যে তিনি ধূমপান করতেন না – বরং তিনি চিমনির মতোই ধোঁয়া ছাড়তেন। ছেলেরা লুকিয়ে-লুকিয়ে তাঁর সঙ্গে মাঝে-মধ্যেই দেখা করতে যেতো। বেশ পছন্দই করতো তাঁকে – প্রায় তাদের হাউস-মাস্টার ডক্টর য়োয়ান ব্যেকের মতোই ভালোবাসতো। আর, তার মানে, খুবই ভালোবাসতো।

তাঁকে তারা এই জন্য 'ধূমপান নিষেধ' ব'লে ডাকতো যে তাঁর জমিতে একটা রেলের বগি ছিলো ; সারা বছর ওই রেলগাড়িটাতেই থাকতেন তিনি। এই বগিটার কামরাগুলো সব ছিলো দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা, যাতে ধূমপান নিষেধ। যখন তিনি একবছর আগে প্রথম এই জমিতে থাকতে আসেন, তখন জার্মান জাতীয় রেলওয়ে থেকে তিনি একশো আশি মার্ক দিয়ে এটাকে কিনে নিয়েছিলেন। একটু-আধটু অদলবদল ক'রে বগিটাকে তিনি নিজের বাড়ি বানিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু প্রত্যেক কামরার বাইরে যে ছোট্ট ক'রে শাদা হরফে ফলক

লটকানো 'ধূমপান নিষেধ,' সেগুলো তিনি মুছে ফ্যালেননি।

গ্রীষ্মে আর হেমন্তে তাঁর বাগানে চমৎকার সব ফুল ফুটতো। গাছে-গাছে জল দেয়া, আগাছা সাফ করা, আর চারাগুলো রোয়া যখন শেষ হ'তো তিনি বাগানের সবুজ ঘাসে ব'সে-ব'সে বই পড়তেন। বিস্তর বই ছিলো তাঁর। শীতকালে অবশ্য বেশির ভাগ সময়ই থাকতেন তাঁর ছোট্ট মজার বাড়িটার ভেতরেই। বাড়িটাকে গরম করা হ'তো ছোট্ট একটা দাঁড়-করানো চুল্লি দিয়ে। চিমনির কালো নলটা নীল-কালো ছাদের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে থাকতো, আর কখনো-কখনো ভীষণ ধোঁয়া ছড়াতো।

জনি তাঁকে বড়োদিনে একটা-কিছু উপহার দেবে ব'লে ঠিক করেছিলো। (জনির এ-বছর বড়োদিনের ছুটিটা স্কুলেই কাটাবার কথা, কারণ কাপ্তেন সাহেবের জাহাজ নিউ-ইয়র্কে যাবে।) ছেলেরা সব পয়সা জমিয়ে এর মধ্যেই কিছু উপহার কিনে রেখেছে: গরম মোজা, তামাক, সিগারেট, আর একটা কালো লম্বাহাতা পশমের জামা। জামাটা তাঁর গায়ে ঠিক লাগবে কি না তা তারা বুঝতে পারছিলো না, তাই দোকানে ব'লে রেখেছিলো যে দরকার হ'লে জামাটা তারা বদ্‌লে নেবে।

মারটিনের তো হাত সবসময়ই খালি, কারণ তার বাবা-মা খুব গরিব। একটা জলপানি থেকে তার মাইনের অর্ধেকটা হ'য়ে যেতো। সে ধূমপান নিষেধ-এর জন্য একটা ছবি এঁকেছিলো। ছবিটার নাম দিয়েছিলো 'সন্ন্যাসী'। তাতে এক বাগানের ঝলমলে রঙ-বেরঙের ফুলের মধ্যে কে-একজন ব'সে আছেন। বেড়ার ওপাশ থেকে তিনজন ছেলে তাঁকে দেখে হাত নাড়ছে আর তিনি কেমন সদয় অথচ বিষণ্ণভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁকে বিশ্বাস ক'রে তাঁর হাতের আর কাঁধের ওপর ছোট্ট মেঠো ইঁদুর আর রবিন-পাখি ব'সে আছে আর মাথার চারদিকে উড়ে বেড়াচ্ছে ঝলমলে সব

চমৎকার হয়েছিলো ছবিটা। মারটিনের অন্তত চার-চারটে ঘণ্টা লেগেছিলো শেষ করতে।

ঠিক ছিলো বড়োদিনের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায়, জনি উপহার-গুলো ধূমপান নিষেধকে দেবে। ছেলেরা জানতো যে তিনি একেবারে একা থাকবেন, আর সেজন্য তাঁর কথা ভেবে তাদের ভারি কষ্ট হচ্ছিলো।

রোজ সন্ধ্যায় ধূমপান নিষেধ তাঁর সবচেয়ে বাহারে পোশাক

প'রে শহরে যেতেন। বলতেন যে পিয়ানো শেখাতে যান, অবিশ্যি ছেলেরা কিন্তু তা মোটেই বিশ্বাস করতো না। রুডি ক্রয়ৎসকাম দিনের ছাত্র ব'লে বেশ ঘুরে বেড়াতে পারতো, সে বলতো যে ধূমপান নিষেধ শহরতলির বাইরে, 'অস্থিমজ্জা' নামে একটা শুঁড়িখানায়, রোজ সন্ধ্যাবেলা অনেকক্ষণ ধ'রে পিয়ানো বাজান। মাইনে পান দিনে দেড় মার্ক আর সঙ্গে গরম-গরম খাবার। তথ্যটা কেউ প্রমাণ করতে

পারেনি অবিশ্যি, তবে এটা মোটেই অসম্ভব ছিলো না। আর তাছাড়া এ নিয়ে তারা মাথাও ঘামাতো না। তারা জানতো যে ধূমপান নিষেধ লোক ভালো, মাথার স্ক্রুগুলো সবই তাঁর ঠিক। কোনো কারণে প্রাণে হয়তো দারুণ ঘা খেয়েছেন। অন্তত তাঁকে দেখে তেমন লোক ব'লে মনে হ'তো না, যে গোড়া থেকেই চেয়েছিলো ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার কোনো শুঁড়িখানায় ব'সে ঝমঝম ক'রে একেবারে আনকোরা সব হালফ্যাশানের নাচের সুর বাজাবে।

তারা মাঝে-মধ্যেই লুকিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতো। তাঁর কাছে নানা পরামর্শ চাইতো। বিশেষ ক'রে সে-সব ক্ষেত্রে, যখন তারা নিজেদের হাউসমাস্টারকে জিগেশ করতে চাইতো না। তারা ডক্টর বোকের নাম দিয়েছিলো 'ন্যায়াধীশ,' যার মানে তাদের মতে ন্যায়পরায়ণ। কারণ ডক্টর বোক ছিলেন ন্যায়পরায়ণ। সেইজন্যই তারা তাঁকে এত সম্মান করতো।

কিন্তু কখনো-কখনো এমন-সব সমস্যাও উঠতো যেখানে কী যে ন্যায়, আর কী যে অন্যায় তা বোঝা শক্ত হ'তো। তখন ন্যায়াধীশের কাছে না গিয়ে তারা হুড়মুড় ক'রে বেড়া ডিঙিয়ে ধূমপান নিষেধ-এর কাছে গিয়ে পরামর্শ চাইতো।

+

মারটিন, জনি, সেবাস্টিয়ান আর সেই জখম ফ্রিডোলিন, যে কিনা দিনের ছাত্র, গেট দিয়ে ফাঁকা, তুষারে-ঢাকা বাগানের ভেতর ঢুকে গেলো। মারটিন দরজার কড়া নাড়লে। তারপরেই তারা রেল-গাড়ির কামরার মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

মাট্টিয়াস আর উলি রইলো গেটের কাছে। মাট্টিয়াস মন্তব্য করলে, 'মনে হচ্ছে যে আবার একটা তোফা লড়াই জমবে।' তার গলায় সন্তোষের ছাপ।

উলি উত্তর দিলে, 'আগে চাই ওই খাতাগুলো — ওটাই সবচেয়ে বড়ো কাজ।'

'না-পেলেই ভালো,' মাট্রিয়াসের ঘোর আপত্তি। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে যে কয়েকটা জঘন্য ভুল ক'রে বসেছি। হ্যাঁরে, উলি, "প্রদেসে" কোন "স"? দন্ত্য, না তালব্য, না মূর্ধণ্য?'

উলি বললে, 'তালব্য "শ"।'

'এই যা!' মাট্রিয়াস জিভ কাটলো। 'তাহ'লে ভুল ক'রে বসেছি। আচ্ছা "সাহিত্তে" তো দুটো "ত"?'

'না, একটা।'

'বানান কর তো।'

'দন্ত্য স-এ আকার, হ-তে হ্রস্ব ই-কার আর ত-এ য-ফলা।'

'ফুঃ!' বললে মাট্রিয়াস। 'দুটো শব্দে তিনটে ভুল। রেকর্ড ভাঙবো এবার। সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেগুলোকে ক্রয়ৎসকামকে ফেরৎ দিতেই হবে, কিন্তু খাতাগুলো রেখে দিলে আমি বাপু কিছু বলবো না।'

কিছুক্ষণ আর কেউই কোনো কথা বললে না। উলি শীতে কাঁপছে, গোড়ায় একপায়ে দাঁড়ালো, পরে আরেক পায়ে। শেষটায় বললে, 'যাই বলিস মাট্‌ৎস, আমি যদি তুই হ'য়ে যেতে পারতুম তো বাঁচতুম। অঙ্কে বা শ্রুতিলিপিতে আমি অবিশ্যি অত ভুল করি না। কিন্তু তোর মতো তেজ আর সাহস থাকলে আমার রিপোর্ট খারাপ হ'লেও আমার কিছু এসে যেতো না।'

'মেলা বাজে বকিসনে!' মাট্রিয়াস ঘোষণা করলে। 'পৃথিবীতে কারু সাধ্যি নেই আমার মগজে কিছু ঘিলু ঢোকায়। বাবা পড়াশোনার জন্য খরচ ক'রে দেউলে হ'য়ে গেলেও কিস্‌সু হবে না। আর, সত্যি বলতে, "প্রদেশ" আর "সাহিত্য" কী ক'রে বানান করতে হয় তাতে আমি থোড়াই পাত্তা দিই। বড়ো হ'লে আমি বাপু বাঘা মুষ্টিযোদ্ধা হবো। তখন ঠিক বানান দিয়ে আমার হবেটা কী? কিন্তু তুই যদি সাহসী হ'তে চাস তো খামকা এত ভয় পাস কেন?'

'ভারি জানিস তুই,' উলি মন খারাপ ক'রে নিজের ঠাণ্ডা হাতদুটো

কচলালো। 'কত চেষ্টা করেছি ভিতুর ডিম হ'য়ে না-থাকতে – প্রত্যেক বার ঠিক করি যে এবার নিজের পায়ে রুখে দাঁড়াবো, কিছুতেই পালাবো না। প্রত্যেকবার যত পারি মন শক্ত করি, কিন্তু কাজের সময় প্রত্যেকবারই পালিয়ে যাই। যখন বুঝি যে কেউ আমার ওপর নির্ভর করতে পারে না, তখন দারুণ বিশ্রী লাগে।'

'তাহ'লে এমন-একটা কাজ কর যাতে সবাই তোকে পাত্তা দেবে।' মাট্রিয়াস পরামর্শ দিলে। 'এমন তাকলাগানো কিছু কর যাতে সবাই ভাবে, "বাব্বাঃ, উলিটার কী দারুণ সাহস! ওর সম্বন্ধে আমরা সবাই ভুল করেছিলুম।" বাস, তাহ'লেই হবে।'

উলি ঘাড় নাড়লো, নিচের দিকে তাকিয়ে বেড়াটাকে জুতোর ডগা দিয়ে লাথি মারলো একটা। শেষে বললে, 'ঠাণ্ডায় একেবারে বরফের চাঁই হ'য়ে গেছি।'

'ঠাণ্ডা লাগবে না তো কী? পাখির মতো খাস।' মাট্রিয়াস তাকে বকুনি লাগালে। 'সত্যি তোর লজ্জা হওয়া উচিত – টেবিলে তোর খাওয়া দেখলে আমারই খিদে চ'লে যায়। তোর বোধহয় বাড়ির জন্য মন কেমন করে, না?'

'না, অতটা না,' উলি মৃদু স্বরে বললে। 'কখনো-কখনো রাত্তির বেলা, ডরমিটরিতে শুয়ে-শুয়ে, যখন ফৌজের ব্যারাক থেকে শিঙ্গার শব্দ শুনতে পাই কেবল তখন খানিকটা…।' লজ্জা পাচ্ছিলো তার।

'আমার আবার খিদে পাচ্ছে।' নিজের খিদের ওপর মাট্রিয়াসের দারুণ বিরক্তি। 'আজকে সকালে আলেমান ক্লাসে একই অবস্থা। আরেকটু হ'লেই বুড়ো ক্রয়ৎসকামকেই প্রায় জিগেশ ক'রে ফেলতুম যে পকেটে রুটি-টুটি আছে নাকি? আর তার বদলে কিনা ওই সব বোকা-বোকা বানান নিয়ে মাথা ঘামাতে হ'লো যে "প্রদেশে" "ষ", না, "স" না "শ"। দুত্তোর!'

উলি হেসে ফেললো। 'মাট্‌ৎস, শাদা দাড়িটা এবার খুলে ফ্যাল।'

'অ্যাঁ। এখনো এই শ্যাওলাটাকে প'রে আছি নাকি?' মাট্রিয়াস ডুকরে উঠলো। 'এ-রকম না-করলে কি আমি আর সত্যি-সত্যি আমি হই?' দাড়িটা পকেটে পুরলো মাট্‌ৎ; তারপর নিচু হ'য়ে কয়েকটা বরফের গোলা ক'রে গায়ের সব জোর দিয়ে ধূমপান নিষেধ-এর চিমনির দিকে ছুঁড়ে মারতে শুরু করলে। আর দু-দু বার ঠিক তাগমতো লাগাতে পারলো চিমনিটায়।

+

রেলগাড়ির ভেতরে, অন্য চারটে ছেলে, একটু বিব্রতভাবে জীর্ণ চেয়ারগুলোর ওপর বসেছিলো। ওদের বন্ধু, ধূমপান নিষেধ-এর বয়স কিন্তু খুব-একটা বেশি নয়। হয়তো পঁয়ত্রিশ হবে। পুরোনো খেলার পোশাক প'রে, তিনি স্লাইডিং-দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে খাটো পাইপ। হাসি-হাসি মুখ ক'রে শুনছেন ফ্রিডোলিনের মুখে হামলার পুরো বিবরণটা। অবশেষে ছোকবার বিবরণ শেষ হ'লো।

সেবাস্টিয়ান বললে, 'আমার মনে হয় যে ক্রয়ৎসকামের বাড়িতে গিয়ে বুদ্ধি ক'রে ফ্রিডোলিনের চুপি-চুপি জেনে আসা উচিত যে রুডি খাতাগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরেছে কিনা।'

ফ্রিডোলিন তক্ষুনি লাফিয়ে উঠলো। ধূমপান নিষেধ-এর দিকে তাকাতে তিনি ঘাড় নাড়লেন।

'আর রুডি যদি বাড়ি ফিরে না-থাকে?' মারটিন পরামর্শ দিলে, 'তাহ'লে বরং বাড়ির ঝিকে কী হয়েছে খুলে বলিস যাতে হের ক্রয়ৎসকামের কাছে ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারে।'

'আর তারপর,' সেবাস্টিয়ান বললে, 'এগেরলাণ্ডের বাড়ির বাইরে আমাদের সঙ্গে দেখা করিস। আমরা তোর জন্য অপেক্ষা করবো। ওই ব্যাটারা যদি রুডিকে খাতাগুলো শুদ্ধ না-ছেড়ে দিয়ে থাকে তাহ'লে আমরা এগেরলাণ্ডের বাড়ির ছাদের ওপর চ'ড়ে ওকে পাকড়াবো। ও-ই হচ্ছে পালের গোদা। ওকে জামিন হিশেবে বন্দী

করলে অন্যগুলোর সঙ্গে একটা রফার চেষ্টা করা যাবে। রুডির জন্য ওকে বিনিময় করতে পারবো।'

'আচ্ছা,' ফ্রিডোলিন বললে। 'তোরা এগেরলাণ্ডের বাড়ি চিনিস তো? ১৭, ফের্সটেরেইস্ট্রাস্‌সে। চলি তাহ'লে। তোরা কিন্তু আবার আসতে ভুলিসনে।'

'তুর্দান্ত!' অন্যরা চেঁচিয়ে উঠলো। ফ্রিডোলিনের হাত যেখানে কেটে গিয়েছিলো, সেখানে একটা রুমাল বাঁধা। সেই হাত দিয়েই ও ধূমপান নিষেধকে হাতঝাঁকুনি দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলো। অন্যরাও উঠে দাঁড়ালো।

'এবার বলো তো,' ধূমপান নিষেধ তাঁর পরিষ্কার, আশ্বাসভর্তি গলায় জিগেশ করলেন। 'এগেরলাণ্ড আর সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেরা কেন তোমাদের আলেমানের মাস্টারের ছেলেকে বন্দী করলো আর কেনই বা তোমাদের ঐ তুর্দান্ত, পাণ্ডিত্যেভরা লেখাগুলোকে বাজেয়াপ্ত করলো?'

ছেলেরা চুপ। শেষটায় মারটিন বললে, 'এটা লেখকের কাজ। তুই বল জনি।'

'এর আগে আরো অনেক ব্যাপার হয়েছে।' জনি বিশদ করলে। 'প্রায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই আমাদের স্কুল আর সেকেণ্ডারি স্কুলের মধ্যে শত্রুতা। শুনেছি, দশ বছর আগেও একই হাল ছিলো। ঝগড়াটা কিন্তু স্কুল তুটোর মধ্যে এর। মধ্যে ছেলেদের ব্যক্তিগত ব্যাপার কিছুই নেই। ছেলেরা শুধু স্কুলের ঐতিহ্য মেনে চলেছে আর কি! গত মাসে একদিন ওদের খেলার মাঠ থেকে আমরা একটা নিশেন ঝেঁপে দিয়েছিলুম। বোম্বেটের নিশেন গোছের একটা পতাকা, তাতে মড়ার খুলি, হাড়-টাড়, সব আঁকা। আমরা কিছুতেই লুঠ ফিরিয়ে দিতে রাজি হইনি। তাতে শেষটায় ওরা ন্যায়াধীশকে ফোন ক'রে নালিশ করেছিলো। দারুণ বকা-ঝকা করলেন তিনি, কিন্তু কেউই যখন কিছু স্বীকার করলুম না তখন বললেন: "যদি তিন দিনের মধ্যে

ওই নিশেনটা সেকেণ্ডারি স্কুলে ফিরিয়ে দেয়া না-হয়, তাহ'লে তোমাদের পাক্কা দু-হপ্তা আমার সঙ্গে কথা বলতে দেবো না।'

'অদ্ভুত হুমকি তো।' ধূমপান নিষেধ-এর মুখে একটু ভাবুক-ভাবুক হাসি। 'তাতে কাজ হ'লো ?'

'হ'লো তো বটেই,' জনি উত্তর দিলো। 'পরের দিন ওটা ঠিক জায়গামতো ফেরৎ গেলো। খেলার মাঠে পেলে ওরা নিশেনটাকে, যেন আকাশ থেকে টুপ ক'রে খ'শে পড়েছে।'

'কেবল একটা গ্যাঁড়াকল ছিলো,' সেবাস্টিয়ান ফোঁড়ন দিলে, 'নিশেনটা একটু ছিঁড়ে গিয়েছিলো।'

'একটু নয়, বেশ খানিকটাই,' মারটিন ভুল শুধরে দিলে।

'তাই এখন বোধহয় ওরা আমাদের খাতাগুলোর ওপরেই শোধ নিচ্ছে,' সেবাস্টিয়ানের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্ত।

'তা, তোমরা তাহ'লে তোমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুদ্ধে যোগ দিতে যাও এখন।' বললেন ধূমপান নিষেধ। 'হয়তো একটু পরে আমিও ফর্স্টেরেই স্ট্রাস্‌সের যুদ্ধক্ষেত্রে পদার্পণ করবো। কাটা-ছেঁড়াতে পট্টি বাঁধতে হবে তো। কিন্তু তার আগে এখন আমায় পোশাক পালটাতে হবে। আমার কিন্তু ক্রমেই তোমাদের ন্যায়াধীশকে দারুণ পছন্দ হ'য়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ,' মারটিনের খুব উৎসাহ। 'চমৎকার মানুষ এই আমাদের ডক্টর ব্যেক।'

ধূমপান নিষেধ একটু যেন চমকে উঠলেন। 'কী নাম বললে ?'

'ডক্টর য়োহান ব্যেক,' বললে জনি, 'আপনি ওঁকে চেনেন ?'

'না, না,' বললেন ধূমপান নিষেধ, 'তবে ওমনি একটা নামের একজনকে এককালে চিনতুম···কিন্তু, এখন যুদ্ধে যাও তোমরা, সব মাস্তানের দল ! কারু ঘাড়-টাড় মটকিয়ো না কিন্তু। তোমাদেরও যেন না-মটকায়, অন্যদেরও যেন না। আমাকে এখন চুল্লিটা জ্বালিয়ে কাপড় ছাড়তে হবে।'

'চলি, তাহ'লে।' বলে ছেলে তিনটে ছুটে বেরিয়ে এলো বাগানে।

'বাজি ধ'রে বলতে পারি উনি ন্যায়াধীশকে চেনেন।' বাইরে এসে সেবাস্টিয়ান বললে।

'তাতে আমাদের কী,' মারটিন ঘোষণা করলে, 'উনি যদি দেখা করতে চান, তাহ'লে ঠিকানা জানেন, নিজেই আসতে পারেন।'

মাট্রিয়াস আর উলির কাছে এসে হাজির হ'লো ওরা। 'শেষটায় এলি তবে!' মাট্রিয়াস বললে, 'উলি প্রায় জ'মে গিয়েছে।'

'এক ঝলক ছুটলেই গরম লাগবে,' বললে মারটিন। 'আয়।' আর তারা শহরের দিকে ছুট লাগালো।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে

আছে ফ্রিডোলিনের প্রত্যাবর্তন ; ইওরোপের সবচেয়ে অদ্ভুত সর্দার-পোড়োর সম্বন্ধে একটি আলোচনা ; ফ্রাউ এগেরলাণ্ডের নতুন মুশকিল ; পদব্রজে ঘোড়সোয়ার বার্তা-বাহক ; অগ্রহণীয় শর্তশাবুদ ; একটি ফলপ্রসূ যুদ্ধজল্পনা এবং ধূমপান নিষেধ-এর অধিকতর ফলদায়ক প্রস্তাব ।

৩

তখনও তুষার ঝরছে। দৌড়ুতে-দৌড়ুতে ছেলেরা দেখলো তাদের শ্বাস ঘন মেঘের মতো উড়ে যাচ্ছে, যেন তারা বড়ো-বড়ো চুরুট খাচ্ছে। বার্বাবোৎসা-প্লাৎসে, এডেন সিনেমার বাইরে, থার্ড ফর্মের কয়েকজন দিনের ছাত্র দাঁড়িয়ে ছিলো। তারা সিনেমা দেখবে ব'লে দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করছে।

'তোরা এগো,' মারটিন তার সঙ্গীদের বললে। 'চট ক'রে তোদের ধ'রে ফেলবো।' তারপর ও দিনের ছাত্রদের কাছে এগিয়ে গেলো। 'আমাদের একটু সাহায্য করবি ? সিনেমাটা না-হয় থাক। সেকেণ্ডারি স্কুলের ওই জানোয়ারগুলো ক্রয়ৎসকামকে আটকে রেখেছে – ওকে আমাদের উদ্ধার করতেই হবে।'

'তোর সঙ্গে যাবো ?' শ্লিটৎস্ নামে একটি ছেলে বললে। বেঁটে আর গোলগাল কিনা, তাই তাকে 'মোটু' ব'লে ডাকা হ'তো।'

'না,' বললে মারটিন। 'এখনও সময় আছে। পনেরো মিনিটের মধ্যে ফোরভের্ক-স্ট্রাসৃসে আর ফের্সটেরেইস্ট্রাসৃসের মোড়ে আসিস। সঙ্গে আরো কয়েকজনকে আনিস। কিন্তু সবাই দল বেঁধে একসঙ্গে

আসিস না যেন। আর টুপিগুলো পকেটে পুরে নিস! জানোয়ার-গুলো যেন জানতে না-পারে যে আমরা কোনো মৎলব এঁটেছি।'

'ঠিক আছে, মারটিন।' বললে মোটু।

'দেখিস, পথে বসাস না যেন।'

'দুর্দান্ত!' থার্ড ফর্মের ছেলেরা ব'লে উঠলো। হাঁপাতে-হাঁপাতে আবার ছুটলো মারটিন। অন্যদের নাগাল ধ'রে অলিগলি দিয়ে তাদের ফের্স্‌টেরেই স্ট্রাস্‌সের দিকে নিয়ে গেলো যাতে কেউ ওদের দেখতে না-পায়। ফোরভের্‌ক স্ট্রাস্‌সের মোড়ে এসে ওরা থামলো।

একটু পরেই ফ্রিডোলিন এসে হাজির।

'কী হ'লো?' একসঙ্গে জিগেশ করলে ওরা।

'রুডি এখনো বাড়ি ফেরেনি।' ভীষণ হাঁপাচ্ছিলো ফ্রিডোলিন। 'ভাগ্যিশ ওদের ঝিটা গবেট না — যদিও দেখতে একেবারে হাঁদা। বুড়ো ক্রয়ৎসকাম যদি জিগেশ করেন রুডি কোথায় তাহ'লে বলবে যে আমার বাড়িতে রাত্তিরে খাবার নেমন্তন্ন আছে।'

'এবার তবে ডুবলুম।' মাট্রিয়াসের গলা তৃপ্তিতে ভরা। 'এবার চট ক'রে ১৭ নম্বরের ভেতরে ঢুকে এগেরলাণ্ডকে পিটিয়ে একেবারে মাংসের কিমা বানিয়ে ছাড়বো।'

'তুই এখানে থাকবি,' মারটিন হুকুম করলে। 'ঘুষোঘুষি ক'রে এ ব্যাপারটাকে মেটানো যাবে না। তুই যদি এগেরলাণ্ডের মুণ্ডুটাই গুঁড়ো ক'রে ফেলিস তাহ'লে রুডি আর খাতাগুলোর কী দশা হয়েছে তাতো আর জানতে পারবো না। তুই দাঁড়া। শিগগিরি তোর উপযোগী একটা কাজ পাওয়া যাবে।'

'আর ঠিক এখানটাতেই আমার প্রবেশ,' বললে সেবাস্টিয়ান ফ্রাঙ্ক। আর সে ভুল বলেনি। 'আমি দূত হিশেবে গিয়ে দেখি কোনো আপোষ-মীমাংসায় পৌঁছনো যায় কিনা।'

'আপোষ-মীমাংসা!' মাট্রিয়াস অবজ্ঞার সুরে হেসে উঠলো।

'অন্তত রুডিকে নিয়ে কী করেছে সেটা তো বার করতে পারবো।'

সেবাস্টিয়ান উত্তর দিলে। 'তাহ'লেও তো একটা কাজের কাজ হয়।' ও রওনা হ'লো, মারটিন ওকে একটু এগিয়ে দিতে গেলো।

মাট্রিয়াস একটা ল্যাম্পোস্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা নোটবই বার করলে। এমনভাবে তার ঠোঁট নড়ছে দেখে মনে হবে যেন ও মনে-মনে অঙ্ক কষছে।

উলি আবার শীতে জ'মে যাচ্ছিলো। 'কী গুনছিস, মাট্‌ৎস ?'

'দেখছি কত ধার আছে,' মন-খারাপ-করা গলায় স্বীকার করলে মাট্‌ৎস। 'আমার খাওয়ার চোটে দেখছি বাবাকে লাল বাতি জ্বালাতে হবে।' নোটবই বন্ধ ক'রে পকেটে পুরলো, বললে, 'ফ্রিডোলিন, আমায় দশ ফেনিগ ধার দিবি ? পরশু নির্ঘাৎ ফেরৎ দেবো। বাবা চিঠি লিখেছেন। বাড়ি যাবার ভাড়া ছাড়াও বাড়তি কুড়ি মার্ক হাত-খরচ পাঠাচ্ছেন আমাকে। কিছু পেটে না-পড়লে যে আমি লড়াই করতে পারবো না।'

'এটা একেবারে চরম জুলুম,' ফ্রিডোলিন আপত্তি করতে-করতে দশ ফেনিগ বার করলো।

মাট্রিয়াস তীরবেগে সবচেয়ে কাছের রুটির দোকানে গিয়ে ঢুকে পড়লো। ফিরে এলো খুশি-মনে চিবোতে-চিবোতে। এসেই কাগজের ঠোঙাটা বন্ধুদের দিকে এগিয়ে দিলে। ঠোঙাটা রোলে ভরা, কিন্তু তাদের কারু খিদে ছিলো না। ফ্রিডোলিন রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্নভাবে উঁকি মারছে আর জনি ট্রট্‌ৎস একটা মুদির দোকানের জানলার দিকে এমনভাবে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে যেন ওখানে মুদি-খানার জিনিশের বদলে ইনকাদের রত্নভাণ্ডার সাজানো আছে। ওরা তো জনি ট্রট্‌ৎসকে চেনে। যা চোখে পড়বে তারই দিকে এমনভাবে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকবে যে মনে হবে এর আগে যেন কস্মিনকালেও এমন জিনিশ চোখে দ্যাখেনি। সেই জন্যই বোধহয় ও এত কম কথা বলে। ও তো সবসময় দেখতে আর শুনতেই ব্যস্ত।

মারটিন ফিরে এলো, কিন্তু কোনো কথা না-ব'লে; শুধু ওদের দিকে

তাকিয়ে একবার মাথা নেড়ে, ফোরভের্‌কস্ট্রাস্‌সের প্রথম বাড়িতে ঢুকে গেলো। মাট্টিয়াসের খিদে দেখে উলির খুব খুশি লাগছিলো। 'মারটিন কী বাঘা ছেলে, না ?' সে বললো, 'মনে ক'রে ছাখ, কেমন-ভাবে সিক্সথ ফর্মের সব ছেলেদের ও ব্যায়ামঘর থেকে বার ক'রে দিয়েছিলো।'

'সত্যি বলতে কি, এটা কবুল করতেই হবে যে মারটিন ইওরোপের সবচেয়ে অদ্ভুত সর্দারপোড়ো, একেবারে একের নম্বর।' মাট্টিয়াস তখনো চিবোচ্ছিলো। 'ও পড়াশোনা করতে ভালোবাসে, কিন্তু খেটে মরে না। ক্লাসে প্রত্যেকবার ফার্স্ট হয়, কিন্তু কোনো গণ্ডগোল হ'লেই ও সবচেয়ে আগে এসে হাজির। ও বৃত্তি না জলপানি, কী-একটা পায়, কিন্তু কারু কাছ থেকে কিচ্ছু নেয় না। ও কোনো প্রিফেক্ট, বা ষণ্ডা ছেলে, বা প্রাচীর ভিন রাজা-রাজড়া, কাউকেই তোয়াক্কা ক'রে না। যদি মনে করে যে ও ঠিক কাজ করছে তাহ'লে একদঙ্গল খ্যাপা মোষের চেয়েও বেশি সাংঘাতিক হ'য়ে ওঠে।'

'আমার মনে হয় যে ও ন্যায়াধীশকেই ওর আদর্শ বানিয়েছে।' উলি যেন দারুণ একটা গুপ্ত কথা ফাঁস ক'রে দিলে। 'ও ন্যায়াধীশের মতোই ন্যায়পরায়ণ হ'তে চায়। তাই বোধহয় ও এমন চমৎকার ছেলে।'

+

১৭ নম্বর ফের্সটেরেই স্ট্রাস্‌সের চারতলায় উঠে সেবাস্টিয়ান এগের-লাণ্ডের ফ্ল্যাটবাড়ির ঘণ্টা বাজালো। এক ভদ্রমহিলা দরজা খুলে ওর দিকে খিটখিটেভাবে তাকালেন। 'আমি আপনার ছেলের ক্লাসে পড়ি,' বললে সেবাস্টিয়ান। 'ওর সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি কি ?'

'তোদের সব যে আজকে কী হয়েছে ?' মহিলা খিটখিট ক'রে উঠলেন। 'এত হৈ-হল্লা কিসের ? প্রথমে একজন এসে মণিকোঠার চাবি চাইলো টবোগান রাখবে ব'লে, তারপর আরেকজন এসে কাপড়

ঝোলাবার দড়ি চাইলো। এখন তোরা সব এখানে এসে গালচেগুলোর বারোটা বাজাচ্ছিস।'

সেবাস্টিয়ান ভালো ক'রে পাপোশে জুতো মুছলো। 'ওর সঙ্গে কি আর কেউ আছে, ফ্রাউ এগেরলাণ্ড ?'

বিরক্ত হ'য়ে মাথা নেড়ে ওকে শেষ অব্দি ঢুকতে দিলেন মহিলা। 'ওই যে ওটা ওর ঘর।' বারান্দার একেবারে শেষে একটা দরজা দেখালেন তিনি।

'ওহো, ভুলে যাবার আগে বলি। আপনাকে কি মণিকোঠার চাবি ওরা ফিরিয়ে দিয়েছে ?' সেবাস্টিয়ান জিগেশ করলে।

'কেন ? তুইও কি ওখানে টবোগান রাখবি নাকি ?'

'না, না, ফ্রাউ এগেরলাণ্ড, ও-সব কিছু না।' দরজা খটখট না-ক'রেই, বিপক্ষের পালের গোদার ঘরে, ঢুকে পড়লো ও।

এগেরলাণ্ড ভীষণ চমকে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। 'এর মানে কী ? তুমি তো য়োহান সিগিসমুণ্ড স্কুলের ছাত্র।'

'আমি ঘোড়ায়-চড়া দূত-গোছের,' সেবাস্টিয়ান বললে, 'আমি যে দূত, এটা দয়া ক'রে ভুলো না।'

এগেরলাণ্ড ভুরু কোঁচকালো। 'তাহ'লে অন্তত একটা শাদা রুমাল তো হাতে বেঁধে আসতে পারতে। আমার শাগরেদরা যদি তোমাকে ওটা ছাড়া দেখে ফ্যালে তাহ'লে তো একদম শেষ ক'রে ফেলবে।'

সেবাস্টিয়ান পকেট থেকে তার রুমাল বার করলো। 'খুব-একটা শাদা নয় যদিও,' ব'লে, মুচকি হেসে, বাঁ-হাত আর দাঁত ব্যবহার ক'রে রুমালটা তার ডান হাতে বাঁধলো।'

'কী চাই,' এগেরলাণ্ড জিগেশ করলে।

'আমরা চাই যে তোমরা ক্রয়ৎসকাম আর খাতাগুলোকে ফিরিয়ে দাও!'

'বদলে কী দেবে তোমরা ?'

'কিছু না।' সেবাস্টিয়ানের গলা ঠাণ্ডা শোনালো। 'আমাদের

ছেলেরা এদিকে আসছে, আর তোমরা যদি নিজের থেকে বন্দীকে ছেড়ে না-দাও, তাহ'লে আমরা তাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবো।'

এগেরলাণ্ড হেসে উঠলো। 'গোড়ায় তাকে তো খুঁজে বার করতে হবে তোমাদের। তারপরেই তাকে ছাড়িয়ে নেবার প্রশ্ন ওঠে। ওই দুটো কাজ করতে তোমাদের অনেক সময় লাগবে, মানিক।'

'ও-রকম বিচ্ছিরি ভালোবাসা দেখাবার কিছু হয়নি।' সেবাস্টি-য়ানের গলা কঠিন। 'আমি যে তোমার মানিক নই সেটা ভুলে বোসো না, তাছাড়া, রুডি ক্রয়ৎসকামকে নিয়ে তোমরা করবেটা কী? ওকে দিনের পর দিন লুকিয়ে রাখতে পারবে ব'লে ভাবছো নাকি? শেষটায় তোমাদেরই বেকায়দায় পড়তে হ'তে পারে। সে যাক, এবার কাজের কথা বলো। শুনি, তোমাদের শর্তগুলো কী?'

'শর্ত একটাই,' এগেরলাণ্ড উত্তর দিলে। 'একটা চিঠি লিখে আমাদের নিশেন ছেঁড়বার জন্য তোমাদের ক্ষমা চাইতে হবে আর খাতাগুলোসমেত বন্দীকে ছেড়ে দেবার জন্য মিনতি করতে হবে।'

'আর যদি না-করি?'

'রাজি না-হ'লে খাতাগুলো পুড়িয়ে ফেলা হবে আর আমরা ক্রয়ৎসকামকে আটকে রাখবো। এটা ব'লে রাখছি যে ওই চিঠিটা যদি না-লেখো তো ওকে আমরা অ্যাদ্দিন আটকে রাখবো যে ওর চুলটুল সব শাদা হ'য়ে যাবে। আর ও থাপ্পড়ও খাচ্ছে বেজায়: প্রতি দশ মিনিটে আধডজন চপেটাঘাত।'

'তোমাদের এ-সব শর্ত আমরা মানবো ব'লে ভেবেছো নাকি?' বললে সেবাস্টিয়ান। 'শেষবারের মতো বলছি: কোনো শর্ত ছাড়াই ক্রয়ৎসকামকে খাতাগুলো শুদ্ধ ছেড়ে দাও।'

'আগে জাহান্নামে যাও,' এগেরলাণ্ডের সিদ্ধান্ত অনড়।

'তাহ'লে আমার আর কিছু করার নেই,' সেবাস্টিয়ান বললে। 'মিনিট দশেকের মধ্যে আমরা বন্দীকে উদ্ধার করবার চেষ্টা শুরু করবো।'

এগেরলাণ্ড জানলা খুলে, টেবিল থেকে একটা কালো কাপড় নিয়ে বাইরে টাঙিয়ে দিয়ে, উঠোন লক্ষ ক'রে, চেঁচিয়ে বললে, 'হুঁশিয়ার!' তারপর জানলা বন্ধ ক'রে টিটকিরি দিয়ে হাসলো। 'বেশ, পারো তো কয়েদীকে নিয়ে যাও।'

ঠাণ্ডাভাবে এ-ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো দুজনে। তারপর সেবাস্টিয়ান তাড়াতাড়ি ওই ফ্ল্যাট থেকে বের হ'য়ে গেলো।

বন্ধুদের কাছে যখন এলো তখন থার্ড ফর্মের ছেলেরা, মোটুর নেতৃত্বে, এসে পড়েছে। ফোরভেরক স্ট্রাস্‌সের প্রায় কুড়িজন ছেলে, ঠাণ্ডার মধ্যে জ'মে-যাওয়া গোড়ালিগুলো ঠুকে গরম হবার চেষ্টা করছে। দূত এসে কী ব'লে সেই জন্যেই তাদের প্রতীক্ষা।

'ওরা চায় যে আমরা চিঠি লিখে নিশেন ছেঁড়ার জন্য ক্ষমা চাই আর খাতাসমেত বন্দীর মুক্তির জন্য অনুনয় করি।' সেবাস্টিয়ান জানালে।

'কী দুরাশা!' মাট্টিয়াস বললে। 'চল, ওদের খানিকটা উত্তম-মধ্যম দিয়ে আসা যাক।'

'মারটিনের কী হয়েছে?' উলির খুব উদ্বেগ।

'ক্রয়ৎসকামকে নিয়ে ওরা কী করছে?' জনি ট্রট্‌ৎস জানতে চাইলো।

'আমার মনে হয় ওকে বেঁধে ওরা এগেরলাণ্ডের বাড়ির মণিকোঠায় পুরেছে,' সেবাস্টিয়ান উত্তর দিলে। 'এগেরলাণ্ডের মা তো বড়ো-শড়ো ইঙ্গিতই করলেন। ওরা ওঁর কাছ থেকে মণিকোঠার চাবি আর কাপড় টাঙাবার দড়ি চেয়ে নিয়েছে।'

'এতক্ষণে হুল্লোড় শুরু হওয়া উচিত ছিলো।' বললে মোটু। অন্যরাও অপেক্ষা ক'রে-ক'রে বিরক্ত হ'য়ে পড়ছিলো।

ঠিক তক্ষুনি ছুটতে-ছুটতে এলো মারটিন। 'শিগগিরি, ওরা সব উঠোনে জড়ো হচ্ছে।'

কী হয়েছে, মারটিনকে সব খুলে বললে সেবাস্টিয়ান।

'এতক্ষণ কোথায় ছিলি তুই ?' উলির প্রশ্ন।

মারটিন ফোরভের্ক স্ট্রাস্সের প্রথম বাড়িটাকে আঙুল দিয়ে দেখালো। 'ওখান থেকে এগেরলাণ্ডের বাড়ির উঠোন দেখা যায়। ও একটা কালো কাপড় টাঙিয়ে "হুঁশিয়ার!" ব'লে হাঁক পেড়েছে আর এখন পুরো দলটাই এসে ঝাঁকে-ঝাঁকে জমা হচ্ছে।'

সেবাস্টিয়ানের হিংসে হ'লো। 'তুই কি জানিস ক্রয়ৎসকাম কোথায় আছে ?'

'হ্যাঁ, এগেরলাণ্ডের বাড়ির মাটির তলার ভাঁড়ারে। কটি ছোঁড়া ওকে পাহারা দিচ্ছে। এক্ষুনি আক্রমণ করা উচিত আমাদের। দলটা মিনিটে-মিনিটে বেড়ে চলেছে। উঠোনটা আক্রমণ ক'রে মণিকোঠাটা দখল করতে হবে আমাদের। জনি আমাদের অর্ধেকের নেতৃত্ব করবে আর রাস্তা থেকে বাড়িটাকে আক্রমণ করবে। বাকি সবাই আসবে আমার সঙ্গে। যে-বাড়ি থেকে এক্ষুনি এলুম, সেই বাড়ির উঠোনে গিয়ে, দেয়াল টপকে, পাশ থেকে ওদের ওপর চড়াও হবো। কিন্তু জনির দলকে আগে কয়েক মিনিট সময় দিতে হবে।'

'এক মিনিট,' পেছন থেকে কার গলা শুনে তারা আঁৎকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালো।

ধূমপান নিষেধ ওদের পেছনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন। 'হ্যালো!' ব'লে চেঁচিয়ে ছেলেরা তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে হাসলো।

'তোমাদের এই প্ল্যানটা কিন্তু কাজে লাগবে না।' বললেন ধূমপান নিষেধ। 'ওদের দলে অন্তত তিরিশজন ছেলে আছে। আমি এক্ষুনি দেখে এসেছি। তাছাড়া তোমাদের এই লড়াইটায় এমন তুলকালাম হট্টগোল হবে যে শেষটায় পুলিশ এসে পড়বে।'

'আর তাহ'লেই ক্রো হেডসারেরা জেনে যাবেন।' উলি কাঁপতে-কাঁপতে বললো। 'তাহ'লে ভীষণ হাঙামা হবে। আর ঠিক কিনা বড়োদিনের আগটাতেই।'

মাটিয়াস কঠোরভাবে মিরকুট্টে ছেলেটির দিকে তাকালো।

'তা ঠিক কথাই তো বললুম।' উলি ভয়ে-ভয়ে বললো। 'শুধু নিজের জন্য ভয় পাচ্ছি ব'লে বলছি না, মাট্‌ৎস।'

'তাহ'লে আপনার পরামর্শ কী, শুনি?' মারটিন জিগেশ করলে।

'ওই যে ওখানে, যেখানে বাড়ি তোলা হচ্ছে, ওই জমিটা দেখতে পাচ্ছো? সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেদের চ্যালেঞ্জ ক'রে বলো সাহস থাকলে ওখানে তোমাদের মুখোমুখি হোক। তারপর একটা ডুয়েলের ব্যবস্থা করো: ওদের একজন, তোমাদের একজন। খামকা সবাই একসঙ্গে মারপিট ক'রে কী লাভটা হবে? দুটো দলই তাদের বাঘা যোদ্ধাকে বাছাই করুক। ওরা দুজনে লড়াই করলেই যথেষ্ট। যদি তোমাদের যোদ্ধা জেতে তাহ'লে ওরা বিনা শর্তে বন্দীকে ছেড়ে দেবে, – এটাই শর্ত।'

'আর ওদের যোদ্ধা যদি জেতে?' সেবাস্টিয়ানের শ্লেষভরা প্রশ্ন।

'ছোঃ!' মাটিয়াস বললে। 'তুই নিশ্চয়ই পাগল হ'য়ে গিয়েছিস। কিন্তু চটপট এক্ষুনি আরেকটা রোল খেয়ে নিতে হবে আমাকে।'

ঠোঙা থেকে একটা রোল বার ক'রে খেতে লাগলো মাটিয়াস। 'জানি ওরা কাকে বাছবে – ওই ব্যাটা ভাভের্‌কাকে। আমার একটা হাত পেছনে বেঁধে রেখেই ওকে আমি শায়েস্তা করতে পারি।'

'বেশ,' মারটিন বললে। 'তাহ'লে চেষ্টা ক'রেই দেখা যাক। সেবাস্টিয়ান, আবার যা তো। ওই জমিটায় নিয়ে আয় ওদের। আমরা ওখানে অপেক্ষা করবো।'

'অনেকগুলো বরফের গোলা তৈরি ক'রে রাখিস।' বললে সেবাস্টিয়ান। 'বলা যায় না – যদি কিছু বিগড়ে যায়।'

ব'লেই সে দৌড়ে মোড় পেরিয়ে চ'লে গেলো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আছে কানুন-মানা নক-আউট সমেত এক দ্বন্দ্বযুদ্ধ; সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেদের বেইমানি; এগেরলাণ্ডের অন্তর্দ্বন্দ্ব, মারটিনের রহস্যময় যুদ্ধকল্পনা; মণিকোঠায় চড়-চাপড়; একটা ছোটো ছাই-গাদা; জেতবার অনুমতি, আর এগেরলাণ্ডের অবসরগ্রহণ।

৪

বিলডিং প্লটের একদিকে দাঁড়িয়েছিলো, সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেরা অন্য দিকে য়োহান সিগিসমূণ্ড স্কুলের ছেলেরা। এ-ওর দিকে গোমড়া-মুখে তাকিয়ে বোঝবার চেষ্টা করছিলো কার কতটুকু খ্যামতা। নেতারা কানুন অনুয়ায়ী এসে দাঁড়ালো মাঝখানটায়। সেবাস্টিয়ান, যে দূত হিশেবে কাজ করছিলো, এগেরলাণ্ডের সঙ্গে এলো। 'শত্রুরা আমাদের প্রস্তাবে রাজি কাজেই লড়াই হবে দুজনের মধ্যে।' মারটিনকে বললে সে। 'ওদের যোদ্ধা হবে হাইনরিখ ভাভের্কা।'

'আমাদের দিকে থাকবে মাট্রিয়াস সেল্বমান।' মারটিন ঘোষণা করলে। 'ও বলছে যে যুদ্ধটা চলবে যতক্ষণ-না একজন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাচ্ছে অথবা নিজেকে আর বাঁচাতে না-পারছে।'

ভাভের্কার দিকে তাকালো এগেরলাণ্ড – বেশ লম্বা, শক্তসমর্থ ছেলে ভাভের্কা। গোমড়া-মুখে মাথা নাড়লো সে। আর এগেরলাণ্ড বললে, 'আচ্ছা, আমরা তোমাদের শর্ত মেনে নিচ্ছি।'

'আমাদের যোদ্ধা যদি জেতে,' ব'লে উঠলো সেবাস্টিয়ান, 'তাহ'লে তোমাদের বিনা শর্তে খাতাগুলো শুদ্ধু বন্দীকে ছেড়ে দিতে হবে।

আর ভাভের্‌কা জিতলে তোমরা ওদের রাখতে পারো।'

'আর তারপর তোমরা ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখবে।' এগেরলাণ্ড ব্যঙ্গ করলো।

'তাহ'লে বোঝাই যাচ্ছে আলোচনা আবার শুরু করতে হবে।' বললে মারটিন। 'সব যদি বিলকুল গুবলেট হয়ে যায় তাহ'লে না-হয় চিঠিটাই লিখবো আমরা। তবে আগে তো দ্বন্দ্বযুদ্ধটা হোক।'

'নেতাদের এখন যার-যার দলের কাছে ফিরে যেতে হবে।' বললে সেবাস্টিয়ান।

দুটো দলের মাঝামাঝি কিছু খালি জায়গা ছিলো। বাঁদিক দিয়ে ভাভের্‌কা সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেদের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এলো। মাট্টিয়াস তার দিকে এগুলো ডান দিক থেকে।

'হুঁশিয়ার!' চেঁচিয়ে উঠলো ভাভের্‌কার দল। মাট্টিয়াসের দল পালটা হাঁক পাড়লে, 'দুর্দান্ত!'

দুই জাঁদরেল যোদ্ধা তারপর সচকিতভাবে আর সাবধানে এ-ওর মুখোমুখি দাঁড়ালো। সব চুপচাপ হ'য়ে গেছে। সবাই অপেক্ষা ক'রে আছে কখন প্রথম ঘা-টা পড়বে, কিন্তু দুজনের একজনও যেন শুরু করতে চাচ্ছিলো না।

তারপর ভাভের্‌কা হঠাৎ নিচু হ'য়ে বিদ্যুতের মতো ছোঁ মেরে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর পা ধ'রে টানলো আর অমনি মাট্টিয়াস উলটে পড়লো বরফের উপর, চিৎপটাং। ভাভের্‌কা ওর ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে গায়ের জোরে ওকে ঘুষি কষাতে শুরু করলে।

সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেরা বেজায় মজা পেয়ে রে-রে ক'রে উঠলো। অন্য পক্ষ গেলো চমকে, একটু আঁৎকেও উঠলো। উত্তেজনায় আর ঠাণ্ডায় উলির তো দাঁত কপাটি লেগে গিয়েছিলো, সারাক্ষণ বিড়বিড় ক'রে বলছিলো, 'মাট্‌ৎস, শাবাশ! দেখিস, মাট্‌ৎস! দেখে শুনে, মাট্‌ৎস।'

হঠাৎ ভাভের্‌কার হাতটা ধ'রে, পাকড়ে ফেলে মোচড়াতে শুরু

ক'রে দিলে মাট্‌ৎস – আস্তে, কোনো দয়ামায়া না-রেখে। ভাভের্‌কা তো ঘোড়সোয়ারদের ভাষায় গালিগালাজ শুরু ক'রে দিলে, কিন্তু তাতে কোনো ফায়দা হ'লো না। শেষ অব্দি হার মেনে নিতে হ'লো তাকে, উলটে এক পাশে গড়িয়ে পড়লো সে। ভাভের্‌কার মুণ্ডু ধ'রে বরফের মধ্যে জোরসে গুঁজে দিলে মাট্রিয়াস। ভাভের্‌কার পা শূন্যে ছটফট করছে। নিঃশ্বাস নিতে পারছে না।

তারপর মাট্রিয়াস সবাইকে তাজ্জব ক'রে, হঠাৎ ভাভের্‌কাকে ছেড়ে দিয়ে তিন পা পেছিয়ে গিয়ে পরের হামলার জন্য কোমর বাঁধলে। তার বাঁ চোখ ফুলে উঠেছে। হাঁপাতে-হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালো ভাভের্‌কা, প্রায় আধ পাউণ্ড বরফ মুখ থেকে থু ক'রে ফেলে দিয়ে, রাগে গরগর করতে-করতে মাট্রিয়াসের দিকে তেরিয়াভাবে তেড়ে এলো। কিন্তু মাট্রিয়াস মাথা নুইয়ে ঘা টাকে এড়ালো, ফলে ভাভের্‌কা তাকে তোড়ে ছাড়িয়ে গেলো, টাল শামলাতে না-পেরে বরফের ওপর ডিগবাজি খেয়ে ধুপ ক'রে পড়লো। য়োহান সিগিস-মুণ্ড স্কুলের ছেলেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠে হাত কচলালো মাট্রিয়াস ঘুরে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে হেঁকে বললে, 'এবার ওকে তক্তা বানাতে শুরু করবো।'

ভাভের্‌কা উঠে দাঁড়িয়ে, ঘুষি পাকিয়ে, অপেক্ষা করতে লাগলো। কাছে এসে দাঁড়ালো মাট্রিয়াস, হাত তুলে দিলে এক বিরাশি সিক্কা ঘুষি কষিয়ে। ভাভের্‌কাও ওকে ফিরে মারলো, মাট্রিয়াস ফের পালটা মারলো। এইভাবেই কিছুক্ষণ ওরা এ-ওকে দমাদ্দম পেটালো। তাতে কারু যে কোনো স্পষ্ট লাভ হ'লো তা কিন্তু মনে হ'লো না। তারপর মাট্রিয়াস নুয়ে পড়লো। হাত দিয়ে নিজেকে ঢেকে মারবার চেষ্টা করলে ভাভের্‌কা, কিন্তু মাট্‌ৎস হঠাৎ ছিটকে এলো গুলির মতো, আর ভাভের্‌কাকে পেলো তার না-শামলানো চিবুকের ওপর।

ভাভের্‌কা তো টালমাটাল। বেহেড মাতালের মতো পাক খেলো, হাতও তুললো না। তার তখন হ'য়ে গেছে।

'লেগে পড়, মাট্‌ৎস, ওকে শেষ ক'রে ফ্যাল।' সেবাস্টিয়ান হেঁকে বললে।

'না,' মাট্‌ৎস চেঁচিয়ে বললে, 'একটু শামলে নিতে দে ওকে।'

ভাভের্‌কা বেজায় কষ্ট ক'রে, কোনোরকমে নিচু হ'য়ে, এক মুঠো বরফ নিয়ে, কলারের ভেতরে ঢুকিয়ে দিলে। একটু স্বস্তি হ'লো তাতে; একটু শামলে নিয়ে, আবার সে ঘুষি পাকিয়ে মাট্‌ৎসের দিকে তেড়ে এলো। কিন্তু মাট্‌ৎস একলাফে পাশে স'রে যেতেই, ভাভের্‌কা তার পাশ দিয়ে হুড়মুড় ক'রে গিয়ে পড়লো। সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেরা চ্যাচাতে শুরু করলে, 'হুঁশিয়ার!' ভাভের্‌কা থেমে, খ্যাপা ষাঁড়ের মতো ঘুরে দাঁড়ালো, 'আয় এদিকে, জানোয়ার!' গর্‌র্‌র্ ক'রে বললে সে।

'এক মিনিট,' উত্তর দিলে মাট্‌ৎস। ভাভের্‌কার খুব কাছে গিয়ে হাতের মুঠোটা তার নাকের সামনে তুলে ধরলো সে। ভাভের্‌কা রেগে টং, মাথাটা শামলে না-রেখে, জোর ঘুষি কষালো, আর কানের পেছনে এমন-একটা মোক্ষম ঘুষি খেলো যে আচমকা নিজেকে আবিষ্কার করলো মাটিতে ধপ ক'রে ব'সে পড়েছে। টলতে-টলতে উঠে পড়লো বটে, কিন্তু আবার মাথার পাশে পড়লো দুটো প্রচণ্ড ঘা। সে-দুটো ঘুষির কিন্তু কোনো দরকারই ছিলো না। ভাভের্‌কার শক্তি খতম। মাট্রিয়াস তার বেচারা প্রতিদ্বন্দ্বীর ঘাড় ধ'রে, একটা পাক খাইয়ে, পেছনে মারলো এক লাথি। চাবি-দেয়া পুতুলের মতো, হাইনরিখ ভাভের্‌কা মল্লভূমি থেকে টলতে-টলতে তার হতবাক্ দলের মধ্যে গিয়ে পড়লো, তারা যদি তাকে ধ'রে না-ফেলতো তাহ'লে হয়তো টলতে-টলতে একদম বাড়িই চ'লে যেতো।

জোর হাততালি পেলে মাট্রিয়াস, সবাই তার হাত ধ'রে ঝাঁকিয়ে দিলে। উলির মুখটা হাসিতে উদ্ভাসিত, 'তুই জানিস না আমি তোর জন্য কত কষ্ট পেয়েছি।' বললে সে, 'তোর চোখ কি খুব ব্যথা করছে।'

'মোটেই না,' গাঁক-গাঁক ক'রে বললে জয়ী যোদ্ধা, – উলির কথায় যেন বড্ড নাড়া খেয়েছে সে। 'কিন্তু, হুম, আমার জন্য সেই রোলটা রেখেছিস তো?' ছোট্ট ছেলেটা কাগজের ঠোঙাটা বাড়িয়ে ধরলো, আর মাট্টিয়াস তার রশদের শেষ টুকরোটায় মস্ত কামড় বসিয়ে দিলে।

'চল, এবার চটপট গিয়ে ক্রয়ৎসকামকে নিয়ে আসি।' বললে মোটু।

কিন্তু ঘটনা ঘটলো অন্যরকম। এগেরলাণ্ড খুব লজ্জিতভাবে ওদের দিকে এগিয়ে এলো। 'ভীষণ লজ্জা করছে আমার,' বললে সে। 'আমার শাগরেদরা বন্দীকে ছেড়ে দিতে চাচ্ছে না।'

'অসম্ভব, তা কী ক'রে হবে?' মারটিন ব'লে উঠলো। 'শর্তগুলো তো আগে থেকেই ঠিক করা হয়েছিলো। হুমদাম কথা না-রাখলেই হ'লো!'

'তোমার সঙ্গে আমি এক্কেবারে একমত।' এগেরলাণ্ডের দশা খুব করুণ। 'কিন্তু ওরা যে আমার কথা মানছেই না। আমার কোনো ক্ষমতাই নেই।'

মারটিনের মুখে আবার সেই অতি বিখ্যাত লাল রং। 'সব কিছুরই একটা সীমা আছে,' রেগে কাঁই হ'য়ে বললে সে। 'তোমাদের কি একটুও লজ্জা-শরম নেই?'

'ফুঃ!' মাট্টিয়াস তখনও চিবোচ্ছে। 'এটা যদি আগে জানতুম, তাহ'লে ভাভের্‌কাকে এক্কেবারে লেঈ বানিয়ে ফেলতুম। উলি, "লেঈ"-এর বানান কী রে?'

'হ্রস্ব ই,' বললে উলি।

'আমি তাকে এমন লেঈ বানিয়ে ফেলতুম যে তাতে দীর্ঘ ঈর তলায় লাইন টানা থাকতো,' বললে মাট্টিয়াস।

'আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছে ব্যাপারটায়,' এগেরলাণ্ড বললে, 'তোমাদের সব কথাই মানছি কিন্তু নিজের দলকে তো আর ছেড়ে যেতে পারি না।'

'তা পারো না,' সেবাস্টিয়ান উত্তর দিলে, 'তোমার কপালটাই খারাপ। তুই উলটো-পালটা আদর্শের টানাপোড়েনের তুমি একটা জাজ্বল্যমান নমুনা। এটা নতুন-কিছু নয়।'

ধূমপান নিষেধ আস্তে-আস্তে খালি জায়গাটা পেরিয়ে এসে, মাট্রিয়াসের দিকে তারিফ করার ভঙ্গিতে তাকালেন, তারপর গোলটা কোথায় জিগেশ করলেন। সেবাস্টিয়ান ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে। 'ছিঃ! ছিঃ!' বললেন তিনি। 'আজকালকার ছেলেরা যে এতটাই ব'খে গেছে তা জানা ছিলো না। দুঃখিত, মারটিন – এই দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তাবটা আমার দেয়াই উচিত হয়নি। শুধু যাদের আত্মসম্মান বোধ আছে তাদের মধ্যেই এ-উপায়ে কাজ হয়।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন,' বললে এগেরলাণ্ড। 'কিন্তু আমি এখন কেবল নিজেকেই জামিন হিশেবে দিতে পারি। মারটিন টালের, আমি তোমাদের বন্দী।'

'শাবাশ!' বললেন ধূমপান নিষেধ, 'কিন্তু তার দরকার হবে না। এভাবে চললে আজকে আর ক-জনকে তালাবন্ধ ক'রে রাখবে?'

'তা ঠিক,' মারটিনের মুখ গম্ভীর আর ম্লান। 'তুমি লোকটা ভালোই, এগেরলাণ্ড। তোমার স্যাঙাৎদের কাছে ফিরে গিয়ে বলো যে আমরা দু-মিনিটের মধ্যে চড়াও হচ্ছি। তবে এটা তোমাদের আর আমাদের স্কুলের মধ্যে শেষ লড়াই। কথা রাখে না এমন-সব ইতরদের সঙ্গে তো আর লড়াই চালানো যায় না। আমরা শুধু তাদের ঘেন্না করি।'

এগেরলাণ্ড নিঃশব্দে মাথা নেড়ে চ'লে গেলো।

চটপট দলের ছেলেদের এক জায়গায় জড়ো করলো মারটিন। মৃদুভাবে বললে, 'শোন, দু-মিনিটের মধ্যে তোরা বরফের গোলা নিয়ে জাঁকালো এক লড়াই শুরু ক'রে দিবি। সেবাস্টিয়ান তোদের হুকুম দেবে। মাট্রিয়াস, জনি আর আমি, – আমাদের একটা ছোট্ট কাজ আছে। দেখিস, আমরা ফিরে আসার আগে আবার

যেন জিতে ফেলিস না। তোদের কাজ হচ্ছে ওদের ব্যস্ত ক'রে রাখা, বুঝলি? এমনকি দরকার হ'লে একটু পিছুও হ'ঠে যেতে পারিস, যাতে ওরা তোদের পেছনে ধাওয়া ক'রে যায়।'

'এটা কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেলো।' মোটু নিচু হ'য়ে, বরফ দিয়ে গোলা বানাতে শুরু ক'রে দিলে।

'জব্বর প্ল্যান বাৎলেছিস,' তারিফ করলে সেবাস্টিয়ান। 'আমার ওপর ছেড়ে দে – আমি ঠিক শামলে নেবো।'

উলির ইচ্ছে – মাট্টিয়াসকে আঁকড়ে থাকে। মারটিনের কাছে এসে জিগেশ করলে, 'আমি তোদের সঙ্গে যাবো?'

'না।' মারটিনের ছোট্ট উত্তর।

'তুই এখানে থাক, উলি। আমাদের সাহায্য কর। পিছু হঠা-টঠায় তোর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে।' বললে সেবাস্টিয়ান।

উলির চোখে জল এসে গেলো।

ঘুষি পাকালো মাট্টিয়াস। যেন এক্ষুনি সেবাস্টিয়ানকে চিৎপটাং ক'রে ছাড়বে, কিন্তু শেষটায় কোনো রকমে নিজেকে শামলে বললে, 'পরে দেখবো। ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার সময় নয় এটা।'

বিরোধী দলের কাছ থেকেই বরফের গোলাগুলি প্রথম এলো। বাজখাঁই গলায় হুকুম দিলে সেবাস্টিয়ান। আর সব তোলপাড় ক'রে মহাবাস্তুভূমির মহাযুদ্ধ শুরু হ'য়ে গেলো।

'বুক চিতিয়ে, খোকা,' উলিকে বললেন ধূমপান নিষেধ। তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। 'তোরাই জিতবি, বাঁদরগুলো, ভয় পাসনে। তোদের তো মারটিনই আছে, কাজেই আমাকে আর দরকার পড়বে না। আমি তাহ'লে চলি।'

'দুর্দান্ত!' ছেলেদের হুংকার। তারপর তিনি ওই বরফের গোলার বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাঁর রেলগাড়ির দিকে পা বাড়ালেন, চোখে সেই সদয় আর চিন্তিত দৃষ্টি।

+

এক দঙ্গল থেকে আরেক দঙ্গলে ছুটে বেড়াচ্ছে সেবাস্টিয়ান। য়োহান সিগিসমুণ্ড স্কুলের ছেলেরা তাদের বিরোধী দলের বেইমানিতে প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিলো। তাদের ইচ্ছে যে তক্ষুনি চড়াও হ'য়ে তাদের একেবারে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। সবচেয়ে বেশি আগ্রহ মোটুর। 'হামলা করতে -' বলতে চাচ্ছিলো, 'হুকুম দিচ্ছিস না কেন?' কিন্তু একটা বরফগোলা নির্ভুল তাগমাফিক পৌঁছে তার খোলা মুখের মধ্যেই ফেটে গেলো। স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো মোটু, আর তার ক্লাসের অন্য ছেলেরা হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।

'তোরা যদিও বুঝতে পারছিস না জেতাটা কেন আপাতত আমাদের মুলতুবি রাখতে হবে তবু তোদের হুকুম মেনে চলতে হবে।' চারদিকে তাকিয়ে উলিকে খুঁজলো সেবাস্টিয়ান। উলির হাতগুলো এমন জ'মে গিয়েছে যে সে তার হাত প্যাণ্টের পকেটে পুরে দাঁড়িয়ে আছে। সেবাস্টিয়ানকে তার দিকে তাকাতে দেখেই সে চটপট হাত বার ক'রে গোলন্দাজদের সঙ্গে যোগ দিলে।

এদিকে মারটিন, জনি আর মাট্টিয়াস-এর মধ্যে ফোরভের্ক স্ট্রাসৃসে দিয়ে দৌড়ে গিয়ে, কোণার বাড়িটায় ঢুকে পড়লো। তারপর উঠোন পেরিয়ে, দেয়াল টপকে, সোজা এগেরলাণ্ডদের উঠোনে ঢোকবার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো।

'ওই যে মণিকোঠার দরজা।' মারটিন ফিশফিশ ক'রে বললে। সাবধানে দরজাটা খুললো মাট্টিয়াস, আর তিনজনে নিঃশব্দে সেই পেছল সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলো। ভেতরটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার আর পচা আলুর গন্ধ।

তারা হাৎড়ে-হাৎড়ে নিচু, সরু সব সুড়ঙ্গ দিয়ে যেতে লাগলো। মোড় ঘুরতেও হ'লো দু-একবার। তারপর জনি মারটিনের আস্তিন চেপে ধরলো, তারা থেমে গেলো। তাদের এক দিকে, একটা সুড়ঙ্গে, আবছা আলো জ্বলছে। আস্তে, গুঁড়ি মেরে, এগুতে লাগলো তারা, আর এক অচেনা ছেলের গলা শুনতে পেলো।

'কুর্ট,' ছেলেটা বলছে, 'আরো দশ মিনিট কেটেছে।'

'তা আবার তাহ'লে কাজে লাগতে হয়।' আরেকটা ছেলের আওয়াজ, তারও গলার স্বর অচেনা। 'আমার হাত ব্যথা করছে' তারপর তারা শুনতে পেলো, একের পর এক, ছ-ছটা জোরালো থাপ্পড়ের শব্দ। তার পরেই সব একেবারে নিশ্চুপ।

'আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে এই দেখে যে তোমাদের লজ্জাও করে না।' হঠাৎ এক তৃতীয় গলার শব্দ।

'ওটা ক্রয়ৎস্‌কাম,' জনি ফিশফিশ ক'রে বললে। তারা এগুলো গুঁড়ি মেরে-মেরে যতক্ষণ-না চোখে পড়লো ব্যাপারটা কী। কাঠের ছিলকে দিয়ে বানানো একটা দরজা হাট ক'রে খোলা, তার পেছনে সেকেণ্ডারি স্কুলের তুটো ছেলে দাঁড়িয়ে; আর সেখানে, ওই যে, রুডি ক্রয়ৎসকাম, একটা পুরোনো, ভাঙাচোরা রশুইখানার চেয়ারের ওপর ব'সে। একটা কাপড় টাঙাবার দড়ি দিয়ে তাকে পিঠমোড়া ক'রে অ্যায়সা বাঁধা হয়েছে যে বেচারা একটুও নড়াচড়া করতে পারছে না। তার গাল তুটো অস্বাভাবিক টকটকে লাল। তিনটে ছোট্ট মোমবাতি জ্বলছে টেবিলে। আর সবচেয়ে দূরের কোণায়, পাথুরে কয়লা, কাঠকয়লা, আর কাঠের গাদার মধ্যে, সেই বড়োদিনের গাছটা, যেটা এগেরলাণ্ডের বাবা তু-দিন আগে কিনেছিলেন।

'এ-সব আমি ভুলবো না—দাঁড়াও আমার বন্ধুরা আমাকে বাঁচালে...' ক্রয়ৎসকাম রাগে গরগর করছে।

'ততক্ষণে, বাপু, তোমার মধ্যে পোকামাকড় কিলবিল করবে।' একটা ছেলে বললে।

'এক ঘণ্টার মধ্যেই ওরা আমাকে খুঁজে পাবে।' ক্রয়ৎসকামের গলায় অসীম আস্থা।

'তার আগে তোমার কপালে প্রচুর ধকল আছে।' অন্য ছেলেটার পালটা উত্তর। 'প্রতি দশ মিনিটে ছ-ছটা থাপ্পড়, অর্থাৎ ঘণ্টায় সবশুদ্ধ ছত্রিশটা।'

'একেই বলে ব্যবহারিক গণিত।' প্রথম ছেলেটার হাসিতে ছাদের খিলান অব্দি গমগম ক'রে উঠলো। 'হয়তো তোমার দোস্তরা তার আগেই এসে পড়বে, অ্যাঁ ?'

'সেটাই আশা করছি।' বললে ক্রয়ৎসকাম।

'তাহ'লে তার ব্যবস্থা আগেই ক'রে রাখি - আরো আধডজন এক্ষুনি কষিয়ে দি। আগাম, আর কী। কুর্ট, যা একটু কাজে লাগতে শেখ।'

কুর্ট নামে ছেলেটা ক্রয়ৎসকামের চেয়ারের কাছে গিয়ে বাঁ-হাত তুলে একবার মারলে। তারপর ডান হাত তুলে আরেকবার। 'এই হ'লো দুই,' বললে সে, তারপর আবার বাঁ-হাত তুললে - কিন্তু ততক্ষণে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাটিয়াস। তৃতীয় ঘা টা খেলো কুর্টই।

দারুণ আওয়াজ ক রে, এগেরলাণ্ডের ক্রিসমাস গাছের ওপর গিয়ে ছিটকে পড়লো কুর্ট, আর ওই পাইন-কাঁটার মধ্যে ব'সে, মুখের বাঁ-দিকটা ধরে হাউ-হাউ শুরু ক'রে দিলে। অন্য ছেলেটাকে মারটিন একটা একশো চৌশট্টি শিক্কা কষিয়েছিলো, আর তার দেখাশোনারও ক্ষমতা ছিলো না। ক্রয়ৎসকামের বাঁধন খুললো জনি। ওর হাত-পা ফুলে ঢোল।

'জলদি, মারটিন বললে, 'দু-মিনিটের মধ্যে ওই অকুস্থলে আমাদের পৌঁছুতে হবে।'

অতি কষ্টে রুডি ক্রয়ৎসকাম তার আড়ধরা হাত-পা নাড়ালো। শরীরের সব কটা হাড়ই যেন ব্যথা করছে। গাল দুটি এতটাই ফুলে গেছে যেন মনে হচ্ছে যে মুখের মধ্যে একটা পুডিং ঠেশেছে। 'বেলা দেড়টা থেকে এই চেয়ারটার ওপর ব'সে আছি,' বললে সে। 'এখন প্রায় চারটে বাজে। আর দশ মিনিট অন্তর-অন্তর গালে ছটা ক'রে থাপ্পড়।'

'সত্যি ! মোটেই ঠাট্টা নয়,' বললে মাটিয়াস।

কাপড় টাঙাবার দড়িটা নিলে সে, তারপর তাদের ছুজন শত্রুকে পিঠোপিঠি রেখে জুত ক'রে বাঁধলে।

'হয়েছে, হয়েছে,' বললে মারটিন। 'এখন এই ইতরগুলোকে শিগগিরি কিছু শিক্ষা দিতে হবে। আড়াই ঘণ্টা মানে দেড়শো মিনিট। ক-টা থাপ্পড় হ'লো তাহ লে, কুর্ট ?'

'নব্বুই,' কুর্ট কাঁদতে শুরু করলে, 'একেকজনের পঁয়তাল্লিশ।'

'অতগুলো কষাবার সময় নেই,' বললে মাট্রিয়াস। 'আমি ওদের শুধু একটা ক'রে এমন ঘা বসাবো যা ওরা জীবনে ভুলবে না। রুডির কাছ থেকে নব্বুই ঘা খাওয়ার মতোই হবে।' এ-কথা শুনে অন্য ছেলেটাও কাঁই-মাই শুরু ক'রে দিলে।

'হ্যাঁরে, রুডি, খাতাগুলো কোথায় ?' জিগেশ করলে মারটিন।

রুডি আঙুল দিয়ে ঘরের একটা কোণা দেখালো।

'দেখছি না তো,' মারটিন বললে।

'আরেকটু ভালো ক'রে ছ্যাখ,' ক্রয়ৎসকাম উত্তর দিলে।

এক গাদা ছাই পড়ে ছিলো কোণায়। এখনও পোড়া কাগজের একটা টুকরো আর নীল মলাটের একটা কোণা শনাক্ত করা যাচ্ছিলো।

'অগ্নিকর্ম ! ভস্মশেষ !' ব'লে উঠলো মাট্রিয়াস। 'অ্যাঁ, ওগুলো কি আমাদের খাতা নাকি ?'

ক্রয়ৎসৃকাম ঘাড় নাড়লো। 'ওগুলো আমার চোখের সামনে ওরা পুড়িয়েছে।'

'তোর বাবা মোটেই খুশি হবেন না।' বললে মারটিন। তারপর রুমাল বার ক'রে, খুব যত্ন ক'রে ছাইগুলো ওটার মধ্যে বাঁধলো, আর খাতাগুলোর ভস্মাবশেষ নিজের প্যাণ্টের পকেটে পুরলো।

'চমৎকার কেচ্ছা হবে এখন,' বললে জনি।

মাট্রিয়াসের দারুণ ফুর্তি। হাত কচলে বললে, 'আমি একটা ছাইদানের জোগান দেবো। আর খাতাগুলো গোর দেবো ধূমপান নিষেধ-এর বাগানে। অনুগ্রহপূর্বক পুষ্পমাল্য আনয়ন নিষিদ্ধ।'

মারটিন একটু ভেবে বললে, 'তুই এক্ষুনি বাড়ি যা, রুডি। তোর বাবা যদি খাতার কথা জিগেশ করেন, তাহ'লে বলিস যে ওগুলো সব স্কুলে আছে। বলিস যে কাল সকালেই আমি তাঁকে দিয়ে আসবো। এছাড়া কিছুই বলবি না। মাঠটায় গিয়ে এখন ওই ব্যাটাদের শায়েস্তা করতে হবে। তারপরেই স্কুলে ফিরে যাবো, শিগগিরি! সুশ্রী টেওডর যে আমাদের জন্য ওৎ পেতে ব'সে আছে, তা আমি বাজি রেখে বলতে পারি। চল।'

মণিকোঠা থেকে বেরোলো ওরা, শুধু মাট্টিয়াস থেকে গেলো। অন্যরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে শুনলো প্রচণ্ড ঠকাশ আওয়াজ, আর তারপরেই ছুটো কানফাটানো চিৎকার।

উঠোনেই মাট্টিয়াস ওদের ধ'রে ফেললো। 'বাস, এতেই কাজ হওয়া উচিত।' তার মন্তব্য। 'আর কখনও আমাদের কাউকে কয়েদ করতে সাহস করবে না।'

রাস্তায় নেমে ক্রয়ৎসকাম তাদের বিদায় জানালো। 'অনেক ধন্যবাদ।' সে বললে। 'কাজটা ভালো ক'রে হাঁশিল করিস।'

'দুর্দান্ত!' ওরা আশ্বাস দিয়ে মোড় ঘুরে ছুটে গেলো। ক্রয়ৎসকাম আস্তে বিরসভাবে গালে হাত বুলিয়ে, মাথাটা একবার ঝাঁকালো, তারপর বাড়ির দিকে পা বাড়ালো।

+

লড়াইয়ের মাঠের বাইরে এসেই মারটিন সবাইকে থামতে হুকুম দিলে। 'জনি, দৌড়ে যা ছেলেদের কাছে, সেবাস্টিয়ানকে গিয়ে বল এবার যেন ক'ষে লাগে আর জেতে। আর যেন অপেক্ষা না-করে – একেবারে জোর হামলা। আর তোরা যখন কাছে এসে চড়াও হবি, তখন মাট্টিয়াস আর আমি পেছন থেকে টক্কর দেবো।'

জনি এমনভাবে ছুটলো যেন তার জীবন নির্ভর করছে এই দৌড়ের ওপর।

মাট্‌ৎস আর মারটিন বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো।

সেবাস্টিয়ান আর তার দল একেবারে কোণায় গিয়ে ঠেকেছে – অবশ্য ইচ্ছে ক'রেই, ফন্দিমতো। আকাশ ভর্তি বরফের গোলা। সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেরা এমনভাবে 'হুঁশিয়ার' চ্যাঁচাচ্ছিলো যেন লড়াইটা জেতাই হ'য়ে গেছে।

'উলিকে দেখতে পাচ্ছিস ?' মাট্টিয়াসের প্রশ্ন।

'না, পাচ্ছি না,' বললে মারটিন। 'আয়, মাট্ৎস। বেড়া টপকে চল।' তারা পৌঁছলো ঠিক সময়মতো। য়োহান সিগিসমুণ্ড স্কুলের ছেলেরা আচমকা অপ্রত্যাশিতভাবে সামনের দিকে ধেয়ে এলো। আর হামলার চাপে তাদের শত্রুরা পিছু হঠতে বাধ্য হ'লো।

মাট্টিয়াস আর মারটিন মাঝের ফাঁকা জমিটা পেরিয়ে দৌড়ে তাদের হ'ঠে-যাওয়া শত্রুদের পিঠের ওপর দমাদ্দম হাত খাটাতে শুরু করলে। কয়েকজন এতই আঁৎকে উঠেছিলো যে যেখানে ধপাশ উলটে পড়েছিলো বরফে, সেখানেই চিৎপাত প'ড়ে রইলো।

চারদিকে চিৎকার, 'দুর্দান্ত !' যেখানেই মাট্ৎসের উদয় সেখানেই শত্রুদের পলায়ন। এক-এক ক'রে, দলে-দলে, তারা পালালো।

শুধু ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো এগেরলাণ্ড। তার গা থেকে রক্ত ঝরছে। মুখে দৃঢ়গম্ভীর সংকল্প। যেন এক রাজা – নিরাশ আর পরিত্যক্ত। মোটু তাকে ছুটে মারতে গেলো।

কিন্তু মারটিন তাদের দুজনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়লো। 'আমরা ওকে রক্ষাকবচ দিচ্ছি – অভয়পত্র। এদের মধ্যে ওই শুধু ইতর আর ভিতু নয়।'

এগেরলাণ্ড ফিরে লড়াইয়ের মাঠ থেকে বেরিয়ে গেলো, একা ও পরাস্ত।

এবার ফ্রিডোলিন বন্ধুদের কাছে এসে দাঁড়ালো, জিগেশ করলে, 'ক্রয়ৎস্‌কাম ছাড়া পেয়েছে ?'

মারটিন মাথা নাড়লে।

'খাতাগুলোর কী খবর ?' মোটুর খুব আগ্রহ।

'আমার রুমালে।' ব'লে মারটিন ছাইগুলো তাদের দেখালে। ছেলেরা আশ্চর্য হ'য়ে সশ্রদ্ধভাবে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো।

'বোকারা হাঁ ক'রে দ্যাখে আর বুদ্ধিমানেরা চিন্তা ক'রে।' সেবাস্টিয়ানের মন্তব্য।

'উলি কোথায় ?' জিগেশ করলে মাট্টিয়াস।

মোটু কাঁধের ওপর দিয়ে পেছন দিকে বুড়ো আঙুল ঝাঁকিয়ে দেখালে। মাট্টিয়াস দৌড়ে মাঠের ঐ দূর এক কোণায় গিয়ে পেলো উলিকে, একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর ব'সে, বরফের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

'কী হয়েছে রে বুড়ো ?' মাট্টিয়াস জিগেশ করলে।

'বেশি কিছু না।' উলির গলা খুব নিচু। 'আবারও পালিয়ে গিয়েছিলুম আর কি। স্বয়ং ভাভের্কা আমার দিকে তেড়ে এসেছিলো। ভেবেছিলুম যে ল্যাং মেরে ওকে ফেলে দেবো; তারপর যেই তার মুখটা দেখলুম, অমনি খেল খতম।'

'তা ঠিক, ওর মুখটা সত্যি বিতিকিচ্ছিরি।' বললে মাট্টিয়াস। 'প্রথম দেখে তো আমার বমিই পেয়ে গিয়েছিলো।'

'তুই আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিস, মাট্‌ৎস।' উলি বললে। 'কিন্তু এমনভাবে তো আর চলে না। এ-বিষয়ে আমাকে কিছু-একটা করতেই হবে।'

'তা এখন তো আয়।' বললে মাট্টিয়াস। 'অন্যরা যাচ্ছে।'

আর দুই বেখাপ্পা বেমানান বন্ধু তাদের স্কুলের ছেলেদের পেছন-পেছন ছুটলো। হালকা-চালে দৌড়ে, স্কুলে পৌঁছে দেখলো, সেখানে সুশ্রী টেওডর তাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে।

+

সেকেণ্ডারি স্কুলের হারা দল সব জড়ো হ'লো ১৭ নং ফেস্‌টেরেই স্ট্রাসৃসের উঠোনে। এগেরলাণ্ড কখন আসে তার জন্য তারা অপেক্ষা করছিলো।

কাছে এসে এগেরলাণ্ড অনুনয় ক'রে বললে, 'অন্তত এখন কয়েদীকে ছেড়ে দে।'

'ককখনো না,' ভাভের্‌কার দারুণ আপত্তি।

'তাহ'লে তোদের যা ইচ্ছে কর।' বললে এগেরলাণ্ড। 'আর, আরেকজন নেতার খোঁজ কর।' কারু দিকে দৃক্‌পাত না-ক'রে সে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলো।

অন্যরা চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে দৌড়ে ঢুকলো মণিকোঠায়। ঝালটা কয়েদীর ওপরেই ঝাড়বে।

কিন্তু একজন কয়েদীর বদলে তারা পেলো তুজনকে। দেখেই চোয়াল ঝুলে পড়লো তাদের ; আর তাদের ছিঁচকে মনের পক্ষে যতটুকু লজ্জা পাওয়া সম্ভব, ঠিক ততটুকুই লজ্জা পেলো তারা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আছে সুশ্রী টেওডরের সঙ্গে মোলাকাৎ; স্কুলের নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে একটি আলোচনা; একটু অপ্রত্যাশিত প্রশংসা; একটা মানানসই শাস্তি; হাউস-মাস্টারের বলা একটা বড়ো গল্প আর পরে সে-সম্বন্ধে ছেলেদের মন্তব্য।

৫

তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে, বিকেল পাঁচটা বাজতে একটু দেরি আছে। বরফ পড়া থেমেছে অবশ্য। কিন্তু গন্ধকের মতো হলদেটে ভারি মেঘ এখনও ঝুলে আছে আকাশে। শহরটার ওপরে শীতের সন্ধ্যা নেমে আসছে। বড়োদিনের আগের সন্ধেবেলা – বছরের সবচেয়ে সুন্দর যে-সন্ধ্যাটা – তারই কাছাকাছি এক সন্ধ্যা। বাড়িঘরের জানলাগুলো যেন মনে করিয়ে দিচ্ছিলো যে কয়েক দিনের মধ্যেই ক্রিসমাস গাছের ওপর মোমবাতি জ্বলবে, আর ঝলমল ক'রে উঠবে অন্ধকার রাস্তাগুলো। কিন্তু ততদিনে ছেলেরা থাকবে বাড়িতে। নিজেদের বাবা-মার সঙ্গে, যে-যার নিজের ক্রিসমাস-গাছকে ঘিরে।

দোকানের ঝলমলে জানলাগুলো পাইনের ডালপালায় আর বেলোয়ারি কাচের সাজে ভর্তি; বড়োরা মুখে রহস্যময় ভাব, হাতে মোড়ক আর ঠোঙার পাহাড় নিয়ে এ-দোকান ও-দোকান ক'রে বেড়াচ্ছে। হাওয়ায় আদার রুটির গন্ধ, যেন রাস্তাগুলো তা দিয়েই শান-বাঁধানো হয়েছে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে পাঁচটি ছেলে পাহাড়টা বেয়ে ছুটছে। 'আমি বড়োদিনের জন্য একটা পাঞ্চ-বল পাবো,' বললে মাটিয়াস, 'সেটাকে

খেলার ঘরে টাঙাবো – ন্যায়াধীশ অনুমতি দেবে। দারুণ হবে সেটা।'

'তোর চোখের ফোলাটা ক'মে যাচ্ছে।' বললে উলি।

'ও কিছু না – রোজকার বাঁধা-ধরা কাজের মধ্যেই পড়ে।'

তারা স্কুলের আরো-কাছাকাছি এসে পড়লো। স্কুল-বাড়িটাকে এখন দেখতে পাচ্ছে দূর থেকে। শহরের অনেক উঁচুতে আলোভর্তি জানলাওলা স্কুলটাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন একটা অতিকায় জাহাজ, রাত্তিরে সমুদ্রযাত্রা করছে। সবচেয়ে ওপরে, বাঁদিকের মিনারে, দুটো আলোজ্বলা জানলাকে কেমন নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছে। জানলা-দুটি তাদের হাউসমাস্টারের, ডক্টর য়োহান বোকের ঘরের।

'আজ রাতে কি কোনো অঙ্ক কষার কথা আছে?' জনির প্রশ্ন।

'হ্যাঁ,' মারটিন উত্তর দিলে, 'সরল সুদকষার ক-টা অঙ্ক। জলের মতো সহজ। আমি খাবার পরেই ক'রে ফেলবো ওগুলো।'

'আর কালকে সকালে আমি তোর কাছ থেকে ওগুলো টুকে নেবো।' বললে সেবাস্টিয়ান. 'ও-সবের জন্য খামকা এত সময় নষ্ট হয়। আমি একটা বই পড়ছি – বংশগতি সম্বন্ধে – সেটা ঢের বেশি কৌতূহলজাগানো।'

হাঁপাতে-হাঁপাতে টিলার ওপরে উঠলো ছেলেরা, পায়ের নিচে শব্দ ক'রে বরফ ভেঙে যাচ্ছে।

স্কুলের গেটের ঠিক বাইরেটায়, কে যেন সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে পায়চারি করছে। সুশ্রী টেওডর, আর কে! 'এই যে, শ্রীমানেরা,' টিটকিরি দিয়ে সে বললে, 'পালিয়ে সিনেমা দেখা হচ্ছিলো বুঝি? আশা করি খুব ভালো সিনেমা, তাহ'লে অন্তত সাজাটা সার্থক হবে।'

'চমৎকার ছবি,' সেবাস্টিয়ান দিব্যি তরতর ক'রে মিথ্যে কথা আওড়ালো। 'নায়কটা অনেকটা তোমার মতো দেখতে তবে তোমার মতো অত সুন্দর না।'

মাট্টিয়াস হেসে ফেললো। মারটিন বললে, 'বাজে বকিসনে, সেপ।'

'ও, তুইও এখানে।' সুশ্রী টেওডর এমন ভান করলো যেন এর

আগে মারটিনকে সে ছাখেইনি, 'কখনো বুঝতে আশাও করি না যে তোর মতো উটকো ছেলেদের কেন বৃত্তি দেয়া হয়।'

'অত নিরাশ হ'য়ো না,' বললে জনি, 'তোমার তো এখনো কচি বয়েস।'

দেখে মনে হ'লো সুশ্রী টেওডর থুতু ফেললে বুঝি পিত্ত বেরোবে। 'তা চলুন বাছাধনেরা। ডক্টর ব্যেক আপনাদের দেখার জন্য ছটফট করছেন।'

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে তারা মিনারে উঠে গেলো। সুশ্রী টেওডর ঠিক পাহারোলার মতো পেছনে লেপটে রইলো, যেন কত ভয় যে নজর না-রাখলে তারা সটান চম্পট দেবে। এক মিনিট পরেই তারা সকলে গিয়ে ন্যায়াধীশের পড়ার ঘরে, তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালো। 'স্কুল-পালানো দলটা হাজির, ডক্টর।' সুশ্রী টেওডরের গলায় যেন মধু ঝ'রে পড়ছে।

ব্যেক তাঁর লেখার টেবিল থেকে চোখ তুলে সেই পাঁচ নচ্ছারের দিকে তাকালেন। চোখের পাতার কাঁপুনিতেও বোঝা গেলো না তিনি কী ভাবছেন। দেখেশুনে মনে হ'তে পারতো ওরা যেন সব দারুণ ডাকাবুকো আর বেপরোয়া। মাত্তিয়াসের এক চোখে কালশিটে, মুখ ফুলে ঢোল। সেবাস্টিয়ানের প্যান্ট হাঁটুর নিচে ছেঁড়া। উলির মুখ আর হাত ঠাণ্ডায় জ'মে বেগুনি। মারটিনের উশকোখুশকো চুল সব মুখের ওপর। আর জনির ওপরের ঠোঁটটা কেটে রক্ত পড়ছে। এমন-একটা বরফের গোলা তার গায়ে এসে পড়েছিলো যাতে একটা পাথর ছিলো। পাঁচ জোড়া জুতো থেকে বরফ গ'লে-গ'লে মেঝেয় পাঁচটা ছোট্ট ডোবা হ'য়ে গেলো।

ডক্টর ব্যেক চেয়ার থেকে উঠে প'ড়ে আসামীদের কাছে এলেন। 'এইবার কোন নিয়ম ভাঙা হয়েছে, উলি?' তিনি জিগেশ করলেন।

'নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত ছাত্রদের পক্ষে স্কুলবাড়ি থেকে বেরোনো নিষেধ।' ছোট্ট ছেলেটা ঘাবড়ে গিয়ে আওড়ালো।

'কোনো ব্যতিক্রম আছে কি, মাট্রিয়াস?' জিগেশ করলেন করলেন ব্যেক।

'হ্যাঁ, সার,' উত্তর দিলে মাট্রিয়াস, 'যদি মাস্টারমশাইদের কেউ অনুমতি দেন।'

'কোনো মাস্টারমশাই তোমাদের বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন?' হাউসমাস্টার জিগেশ করলেন।

'কেউ না,' বললে জনি।

'তাহ'লে কার অনুমতি নিয়ে গিয়েছিলে?'

'আমরা অনুমতি না-নিয়েই গিয়েছিলুম,' এটা মাট্রিয়াসের ঘোষণা।

'এটা পুরোপুরি সত্যি নয়।' বললে মারটিন। 'আমি অন্যদের হুকুম করেছিলুম আমার সঙ্গে যেতে। আমিই একা দায়ী।'

'আমি জানি তুমি সবকিছুর জন্য দায়িত্ব নিতে চাও, মারটিন।' ডক্টর ব্যেকের গলা কঠোর। 'কিন্তু নিজের অধিকারের অপব্যবহার করা তোমার উচিত নয়।'

'অপব্যবহার করেনি ও,' সেবাস্টিয়ান প্রতিবাদ করলে, 'আমাদের শহরে যেতেই হ'তো। না-গেলে চলতো না।'

'তাহ'লে আমার কাছ থেকে অনুমতি চাইলে না কেন?'

'আপনাকে নিয়ম অনুযায়ী বারণ করতে হ'তো,' বললে মারটিন। 'কিন্তু তবুও যখন আমাদের যেতেই হ'তো, তখন আরো খারাপ হ'তো।'

'কী? আমার কড়া হুকুমকে তোমরা অমান্য করতে?' জিগেশ করলেন ন্যায়াধীশ।

'হ্যাঁ, সার,' পাঁচজনেই ব'লে উঠলো।

'কপাল মন্দ,' উলি দুর্বলভাবে যোগ করলে।

'কিন্তু এ যে একেবারেই ক্ষমার অযোগ্য, ডক্টর,' সুশ্রী টেওডর মাথা নেড়ে মন্ত দিলে।

'এটা অবগত ছিলুম না যে আমি তোমার সুচিন্তিত মত জানতে

চেয়েছিলুম,' বললেন ডক্টর ব্যোক, আর সুশ্রী টেওডর তুর্কিমোরগের মতো লাল হ'য়ে গেলো।

'শহরে গিয়েছিলে কেন?' মাস্টারমশাই আবার জেরা ধরলেন।

'ওই সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেগুলোর জন্য,' উত্তর দিলে মারটিন। 'ওরা আমাদের দিনের ছাত্রদের একজনের ওপর হামলা ক'রে তাকে খাতাগুলো সমেত আটকে রাখে। খাতাগুলো সে হের ক্রয়ৎস্‌কামের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলো। দিনের ছাত্রদের আরেকজন ফিরে এসে আমাদের জানায়। তাই, কী আর করবো, তাকে উদ্ধার করার জন্য যেতেই হ'লো।'

'তাকে উদ্ধার করেছো?' মাস্টারমশাই জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, সার,' চারজনে ব'লে উঠলো। উলি কিছুই বললে না। নিজেকে সে ওই ঐকতানে যোগ দেবার উপযুক্ত মনে করলো না।

ডক্টর ব্যোক জনির কাটা ঠোঁট আর মাট্রিয়াসের ফোলা চোখ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন। 'কারু চোট-জখম হয়নি তো?'

'কারু না,' বললে মাট্রিয়াস, 'একটা আঁচড়ও লাগেনি।'

'শুধু খাতাগুলো –' শুরু করলে সেবাস্টিয়ান।

মারটিন রেগে গিয়ে ওর দিকে এমনভাবে তাকালো যে ও চুপ ক'রে গেলো।

'খাতাগুলোর কী হ'লো?' জিগেশ করলেন ন্যায়াধীশ।

'একটা মণিকোঠার মধ্যে ওগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো কয়েদীর চোখের সামনে। সে তখন একটা চেয়ারে বাঁধা।' ব'লে মারটিন। 'আমরা শুধু ছাইগুলোই পেয়েছি।'

'ছাইগুলো মারটিনের রুমালে বাঁধা আছে,' ফুর্তিভরা গলায় মাট্রিয়াস জানালে। 'আর ওগুলোর জন্য আমি একটা ছাইদানের জোগান দেবো।'

ডক্টর ব্যোকের ঠোঁট-দুটো একটু কেঁপে উঠলো। এক পলকের দশভাগের একভাগ সময়ের জন্য প্রায় হেসেই ফেললেন তিনি।

পরক্ষণেই আবার গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। 'আর এখন কী হবে ?'

'আমি কালকে একটা ফর্দ বানাবো।' বললে মারটিন। 'আর ক্লাসের সব ছেলে ব'লে দেবে সেপ্টেম্বর থেকে এ-পর্যন্ত কী-কী নম্বর পেয়েছে। সেগুলো ফর্দতে লিখে ক্লাস শুরু হওয়ার আগে হের ক্রয়ৎসকামকে দিয়ে দেবো। শুধু শেষ অনুশীলনটা করতে হবে, কারণ তাতে নম্বর দেয়া হয়নি।'

'ফুঃ!' ফিশফিশ ক'রে এই ব'লে মাটিয়াস নিজেকে ঝাঁকালো।

'জানি না হের ক্রয়ৎসকাম তাতে খুশি হবেন কিনা।' বললেন ন্যায়াধীশ 'আমার মনে হয় না যে তোমরা তোমাদের সব নম্বর মনে করতে পারবে। যাই হোক, এটা আমাকে বলতেই হবে যে আমি তোমাদের কাজের প্রশংসা না-ক'রে পারছি না। তোমরা খুব ভালো কাজ করেছো।'

পাঁচটা খুদে মুখ পূর্ণিমার চাঁদের মতো হেসে উঠলো। সুশ্রী টেওডরও হাসতে চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না।

'তবে এটা ঠিক,' ডক্টর বোক আরেকটু যোগ করলেন, 'যে তোমরা স্কুলের নিয়ম মানোনি, কারণ তোমরা অনুমতি না-নিয়েই স্কুল ছেড়ে বাইরে গেছো। যাও, ওই সোফাটায় গিয়ে বোসো এখন। তোমরা ক্লান্ত। পরের চালটা কী হবে তা আমাদের ভেবে দেখতে হবে।'

সোফায় ব'সে পাঁচজনে ন্যায়াধীশের দিকে তাকালো। তাঁর

ওপর এ... ...দের অগাধ আস্থা। সুশ্রী টেওডর কিন্তু দাঁড়িয়েই রইলো।

...ন ঠিক ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি।

তার দশা ত... ...ক থেকে ওদিক পায়চারি ক'রে শেষটায় ডক্টর বোক

ঘরের এদি... ...রটাকে আমরা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে

বললেন, 'পুরো ব্যাপা... তথ্য হ'লো এই যে তোমরা বিনা অনুমতিতে

দেখতে পারি : অকাট্য ... ...চলিত শাস্তি কী, সেবাস্টিয়ান ?'

স্কুলের বাইরে গেছো। তার ... ...নের জন্য সব ছুটি বাতিল।'

ছেলেটি উত্তর দিলে, 'পনেরো দি...

'অথবা অবস্থা বুঝে যদি ব্যবস্থা করতে হয়,' ন্যায়াধীশ বললেন, 'তাহ'লে এটা মেনে নিতে হয় যে বন্ধুত্বের খাতিরেই শহরে না-গিয়ে তোমরা পারতে না—তা পরে যতই না গণ্ডগোল হোক। তাহ'লে তোমাদের একমাত্র অপরাধ হচ্ছে এই যে অনুমতি নিতে ভুলে-যাওয়া।'

জানলার কাছে গিয়ে তিনি বাইরের দিকে তাকালেন। তারপর, তাদের দিকে পেছন ফিরেই বললেন, 'আমায় বললে না কেন?

আমার ওপরে কী এতটুকুও আস্থা নেই তোমাদের?' ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি। 'তাই যদি হয় তো আমারই তাহ'লে শাস্তি পাওয়া উচিত। তোমরা যে দোষ করতে বাধ্য হয়েছো, আমিই তাহ'লে তার কারণ।'

'ও রকম বলবেন না, হের ন্যায়াধীশ,' মাট্টিয়াস স্থান-কাল-পাত্র ভুলে ব'লে উঠলো, তারপর অপ্রতিভ হ'য়ে যোগ করলে: 'ও-কথা বলবেন না, সার। আশা করি আপনি জানেন আমরা আপনাকে

কত্ত—' কথাটা সে আর বলতে পারলো না। জানলার কাছের ঐ মানুষটাকে ওরা সবাই কত ভালোবাসে, এটা কবুল করতে তার খুব লজ্জা হচ্ছিলো।

'যাবার সময়,' বললে মারটিন, 'এক সেকেণ্ডের জন্য ভেবেছিলুম আপনাকে জিগেশ করবো। কিন্তু কেন যেন মনে হ'লো হয়তো তাহ'লে চালে ভুল হবে। আপনার ওপর আস্থা নেই, এমন-কোনো কথা নেই, সার। সত্যি বলতে কেন যে আপনাকে জিগেশ করিনি তা আমি নিজেই জানি না।'

তার মাথায় যে কত বুদ্ধি, এটা জাহির করার এই একটা সুযোগ পেয়ে গেলো সেবাস্টিয়ান। 'খুবই সহজ কারণ, সার।' সে বিশদ করলে, 'মাত্র দুটোই বিকল্প ছিলো। হয় আপনি অনুমতি দিতেন না, সেক্ষেত্রে আপনার হুকুম অমান্য করতে হ'তো আমাদের। নয়তো আপনি অনুমতি দিতেন, আর তারপর যদি আমাদের কারু কিছু হ'তো, তাহ'লে আপনাকে দায় শামলাতে হ'তো। আর অন্য মাস্টারমশাইয়েরা বা সবার মা-বাবারা আপনাকেই দোষ দিতো।'

'ও-রকমই একটা কিছু,' সায় দিলে মারটিন।

'দায়িত্ব ঘাড়ে নেবার জন্য তোমরা সবাই একেবারে একপায়ে খাড়া,' মাস্টারমশাই উত্তর দিলেন। 'তাহ'লে আমাকে জিগেশ না-করার আসল কারণ হচ্ছে আমার যেন কোনো অসুবিধে না-হয়! ঠিক আছে, তোমরা যদি নেহাৎই শাস্তি পেতে চাও তাহ'লে শাস্তি পাবে। ছুটির পরে প্রথম ছুটির দিনে তোমরা বেরোতে পারবে না। তাহ'লে স্কুলের নিয়ম মেনে নেয়া হবে। তাই না?' ব্যেক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সুশ্রী টেওডরের দিকে তাকালেন।

'নিশ্চয়, সার।' তার চটপট উত্তর।

'আর শাস্তির দিন বিকেলবেলায়, আমার সঙ্গে কফি খেতে আমার মিনারে তোমাদের নেমন্তন্ন করছি। নিয়মের মধ্যে এর সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা নেই, কিন্তু মনে হয় না যে কেউ কোনো আপত্তি করতে পারে।

তোমার কী মনে হয় ?' আবার তিনি সুশ্রী টেওডরের দিকে তাকালেন।

'না -না, কোনো আপত্তি হ'তে পারে না, সার,' সিক্সথ ফর্মের ছেলেটার গলায় যেন বাঁশি বাজছে। পারলে সে বুঝি এক্ষুনি ফেটে পড়তো।

'শাস্তিটা তোমরা মেনে নিচ্ছো তো ?' ব্যেক জিগেশ করলেন।

ছেলেরা খুশি হ'য়ে, ঘাড় নেড়ে, এ-ওর পাঁজরে কনুই দিয়ে গুঁতো দিলে।

'দারুণ! চমৎকার!' বললে মাটিয়াস, 'কেক থাকবে তো ?'

'তার যথেষ্ট আশা আছে,' বললেন ন্যায়াধীশ। 'কিন্তু তোমাদের তাড়িয়ে দেবার আগে, একটা ছোট্ট গল্প বলতে চাই। ছাখো, আমার এখনো কেমন মনে হচ্ছে, যে তোমরা আমাকে যতটা বিশ্বাস করলে সকলেরই ভালো হয়, ততটা বিশ্বাস করো না।'

সুশ্রী টেওডর ঘুরে দাঁড়িয়ে, ঘর থেকে পা টিপে-টিপে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করলো।

'না, না, তুমিও থাকতে পারো,' বললেন ব্যেক। তারপর টেবিলে ব'সে তিনি নিজের চেয়ারটাকে এমনভাবে ঘুরিয়ে দিলেন যাতে জানলা দিয়ে বাইরের শীতের সন্ধ্যাটাকে দেখতে পারেন।

'বছর কুড়ি আগের কথা,' তিনি বললেন, 'এই স্কুলে তখনও তোমাদের মতোই সব ছেলেপুলে ছিলো। আর ছিলো সিক্সথ ফর্মের কড়া ছেলেরা। একজন হাউসমাস্টারও ছিলেন। আমরা যে-ঘরে ব'সে আছি, ঠিক এই ঘরেই তিনি থাকতেন। আমি তোমাদের ফোর্থ ফর্মের এক ছোট্ট ছেলের কথা বলবো, কুড়ি বছর আগে যে ছেলেমানুষ ছিলো। তোমরা যে-খাটে শুচ্ছো, তাতেই সে শুতো, তোমাদের মতোই গিয়ে বসতো ক্লাসে আর খাবার ঘরে। সে ছিলো ভালো ছেলে। খাটতোও খুব। কোনো অন্যায় হ'লে মারটিন টালেরের মতোই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো। মাটিয়াস সেল্‌বমানের মতো দরকার হ'লে লড়াইও করতে পারতো। কোনো-কোনো রাতে,

জানলায় তাকে ব'সে, উলি ফন সিশ্মার্নের মতো, তারও বাড়ির জন্য মন কেমন করতো। সেবাস্টিয়ান ফ্রাঙ্কের মতো অনেক নাকউঁচু আঁতেল বইও পড়তো। আর কখনো-কখনো গিয়ে জনি ট্রট্‌ৎসের মতো স্কুলের মাঠে একা-একা লুকিয়ে থাকতো।'

ছেলেরা সব পাশাপাশি ব'সে মনোযোগ দিয়ে শুনতে লাগলো।

ডক্টর বোক আবার বললেন, 'ছেলেটির মায়ের খুব শক্ত অসুখ হ'লো একদিন। তাদের ওই অজ পাড়াগাঁ থেকে যদি তাঁকে কির্‌খবের্গের হাসপাতালে নিয়ে আসা-না হ'তো, তাহ'লে তিনি হয়তো মারাই যেতেন। তোমরা জানো হাসপাতালটা কোথায়। শহরের একেবারে শেষ প্রান্তে। বড়ো, লাল-ইটে-গাঁথা বাড়ি। ছোঁয়াচে রোগীদের আলাদা ক'রে রাখার বিভাগটা পেছনের বাগানে।

'বাচ্চা ছেলেটার খুব অস্থির-অস্থির লাগছিলো। একটা-মুহূর্তও সে শান্তিতে থাকতে পারছিলো না। শেষে, একদিন, তার মার অবস্থা যখন সত্যি আরো খারাপের দিকে, তখন সে স্কুল থেকে পালিয়ে, শহরের ভেতর দিয়ে দৌড়ে হাসপাতালে গিয়ে হাজির। আর সেখানে, মার খাটের পাশে, তাঁর তপ্ত হাত-দুটি মুঠো ক'রে ধ'রে ব'সে রইলো, তারপর কথা দিলে যে তার পরের দিন আসবে – পরের দিন ছিলো আদ্ধেক দিন ছুটি – তারপর ছুটতে-ছুটতে স্কুলে ফিরে গেলো।

'একটি ছেলে গেটের কাছে ওর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলো। তার অতটা পৌরুষ ছিলো না যে তার ওপর যে-ভার চাপানো হয়েছে তা কাণ্ড-জ্ঞান খাটিয়ে উদারভাবে ব্যবহার করে। সে ছোট্ট ছেলেটিকে জিগেশ করলে কোথায় গিয়েছিলো। কিন্তু ছেলেটি নিজের জিভটাই কেটে ফেলবে তবু কবুল করবে না যে সে তার মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলো। সিক্সথ ফর্মের ছেলেটা শাস্তি হিশেবে পরের দিনের ছুটিটা নাকচ ক'রে দিলে।

'তা সত্ত্বেও, কিন্তু, পরের দিন বিকেলে, ছেলেটি আবার পালালো।

তার মা তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সে সোজা ছুটে পেরুলো শহর। মায়ের বিছানার পাশে এক ঘণ্টা ঠায় ব'সে রইলো। তাঁর অবস্থা আগের দিনের চেয়েও খারাপ। ছেলেকে তিনি পরের দিনও আসবার জন্য কাকুতি-মিনতি করলেন। মাকে কথা দিয়ে সে ছুটে স্কুলে ফিরে গেলো।

'সিক্সথ ফর্মের ছেলেটি অবিশ্যি এর মধ্যেই হাউসমাস্টারের কাছে গিয়ে নালিশ করেছে। বলেছে যে বাচ্চা ছেলেটা তার হুকুম মানেনি – বারণ করা সত্ত্বেও স্কুলের বাইরে গেছে। ছেলেটিকে হাউসমাস্টারের কাছে যেতে হ'লো – মিনারের এই ঘরটাতেই – আর তোমরা ঘরের ভেতরে এসে ঠিক যেখানে দাঁড়িয়েছিলে, কুড়ি বছর আগে, ওই একই জায়গায়, সেও দাঁড়িয়েছিলো। হাউসমাস্টার ছিলেন জ'াদরেল মানুষ – কোনো ছেলে তাঁকে বিশ্বাস ক'রে মনের কথা বলতে পারতো না। কোনো কৈফিয়ৎ না-দেয়াতে বাচ্চা ছেলেটিকে এক মাসের জন্য স্কুলের বাইরে যাওয়া নাকচ হ'য়ে গেলো।

'কিন্তু পরের দিনই সে আবার লুকিয়ে পালালো। এবার ফিরে আসার পর তাকে নিয়ে যাওয়া হ'লো হেডমাস্টারের কাছে। হেডমাস্টার তাকে শাস্তি দিলেন যে দু-ঘণ্টা ওকে "প্রেপ্তার" হ'য়ে থাকতে হবে, অর্থাৎ একটা ঘরে আটক ক'রে রাখা হবে। পরের দিন, যখন ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবেন ব'লে হেডমাস্টার আর হাউসমাস্টার তালা খুললেন, তখন ঘরের ভেতরে অন্য একটি ছেলেকে আবিষ্কার করলেন। সে ছিলো স্কুলপালানো ছেলেটির প্রাণের বন্ধু, যাতে অন্য ছেলেটি গিয়ে তার মাকে দেখে আসতে পারে সেই জন্যেই সে বন্দী হ'য়ে ছিলো।'

'হ্যাঁ,' বললেন ডক্টর ব্যোক, 'তারা বন্ধু ছিলো। আর পরেও তারা এক সঙ্গেই টিকে থাকলো। গিয়েছিলো একই বিশ্ববিদ্যালয়ে, থাকতো একই হস্টেলে। পরে যখন ওদের মধ্যে একজনের বিয়েও হ'য়ে গেলো, তখনও ওদের বন্ধুত্বে চিড় ধরেনি। কিন্তু সেই বন্ধুর

স্ত্রীর একটি বাচ্চা হ'লো। আর বাচ্চাটি মারা গেলো। তারপর স্ত্রীও মারা গেলো। সৎকারের পরের দিনই তার স্বামী উধাও। আর তার বন্ধু, যার গল্প এতক্ষণ তোমাদের বলছিলুম, পরে আর তার কোনো খবরই পায়নি।' ডক্টর বোেক হাতের ওপর মাথা রাখলেন, তাঁর চোখে দুঃখের করুণ ছায়া।

'হেডমাস্টার,' একটু পরে তিনি আবার শুরু করলেন, "ঠকেছেন বুঝে খুব রেগে গেলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন যে ছেলেটি কেন ও-রকম জেদ ক'রে রোজ শহরে যেতো, তখন সবকিছু ঠিক হ'য়ে গেলো। আর সেই ছেলেটি, যার মা হাসপাতালে ছিলেন, সে ঠিক করলে যে একদিন সে এই স্কুলেরই হাউসমাস্টার হবে, যেখানে সে কাউকে নিজের মনের কথা বলতে না-পেরে এত কষ্ট পেয়েছিলো। সে চেয়েছিলো যে স্কুলে এমন-একজন মানুষ থাকুক, যাকে ছেলেরা মন খুলে তাদের সব সমস্যার কথা বলতে পারে।'

ন্যায়াধীশ উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখ গম্ভীর কিন্তু বন্ধুতায় ভরা। ছেলে পাঁচটির দিকে তাকালেন তিনি। 'তোমরা কি বুঝতে পারছো ওই ছেলেটির নাম কী ছিলো?'

'হ্যাঁ,' মারটিনের গলা খুব স্থির-শান্ত। 'ওর নাম ছিলো য়োহান বোেক।'

ন্যায়াধীশ মাথা নাড়লেন। 'এখন পালাও, খুদে গুণ্ডা সব।'

তারা উঠে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। শ্রীঞী টেওডর, মাথা হেঁট ক'রে, তাদের পাশ কাটিয়ে গেলো।

'ওই মানুষটার জন্য গলায় দড়ি দিতে রাজি আছি আমি।' সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে মাটিয়াস জানালে।

উলিকে দেখে মনে হ'লো সে যেন নিজের ভেতরে কোথাও কাঁদছে। 'আমিও,' সে বললে।

যে যার নিজের ঘরে যাবার আগে, জনি ঢাকা বারান্দার মধ্যে হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো। 'জানিস?' সে জিগেশ করলে, 'যে-বন্ধুটি তাঁর

জন্য ছ-ঘণ্টা "গ্রেপ্তার" খেটেছিলো আর সৎকারের পরের দিনই উধাও হ'য়ে গিয়েছিলো, সে কে ?'

'আমার কোনো ধারণাই নেই,' বললে মাটিয়াস, 'আমরা জানবো কী ক'রে ?'

'আমরা তাঁকে চিনি,' বললে জনি ট্রট্‌ৎস, 'বেশ কাছেই থাকেন। আর আজকে ছপুরে যখন ব্যেকের নাম শুনলেন, তখন প্রায় আঁৎকেই উঠেছিলেন।'

'ঠিক বলেছিস জনি,' মারটিন উত্তেজিত স্বরে বললো। 'আমি হলফ ক'রে বলতে পারি যে তুই ঠিকই বলেছিস, আমরা তাঁর বন্ধুকে চিনি।'

'ব'লেই ফ্যাল না, কে,' মাটিয়াস অধৈর্যভাবে শুধোলে।

আর জনি উত্তর দিলে, 'ধূমপান নিষেধ।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আছে ছ-ঘোড়াওলা গাড়ির একটা ছবি; এক পুরোনো রসিকতার অনেক হুল্লোড়; খ্রীস্টান নাম হিশেবে বল্‌ড্‌উইন; এক তেজা বিস্ময়; একদল ভূতের মিছিল; চুলকুনি-তোলা গুঁড়ো বিলোয় এমনি এক জন্তু; জানলার গোবরাটে জনি আর ভবিষ্যতের জন্য তার পরিকল্পনা।

৬

রাতের খাবার শেষ হ'লে সবাই যে-যার পড়ার ঘরে গিয়ে হাজির। মারটিন পরদিন সকালের অঙ্কের কাজটা সেরে নিয়ে আলেমানের পুরোনো নম্বরের ফর্দ বানালে। মাটিয়াসের অবশ্য আগের নম্বর মনেই ছিলো না। 'সবকটা অনুশীলনীর জন্যই চার নম্বর ক'রে বসিয়ে দে।' সে বাৎলে দিলে। 'তাহ'লে বোধহয় ঠিকই হবে।'

তারপর মাটিয়াস স্কুলের আর্দালির কাছ থেকে চেয়ে আনলো হাতুড়ি আর একরাশ পেরেক। দেয়ালে এমন তুলকালাম আওয়াজ ক'রে গাছের সবুজ ডালটাল ঠুকে লাগাতে শুরু করলো সে যে পাশের ঘরের ছেলেরা পড়তে-পড়তে জরুরি বার্তা পাঠালো এই খবর নিতে যে কারু মাথা-টাথা সত্যি খারাপ হ'য়ে গিয়েছে কিনা।

৯ নম্বর ঘরের প্রিফেক্ট সুশ্রী টেওডরকে চেনাই যায় না। যখন মারটিন পাশের ঘর থেকে আলেমানের নম্বরগুলো আনতে যেতে অনুমতি চাইলো, সে বললে, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। তবে বেশি দেরি করিসনে।'

মাটিয়াস তাজ্জবভাবে হাঁ ক'রে মারটিনের দিকে তাকালো।

ঘরের অন্য-সব ছেলেরা ন্যায়াধীশের সঙ্গে মোলাকাৎ-এর কথা জানতো না, তারা তো একেবারে থ'। আর ঘরের মধ্যে সিক্সথ ফর্মের অন্য ছেলেটাও এত চমকে গেলো যে তার চুরুটটাই নিভে গেলো, 'কী হয়েছে রে, টেও ! শরীর খারাপ ?'

হাল দেখে মারটিন একটু অপ্রতিভ হ'য়ে চট ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। ফোর্থ ফর্মের অন্য-সব ছেলেদের সঙ্গে আলোচনা ক'রে, তাদের নম্বরগুলো ফর্দে লিখে ফেলে, শেষে জনি ট্রট্‌ৎসের কাছে গেলো সে। জনির পড়ার ঘরে সিক্সথ ফর্মের ছেলেটি বেশ ভব্য গোছের। 'কী রে মারটিন ? আবার বুঝি যুদ্ধের তোড়জোড় করতে বেরিয়েছিস ?'

'না', মারটিন উত্তর দিলে, 'এবার আর ও-রকম কিছু না। বড়ো-দিনের জন্য তাকলাগানো কিছু করা যায় কিনা জনি আর আমি তাই আলোচনা করতে চাই।'

ছেলে দুটি তাদের মাথা দুটো একসঙ্গে খাটিয়ে ঠিক করলে যে পর দিন ন্যায়াধীশকে তারা ধূমপান-নিষেধ-এর কাছে নিয়ে যাবে।

'আশা করি আমাদের কোনো ভুল হয়নি।' বললে মারটিন। 'তাহ'লে ভারি বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে। ধর যদি ন্যায়াধীশ আর ধূমপান-নিষেধ ব'লে বসেন যে জীবনেও কেউ কাউকে দ্যাখেননি।'

'সে-ভয় করিসনে,' জনির গলা স্থির। 'এ-সব ব্যাপারে আমার ককখনো ভুল হয় না। আমার ওপর ভরসা রাখ – বাস্‌।' একটু ভেবে সে যোগ করলে। 'এটা ভুলিসনে যে ধূমপান নিষেধ যে স্কুলের ঠিক পাশেই রেলের কামরায় বসবাস করছেন তা কেবল হঠাৎ হুম ক'রে দৈবযোগে হ'য়ে যায়নি। এটা সত্যি যে উনি একলা থাকতে চেয়েছিলেন, আর অনেক বছর, কাউকে না-জানিয়ে, উধাও হ'য়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অতীত থেকে নিজেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি বোধহয়। আর আমাদের সঙ্গে যখন কথা বলেন, তখন বোধহয় নিজের ছেলেবেলার কথাই ভাবেন। সেটা আমি খুব

ভালোভাবেই বুঝতে পারি, মারটিন। মনে হয় যেন আমি নিজেই এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছি।'

'ঠিকই বলছিস বোধহয়,' বললে মারটিন। 'সত্যি, কী খুশিই না-হবেন দুজনে।'

জনি ঘন-ঘন মাথা নাড়লে। 'সব ঠিক আছে দেখবামাত্র,' সে বললে, 'আমরা চুপি-চুপি স'রে পড়বো।'

'হ্যাঁ,' মারটিন সায় দিলে। তারপর ফিরে এলো ৯ নম্বর ঘরে। ডেস্ক থেকে বার করলো একটা ছবি—বাবা-মার জন্য আঁকছিলো ওটা। এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি, তাই রং-তুলি বোলাতে শুরু করলো। বাড়িতে ক্রিসমাছ-গাছের নিচে ছবিটাকে রাখতে চাচ্ছিলো সে। কাল, কিংবা খুব দেরি হ'লে পরশু, তার মা তাকে বাড়ি যাবার জন্য গাড়ি-ভাড়া পাঠাবেন। একদিক থেকে ছবিটা খুব তাকলাগানো। তাতে আছে একটা সবুজ ঝিল আর উঁচু বরফে ঢাকা পাহাড়। ঝিলের পাশে তালগাছ আর কমলালেবুর গাছ। বড়ো-বড়ো কমলালেবু ঝুলছে গাছের ডাল থেকে। ঝিলের ওপর কালচে-লাল পালওলা নৌকো আর গিলটি-করা গণ্ডোলা। ঝিলের পাশের রাস্তা দিয়ে একটা নীল রঙের ঘোড়ার গাড়ি টগবগ ক'রে যাচ্ছে। গাড়িটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে ধূসর-রঙের ছটা ঘোড়া। গাড়ির মধ্যে ব'সে আছেন মারটিনের বাবা-মা, তাদের রোববারের জমকালো পোশাক প'রে আর কোচবাক্সে ব'সে আছে মারটিন নিজে। কিন্তু এ হ'লো বড়ো মারটিন, অনেকটাই বড়ো, এখন তার মুখে একটা ছিমছাম বাদামি গোঁফ। গাড়ির পাশে বিস্তর লোকের ভিড়, তাদের গায়ে সূর্যজ্বলা দক্ষিণের ঝলমলে পোশাক। হাত নেড়ে-নেড়ে তারা শুভেচ্ছা জানাচ্ছে আর মারটিনের বাবা-মা খুব সৌজন্যের সঙ্গে, ডাইনে-বাঁয়ে মাথা হেলিয়ে অভিবাদন জানাচ্ছেন, আর মারটিনও তার ফিতে লাগানো চাবুক নেড়ে সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

ছবিটার নাম ছিলো 'দশ বছর পরে'। আর তার মানে এটাই যে মারটিন ভাবছে দশ বছরের মধ্যে সে এত টাকা রোজগার ক'রে

ফেলবে যে বাবা-মাকে অনেক দূর-দূর অদ্ভুত দেশে বেড়াতে নিয়ে যেতে পারবে।'

মাটিয়াস আধ-বোজা চোখে ছবিটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাস্ রে! একদিন তুই দেখছি টিশিয়ান বা রেমব্রাণ্ডটের মতোই দারুণ হোমরা-চোমরা হ'য়ে উঠবি। আমি তো ব'সে আছি যে কবে জাঁক ক'রে বলতে পারবো: "হ্যাঁ, মারটিন টালের ছিলো আমাদের ফর্মের ফার্স্ট বয়। জাঁহাবাজ ছেলে ছিলো। তার সঙ্গে কত যে সাংঘাতিক কেচ্ছায় জড়িয়ে পড়েছিলুম আমি!"' ব'লেই সে হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে খিদেয় আবার তার পেট জ্বলছে, তাই চটপট নিজের ডেস্কে ফিরে গেলো। ডেস্কে কিছু-না-কিছু খাবার সব সময় মজুত থাকতো। ডেস্কের ডালার ভেতরে পিন দিয়ে আটকানো পৃথিবীর সব সেরা মুষ্টিযোদ্ধাদের ছবি।

এমনকি সুশ্রী টেওডরও, শমঝদার গোছের ভঙ্গিতে, ছবিটা খুঁটিয়ে দেখতে রাজি হ'লো, তারপর বললে যে সত্যিই মারটিনের আঁকার হাতটা খুব ভালো।

সন্ধেটা ছিলো দারুণ হুল্লোড়ে ভরা। ফার্স্ট আর সেকেণ্ড ফর্মের ছেলেরা তাদের মাথা একসঙ্গে ক'রে অনেক ফিশফিশ-গুজুগুজু করলো। বড়োদিনের উপহার হিশেবে বাবা-মাদের কী-কী দিতে বলেছে তাও কবুল ক'রে ফেললো। তারপর আপার ফিফথফর্মের একটি ছেলে, তার নাম ফ্রিট্শে, সকালবেলা তাদের ফর্মে কী কাণ্ড হয়েছে তার গল্প সাত কাহন ক'রে বলতে শুরু করলে। আর দেখতে-না-দেখতেই, প্রায় পুরো ঘরটাই তার গল্প শুনতে লাগলো।

'বুড়ো গ্রুন্কের্ন ফি-বছরই সেই একই রসিকতা করেন,' বুঝিয়ে বললে ফ্রিট্শে। 'রশিকতাটা করেন ফিফথ ফর্মেই সবসময় – যখন চাঁদ কী-কী উপাদানে তৈরি তার বর্ণনা দেন। গত কুড়ি বছর ধ'রে প্রতি বছর তিনি ক্লাস শুরু করেছেন এই ব'লে, "আমরা এখন চাঁদের সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করবো – আমার দিকে তাকিয়ে ছাখো!'

'আমি তো এতে হাসির কিছু দেখতে পাচ্ছি না।' সেকেণ্ড ফর্মের পেটারমান আপত্তি তুললো, কিন্তু অন্যরা সবাই তাকে চেঁচিয়ে বললে চুপ, আর তাই সে মুখে কুলুপ এঁটে দিলে।

সুশ্রী টেওডর বললে, 'আমাদের কাছ থেকে তিনি কিন্তু একটা মুচকি হাসিও আদায় করতে পারেননি।'

ঠিক তক্ষুনি পেটারমান হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। রসিকতাটা এতক্ষণে তার মাথায় ঢুকেছে।

'এতক্ষণে টুং করলো তো পয়সাটা?' মাটিয়াস জিগেশ করলে।

'আগে থেকেই সবকিছু ঠিক ক'রে রেখেছিলুম আমরা।' ফ্রিট্‌শে আবার খেই ধরলে, 'রসিকতাটা যে আজকেই আসন্ন তা আমরা জানতুম, তাই সেই অনুযায়ী প্ল্যান ক'রে রেখেছিলুম। যখন গ্রুন্কের্ন তাঁর এই অতিবিখ্যাত রসিকতাটা ছাড়লেন, পেছনের সারির ছেলেরা সবাই হেসে উঠলো। তাতে যে উনি খুব খুশি, সে তো দেখেই বোঝা গেলো। যেই আবার কথা বলতে যাবেন অমনি হেসে উঠলো দ্বিতীয় সারি। তাতে উনি আবার নতুন ক'রে খুশি হলেন।

'যেই উনি অন্যকিছু ফাঁদতে যাবেন, তখন হেসে উঠলো তৃতীয় সারি। তাতে তাঁর মুখ একটু ভার হ'লো। তারপর এলো চতুর্থ সারি। একেবারে সবজে-সবজে হলুদ হ'য়ে গেলেন গ্রুন্কের্ন আর ঠিক তক্ষুনি সামনের সারি হো-হো ক'রে ফেটে পড়লো। বাস্, একেবারে জব্দ। একেবারে কুঁকড়ে-গুটিয়ে গেলেন জামা-কাপড়ের মধ্যে। "রসিকতাটা তোমাদের ভালো লাগেনি বুঝি?" জিগেশ করলেন আমাদের। "রসিকতাটা, সার, চলনসই," বললে ম্যুলবের্গ। "তবে আমার বাবা কিনা আমাকে বলেছিলেন যে তিনি যখন ফিফথ ফর্মে ছিলেন তখনি এটা এত পুরোনো হ'য়ে গিয়েছিলো যে প্রায় পেনশন পাবার অবস্থা। একটা টাটকা-কিছু ভেবে বার করলে কেমন হয়?"

'গ্রুন্কের্ন অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শেষে বললেন, "হয়তো তোমরাই ঠিক।" আর তারপর হঠাৎ ক্লাসের মাঝখানে ঘর থেকে

বেরিয়ে গেলেন, আর ফিরলেনই না। মুখ দেখে মনে হচ্ছিলো যেন নিজের শ্রাদ্ধতেই যাচ্ছেন।'

ফ্রিট্শে হাসলো, আর আরো-কয়েকটা ছেলেও দাঁত বার ক'রে তাতে যোগ দিলে, কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেই ফিফথ ফর্মের কাজটা ঠিক মেনে নিতে পারলোনা। 'কী জানি,' একজন বললে, 'বুড়োটাকে অমন আহাম্মক ক'রে না-দেখালেও পারতিস।'

'দেখাবো না কেন?' ফ্রিট্শের চীৎকৃত আপত্তি। 'স্কুলের সব মাস্টারমশাইয়ের কর্তব্য নিজের মনটাকে জ্যান্ত রাখা। না-হ'লে তো আমরা সকালে, বিছানায় শুয়ে-শুয়ে, গ্র্যামোফোন রেকর্ড-থেকেই পড়া শিখতে পারতুম। না, না, আমরা চাই যে মাস্টারমশাইরা হবেন জ্যান্ত মানুষ, চলতি তথ্যের ঢু-পাওলা টিনের কৌটো নয়। আমাদের উন্নতি করতে চাইলে তাঁদের নিজেদেরও উন্নতি ঘটাতে হবে তো— তাকেই বলে ক্রমবিকাশ।'

হঠাৎ দরজাটা খুলে গেলো, আর ডক্টর গ্রুন্বের্ন ঢুকলেন ৯ নম্বর ঘরে। ছেলেরা তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

'বোসো, বোসো, আবার কাজে লেগে যাও।' বললেন হেডস্যার। 'সব ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ, সার,' সুশ্রী টেওডর বিবৃতি পেশ করলে। 'সব ঠিক।'

'বেশ,' ব'লে বুড়ো মানুষটি কেমন অবসন্নভাবে মাথা নেড়ে পাশের ঘরে চ'লে গেলেন।

'আচ্ছা, ঢোকার আগে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছু শুনে ফ্যালেননি তো?' সেকেণ্ড ফর্মের একটি ছেলে কৌতূহলীভাবে জিগেশ করলে।

'তাতে আমি কী করবো?' ফ্রিট্শের গলার আওয়াজটা হঠাৎ হেঁড়ে হ'য়ে গেলো। 'যদি আপিশ-কাচারিতেই ওঁর রুচি ছিলো, তাহ'লে আর মাস্টারি করতে এলেন কেন?'

মাটিয়াসের পাশের ছেলেটা ফার্স্ট ফর্মে পড়ে। তার মাথায় লাল

চুল। মাট্টিয়াস তার দিকে ঝুঁকে বললে, 'জানিস, গ্রুঙ্কের্নের প্রথম নাম কী?' ছোট্ট ছেলেটি মাথা নাড়লে। 'বল্ডউইন,' মাট্টিয়াস বাৎলে দিলো। 'বল্ডউইন গ্রুঙ্কের্ন। উনি কিন্তু শুধু নামের আদ্যক্ষরটা লিখেই ফুটকি বসিয়ে দেন। লজ্জা পান হয়তো।'

'বুড়োটাকে আর জ্বালাসনে,' বললে সুশ্রী টেওডর। 'পাশাপাশি রেখে তুলনা করবার জন্যও তো ওঁকে চাই। গ্রুঙ্কের্নের উদাহরণ না-থাকলে, ডক্টর ব্যেককে পাওয়ার ভাগ্যটা আর আমরা বুঝতুম না।'

সিক্সথ ফর্মের অন্য ছেলেটা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। 'টেও,' সে বললে, 'আর-কোনো সন্দেহই নেই – তোর মগজে নির্ঘাৎ একটা ফোস্কা পড়েছে।'

+

সান্ধ্য প্রার্থনার পর, সবাই চওড়া সিঁড়ি ভেঙে দৌড়ে, আলমারিগুলো যে-ঘরে থাকে সেখানে গিয়ে হাজির। যে-যার জামাকাপড় টাঙিয়ে রেখে, ফের হুড়মুড় ক'রে ওপরে উঠে এলো তারা, গায়ে লম্বা-লম্বা রাতকাপড় চাপিয়ে। প্রথমে গেলো বাথরুমে, তারপর ডরমিটরিতে।

সিক্সথ ফর্মের ছেলেরা আরো রাত ক'রে ঘুমুতো, কিন্তু যারা ডরমিটরির প্রিফেক্ট, তাদের ওপরে থাকতে হ'তো। ছেলেরা ভালো ক'রে মুখ ধুয়েছে কিনা, দাঁত মেজেছে কিনা, সব তদারক করতে হ'তো।

শুতে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা বেশ জটিল! তুমি বিছানায় দাঁড়িয়ে বড়ো লেপটা সারা গায়ে জড়ালে, তারপর ধুম ক'রে তোশকে চ্যাপ্টা হ'য়ে চিৎপাত পড়লে, যেন মাথায় বাজ পড়েছে। আর অমনি লোহার খাট থেকে অনেক ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ বেরোলো।

২ নম্বর ডরমিটরিতে একটু গোলমাল হ'লো। কোনো রসিক লোক এক গামলা ভর্তি জল মাট্টিয়াসের বিছানার চাদরের নিচে রেখেছিলো। দিনের সব রোমাঞ্চকর ঘটনার পরে মাট্টিয়াস তখন হা-ক্লান্ত। কাটা গাছের মতো বিছানায় শুয়ে পড়তেই জলে জলাক্কার,

ঠাণ্ডায় দাঁত কটকট করছে। রেগে তো-তো করতে-করতে বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে চাদরের তলা থেকে গামলাটা বার করলে সে। 'কে করেছে, অ্যাঁ?' তার রাগি চীৎকার। 'কে করেছে এই জানোয়ারি কাজটা? এক্ষুণি তার লাশ ফেলে দেবো এখানে। শকুনকে দিয়ে খাওয়াবো··· !'

অন্যরা হেসে ফেললো। উলি, রাতকাপড় প'রে, উদ্বিগ্নভাবে এসে মাট্‌ৎসকে নিজের বালিশটা দিতে চাইলো।

'ভিতুর ডিম সব!' চীৎকার করলে মাট্রিয়াস।

'যা, বিছানায় ঢুকে পড়।' কে একজন বললে। 'না-হ'লে তোর পশ্চাদ্দেশে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

'চুপ কর,' আরেকজন চ্যাঁচালো। 'ন্যায়াধীশ আসছেন।'

উলি আর মাট্রিয়াস লাফ দিয়ে বিছানায় ঢুকে পড়লো। ডক্টর ব্যেক যখন ভিতরে ঢুকলেন তখন লম্বা ঘরটা একেবারে নিশ্চুপ। ছেলেরা চোখ বন্ধ ক'রে শুয়ে আছে যেন দেবশিশুর ডবল সারি। বিছানার সারির মধ্যে দিয়ে পায়চারি করলেন ন্যায়াধীশ। 'উহু,' জোরেই বললেন, 'কিছু-একটা গণ্ডগোল আছে এখানে। ছেলেদের এতটা চুপচাপ থাকাটা ঠিক স্বাভাবিক নয়। ব'লেই ফ্যালো, মারটিন, শুনি কী ব্যাপার?'

মারটিন চোখ খুললো। 'কিছুই না, সার। একটু হুল্লোড় হচ্ছিলো, আর কী।'

'আর কিছু না তো?'

'না, সার।'

ডক্টর ব্যেক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। 'শুভরাত্রি, বাঁদরগুলো।'

'শুভরাত্রি, সার,' একসঙ্গে চ্যাঁচালো সবাই, তারপর পরিতৃপ্তভাবে যে-যার জায়গায় ঠিকঠাক হ'য়ে শুলো। মাট্রিয়াস ঠিক জলহস্তীর মতো মস্ত একটা হাই তুলে, উলির বালিশটা চাদরের ভেজা জায়গায়

রেখে, তার ওপর শরীরটা এলিয়ে দেবামাত্র ঘুমিয়ে পড়লো। অন্যদেরও ঘুমিয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি।

জেগেছিলো শুধু উলি। প্রথমত, তার ব্যালিশ ছিলো না; দ্বিতীয়ত, কী ক'রে যে তারও বুকে ভয়ডর নেই, সাহস আছে, এই পরিচয় দেবে, তা নিয়ে সে খুব ভাবছিলো। সৈন্যদের ব্যারাক থেকে শিঙার আওয়াজ এলো, সে শুনতে পেলো। সৈন্যদের যারা এখনো টলোমলোভাবে ফিরছে, শেষ বারের মতো শিঙা তাদের সাবধান ক'রে দিচ্ছে। উলি শুয়ে-শুয়ে ভাবলো তার বাবা-মা আর ভাই-বোনদের কথা – আর তো মাত্র তিন দিন, তারপরেই সকলের সঙ্গে তার দেখা হবে। এটা মনে পড়তেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো, সে ঘুমিয়ে পড়লো।

+

এক ঘণ্টা পরে ঘুমন্ত সব ছেলেরা হঠাৎ আঁৎকে উঠলো। ১ নম্বর ডরমিটরি থেকে সত্যিকার অদ্ভুতুড়ে আর রাক্ষুসে সব হট্টগোল শোনা

যাচ্ছে। হঠাৎ দু-নম্বর ডরমিটরির দরজাও যেন ভূতের হাত লেগে হাঁ ক'রে খুলে গেলো। ক্রমেই কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছে রক্ত-জমাটকরা বিভীষিকার আওয়াজ। কয়েকটা খুব বাচ্চা ছেলে চাদরের নিচে মাথা ঢুকিয়ে দিলে। কিংবা কানে হাত চাপা দিলে।

আর হঠাৎ ভূতপ্রেত, পিশাচপ্রমথ আর ডাইনির মিছিল অন্ধকার ডরমিটরির মধ্যে কুচকাওয়াজ করতে-করতে এলো। শাদা কাপড়ে গা ঢাকা তাদের। কারু হাতে মিটমিট জ্বলছে মোমবাতি, কেউ ঝুম-ঝুম ক'রে পেটাচ্ছে ডেকচির ঢাকনা, কেউ আবার গ'র্জে উঠছে ক্ষুৎকাতর সিংহের মতো। একেবারে শেষে হেলতে-দুলতে এলো একটা অতিকায় শাদা বিকট রকমের প্রাণী। অনেক ছেলেদের চাদর-লেপ ছিনিয়ে নিয়ে, বড়ো একটা কাগজের ঠোঙা থেকে, কী-একটা রহস্যময় গুঁড়ো তাদের বিছানায় সে ছড়িয়ে দিলে। কয়েকটা ফার্স্ট ফর্মের বাচ্চা তো ভয়ে কেঁউ-কেঁউ করছিলো।

'কাঁদিসনে।' উলি তার পাশের ছেলেটাকে সান্ত্বনা দিলে। 'ওরা সব তো শুধু সিক্সথ ফর্মের ছেলে। বড়োদিনের কয়েকদিন আগে ওরা সবসময় এরকম করে। কিন্তু দেখিস, ওরা যেন তোর বিছানায় ওই গা-চুলকুনো গুঁড়োটা না ছড়িয়ে দেয়।'

'এত ভয় করছে আমার।' ছোট্ট ছেলেটা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলে। 'পেছনে ওই বিকট বিভীষিকাটা কী?'

'তিনটে ছেলে কয়েকটা চাদর একসঙ্গে শেলাই ক'রে তার ভেতরে ঢুকে পড়েছে।'

'আমার কিন্তু তবু ভয় করছে।' ছোট্ট ছেলেটি বললে।

'অভ্যেস হ'য়ে যাবে তোর।' উলি তাকে ভোলাতে চেষ্টা করলে। 'যখন প্রথম এসেছিলুম এখানে, তখন আমিও কেঁদে ফেলেছিলুম।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ,' বললে উলি।

ভূতের মিছিলটা অন্য দরজা দিয়ে কোথায় উধাও হ'য়ে গেলো।

আস্তে-আস্তে আবার সব শান্ত, চুপচাপ। শুধু যাদের বিছানায় গা-চুলকুনো গুঁড়োটা ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো, তারা নিজেদের খ্যাঁচখ্যাঁচ ক'রে চুলকোতে লাগলো আর ঘুমের ঘোরে অসন্তুষ্টভাবে বিড়বিড় করতে লাগলো। গা চুলকুনো গুঁড়োটা যাচ্ছেতাই জ্বালাচ্ছে। কিন্তু শেষ অব্দি তারাও চুপ হ'য়ে গেলো।

মাট্টিয়াস তো চোখই খোলেনি। একবার চোখ বুজেছে তো তারপর তার কানের কাছে কামান দাগলেও ঘুম ভাঙে না।

শেষ অব্দি ডরমিটরির সব ছেলেই ঘুমিয়ে পড়লো। শুধু একজন বাদে। সেই একজন জনি ট্রট্‌ৎস। উঠে, চুপিসাড়ে, পা টিপে-টিপে বড়ো জানলাটার কাছে গেলো সে। চওড়া গোবরাটে চ'ড়ে, পা তুলে, রাতকাপড় দিয়ে ঢাকলো, তারপর বাইরে শহরের দিকে তাকালো। অনেক বাড়ির জানলায় এখনো আলো জ্বলছে। শহরের মধ্যিখানে, যেখানে অনেক সিনেমা আর নৃত্যভবন আছে, তার ওপরে আকাশটায় আলো চকচক করছে। আবার বরফ পড়তে শুরু করেছে।

জনি কেমন জিজ্ঞাসু চোখে বাড়িগুলোর দিক তাকালো। ভাবলে, মানুষ থাকে ঐ সব ছাদের নিচে। আর একটা শহরে কটা ছাদ? আর একটা দেশে কটা শহর? আর কটা দেশ আছে সারা পৃথিবীতে? আর এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সবশুদ্ধ কটা পৃথিবী? সুখ যেমন অগুনতি ছোট-ছোট টুকরো ভাগ করা, দুঃখও তেমনি···আমি ঠিক জানি যে একদিন আমি গ্রামে গিয়ে থাকবো। বড়ো বাগানওলা ছোট্ট একটা বাড়িতে। আর পাঁচটি ছেলেমেয়ে হবে আমার। কিন্তু তাদের গলগ্রহ ভেবে, দায়িত্ব এড়াবার জন্য, আমি ওদের সমুদ্রের ওপারে পাঠিয়ে দেবো না। বাবা আমার সঙ্গে যেমন জঘন্য ব্যবহার করেছেন কক্‌খনো তাদের সঙ্গে তেমন করবো না আমি। আর আমার বউ আমার মার চেয়ে অনেক অনেক ভালো হবে। আচ্ছা, মা কোথায় এখন? আমার মা? বেঁচে আছেন এখনও? কে জানে!

হয়তো মারটিন এসে আমার সঙ্গে থাকবে। ও ছবি আঁকবে, আর আমি বই লিখবো। আর তখনও যদি আমরা সুখী না-হই, তাহ'লে, সত্যি আমাদের খুশি করা ভারি শক্ত হবে, ভাবলে জনাথান ট্রট্‌ৎস।

সপ্তম পরিচ্ছেদে

আছে অধ্যাপক ক্রয়ৎসকামের একটি বর্ণনা ; একটি রোমহর্ষক ঘটনা ; একটি বাক্য আস্ত ক্লাসকে যা পাঁচবার লিখতে হ'লো ; বিরতিতে একটি রহস্যময় ঘোষণা ; ডক্টর বোেকের সঙ্গে পদব্রজে ভ্রমণ ; অ্যাপার্টমেন্টে একটি সাক্ষাৎকার, আর বেড়ার পাশে একটি হাতঝাঁকুনি।

৭

পরের দিন সকালে, ক্লাস শুরু হবার একটু আগে, ক্লাসঘর ছেড়ে ঢাকা বারান্দায় গেলো মারটিন। আলেমান ভাষার নম্বরের ফর্দ তার সঙ্গে ছিলো। ক্লাসে ঢোকার আগেই হের ক্রয়ৎসকামকে সে কালকের সব দুর্ভাগ্যের কথা ব'লে ফেলতে চাচ্ছিলো। রুডি ক্রয়ৎসকাম তার আগেই তাকে জানিয়েছিলো যে তার বাবার কানে কিছুই পৌঁছোয়নি।

ঢাকা বারান্দাটা ফাঁকা ছিলো। কিন্তু অনেকগুলো ক্লাসেই যে-সব আওয়াজ হচ্ছিলো, তা শোনা যাচ্ছিলো একটা চাপা ভনভনের মতো, বন্দী মাছিরা যেমন আওয়াজ করে ঠিক তেমনি।

তারপর মাস্টারমশাইরা নেমে এলেন দোতলা থেকে। মেজাজ বেশ শরীফ তাঁদের, জোরে হাসছেন। একে-একে সবাই এক-একটা ক্লাসে ঢুকলেন। আর ঢাকাবারান্দা থেকে যে-চাপা শব্দ শোনা যাচ্ছিলো তা আস্তে-আস্তে ক্ষীণ হ'য়ে আসতে লাগলো। সবচেয়ে শেষে বেরোলেন হের ক্রয়ৎসকাম। হাঁটছিলেন তাঁর স্বাভাবিক আড়ষ্ট ধরনে যেন একটা লাঠি গিলে ফেলেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ডক্টর

ব্যেক। কী যেন একটা কৌতূহল জাগানো কিছু বলছেন তাঁকে। খুব মন দিয়ে শুনছিলেন হের ক্রয়ৎসকাম, আর তাঁকে দেখাচ্ছিলো অন্য দিনের চেয়েও গম্ভীর আর কড়ামেজাজি।

এই হের ক্রয়ৎসকাম মানুষটা ভারি অদ্ভুত আর ছেলেরা সবাই তাঁকে বেশ সমীহ ক'রে চলে। গোলটা ছিলো এই যে তিনি হাসতে পারতেন না – যদিও এটাও সম্ভব যে হয়তো তিনি হাসতে চাইতেন না আদৌ। যাই হোক, তাঁর ছেলে রুডি তার সঙ্গীদের বলেছিলো যে বাড়িতেও তার বাবার মুখমণ্ডল কখনো তার কঠিন ভাবটা হারায় না। তা সেটা না হয় অভ্যেস হ'য়ে যেতো, কিন্তু ব্যাপারটায় আরো প্যাঁচ-ঘোঁচ ছিলো : কারণ তিনি নিজে যদিও হাসতেন না তবু এমন-সব কথা বলতেন যাতে অন্যদের হাসি পেয়ে যেতো। যেমন কয়েক হপ্তা আগে, যখন অনুশীলনীগুলোতে নম্বর দিয়ে তিনি ছেলেদের ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন, তখন তিনি মাট্টিয়াসকে জিগেশ করেছিলেন। 'আগের বার কত পেয়েছিলে ?'

'চার,' বলেছিলো মাট্টিয়াস।

'ও', মাস্টারমশাই বলেছিলেন, 'এবার তাহ'লে আরো ভালো করেছো।'

মাট্টিয়াস তো আহ্লাদে গদগদ। আর তারপর মাস্টারমশাই যোগ করেছিলেন, 'এবার তুমি পেয়েছো একটা ভালো চার।'

আরেক-বার, যখন ক্লাস ঘরের আলমারির পাল্লাটা কেউ খুলে রেখেছিলো, তখন হের ক্রয়ৎসকাম ডেকে বলেছিলেন, 'ফ্রিডোলিন, আলমারিটা বন্ধ করো তো। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।'

আর এ-রকম সময় যেই তুমি হেসেছো, অমনি নিজেকে তোমার বড্ড বোকা ব'লে মনে হবে, কারণ তক্ষুনি আবিষ্কার করবে যে তিনি তাঁর ডেস্ক থেকে এমন ব্যাজার মুখে তাকিয়ে আছেন যেন তার ভীষণ পেট কামড়াচ্ছে। তার সঙ্গে ঠিক কীরকম ব্যবহার করলে মানায় সেটা বোঝাই ছিলো মুশকিল কারণ তাঁর মুখ দেখে কখনোই বোঝা

যেতো না যে তিনি ভিতরে-ভিতরে কী ভাবছেন।

কিন্তু অনেক কিছু শেখা যেতো তাঁর ক্লাসে। আর, সত্যি বলতে, তা-ই তো হচ্ছে যে-কোনো ক্লাসের উদ্দেশ্য।

তাই এখন মারটিন তাঁকে বোঝাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে যে খাতাগুলো লোপাট শুধু নয়, পুড়ে ছাই। ন্যায়াধীশ ঢুকে গেলেন সেকেণ্ড ফর্মের ক্লাসঘরে, আর হের ক্রয়ৎসকাম মারটিনের দিকে এগিয়ে এলেন।

'কী খবর ?' তাঁর গলা কঠিন।

'হ্যাঁ, সার।' মারটিন মিনমিন ক'রে বললে, 'সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেরা গতকাল দুপুরে আমাদের খাতাগুলো পুড়িয়ে ফেলেছে।'

মাস্টারমশাই থমকে দাঁড়ালেন, 'কেন, তাদের অনুরোধ করেছিলে বুঝি ?'

আবারও মারটিন এত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলো যে হাসবে না কাঁদবে তাই বুঝতেই পারলো না। তারপর ঘাড় নেড়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে, তার ফর্দটা মাস্টারমশায়ের হাতে তুলে দিলো।

হের ক্রয়ৎসকাম দরজা খুলে ক্লাসে ঢুকলেন মারটিনকে সামনে ঠেলতে-ঠেলতে।

+

এদিকে মারটিন যতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলো, ক্লাসের মধ্যে কিন্তু ততক্ষণে একটা রোমহর্ষক ও রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘ'টে গিয়েছে।

কয়েকটা দিনের-ছাত্র, তাদের সর্দার গেয়র্গ কুনৎসেনডোর্ফ, উলিকে একটা বাজে কাগজের ঝুড়িতে পুরে, তাকে ম্যাপ টাঙাবার ছুটো হুক দিয়ে ওপরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। চারজন ছেলে আটকে রেখেছে মাটিয়াসকে, আর এখন উলি ঝুলে আছে, একেবারে কড়িকাঠের নিচে, ঝুড়ির মধ্যে দেখা যাচ্ছে তার মুখ তুর্কিমোরগের মতো লাল। মারটিন তো প্রায় ভির্মি খেলো।

হের ক্রয়ৎসকাম কিন্তু এই সাংঘাতিক ব্যাপার-শ্যাপার খেয়ালই করলেন না। শান্তভাবে তাঁর ডেস্কে বসলেন তিনি, আর সামনে থেকে মারটিনের রুমাল নিয়ে সেটা খুলে ছাইগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন।

'এ কী?' জিগেশ করলেন।

'আমাদের খাতাগুলোর অবশেষ', মারটিন ঘাবড়ে গিয়ে উত্তর দিলে।

'হুঁ', বললেন মাস্টারমশাই, 'চেনাই যাচ্ছে না। ও, হ্যাঁ, কালকে খাতাগুলোর দায়িত্ব কে নিয়েছিলো?'

তাঁর ছেলে, রুডি ক্রয়ৎসকাম, উঠে দাঁড়ালো।

'খাতাগুলো কি এর চেয়ে ভালোভাবে রক্ষা করতে পারোনি?'

'না, সার, দুঃখিত,' বললে রুডি, 'কুড়িজন ছেলে ফ্রিডোলিন আর আমার ওপর চড়াও হয়েছিলো। তবে ওগুলো পোড়াবার আগে, আমাকে একটা মাটির তলার ভাঁড়ারে বন্ধ ক'রে কাপড় টাঙাবার দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেছিলো।'

'কতক্ষণ ছিলে ওই মাটির তলার ভাঁড়ারে ?' বাবা তাকে জিগেশ করলেন।

'প্রায় চারটে অব্দি।'

'তোমার বাবা-মা কি কিছু খেয়ালই করেননি ?'

'না, সার,' বললে রুডি।

'আচ্ছা রকমের বাবা-মা তো,' মাস্টার মশায়ের গলায় কেমন একটা উত্যক্ত ভাব।

কয়েকটা ছেলে হেসে ফেললো। কোনো মাস্টারমশাই নিজের সমালোচনা করছেন, এটা শুনতে কেমন যেন মজার লাগলো।

'ছুপুরের খাবার সময় তাঁরা তোমার খোঁজ করেননি ?' জিগেশ করলেন তিনি।

'না, সার,' উত্তর দিলে রুডি, 'তাঁদের বলা হয়েছিলো যে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে নেমন্তন্ন আছে।'

'তোমার বাবাকে আমার নমস্কার জানিয়ো।' বললেন হের ক্রয়ৎসকাম, 'আর তাঁকে বোলো যে ভবিষ্যতে তিনি যেন দয়া ক'রে একটু ভালোভাবে তোমার দেখাশোনা করেন।'

এবার পুরো ক্লাসটাই হেসে উঠলো। কেবল উলি ছাড়া। আর অবশ্য মাস্টারমশাইও বাদ।

'আমি বাবাকে বলবো, সার।' রুডি ক্রয়ৎসকাম পালটা উত্তর দিলে, আর আবার সবাই হেসে ফেললো।

'খাশা অবস্থা তৈরি হয়েছে,' বললেন তার বাবা। 'মারটিনের ফর্দ আমার দরকার নেই। আমার নিজের নোটবইতেই সব নম্বর টোকা আছে। যাই হোক, ওটার সঙ্গে এই ফর্দটাকে মিলিয়ে দেখবো। আশাকরি কেউ নম্বর বাড়িয়ে ব'লে ঠকাতে চায়নি, তবে দেখা যাবে। আর আরেকটা কথা বলছি : আবার যদি এ-রকম কোনো ব্যাপার হয়, তাহ'লে এমন একটা শ্রুতিলিখন দেবো যে তোমাদের চুল সব শাদা হ'য়ে যাবে।'

যেন কেউ হুকুম করেছে, এমনি ভাবে সবাই ওপরে উলির দিকে তাকালো। ব্যাপারটা ক্রমেই শুড়শুড়ি দিতে শুরু করছে।

'বাজে কাগজের ঝুড়িটা কড়িকাঠের নিচে কী করছে?' মাস্টারমশাই জিগেশ করলেন। 'এই বয়সে এ-সব খুকু মার্কা বাঁদরামি তোমাদের শোভা পায় না।' কয়েকটি ছেলে ঝুড়িটা নামাবার জন্য লাফিয়ে উঠলো।

'না', মাস্টারমশাই ধারালোভাবে বললেন। 'থাক এখন। অনেক সময় আছে।' এটাও কি সম্ভব যে ভেতরে কী আছে তা তিনি খেয়ালও করেননি? 'শুরু করবার আগে,' তিনি বললেন, 'আমরা কালকের শ্রুতিলিখন থেকে কয়েকটা শব্দ নেড়েচেড়ে দেখবো। সেবাস্টিয়ান, "শীর্ষস্থ" বানান করো তো।'

বংশগতি সম্বন্ধে বইটা ডেস্কের নিচে লুকিয়ে রেখে, সেবাস্টিয়ান ফ্রাঙ্ক বানান করলো। বানানটা শুদ্ধই ছিলো।

মাস্টারমশাই ঘাড় নাড়লেন। 'উলি, "গ্রামোফোন" বানান করো।' তিনি বললেন।

আস্ত ক্লাসটা ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেলো।

মাস্টারমশাই কেমন ঘাবড়ে যাবার ভঙ্গিতে টেবিলে আঙুল দিয়ে তবলা বাজালেন। 'তাড়াতাড়ি বলো, সিম্মার্ন। শিগগিরি।'

তখন বাজে কাগজের ঝুড়ি থেকে এলো একটা কাঁপা-কাঁপা গলা। 'গ'য় র-ফলা, আকার ম'য়…' উলি আর এগুতে পারলো না। যেন ফুশমন্তরের জোরে মাস্টারমশায়ের চোখ-দুটো ওপর দিকে গেলো। তিনি উঠে দাঁড়ালেন। 'এই কামরাটা কবে থেকে মেলার ময়দানে পরিণত হয়েছে? তুমি ঐ দোলনৌকোটার প্রতিকল্পটার মধ্যে ব'সে করছোটা কী? তোমরা কি সবাই পাগল হ'য়ে গেছো? নেমে এসো এক্ষুনি।'

'পারছি না', বললে উলি।

'কে করেছে কাণ্ডটা?' মাস্টারমশাই জিগেশ করলেন। 'আচ্ছা

জানি, কেউ বলবে না। মাট্রিয়াস!'

মাট্‌ৎস উঠে দাঁড়ালো।

'ওদের থামাওনি কেন?'

'ওরা অনেক বেশি ছিলো যে।' ওপর থেকে উলির মন্তব্য।

'যখন কোনো অন্যায় করা হয়, তখন যারা বাধা দেয় না, তারাও দোষী, যারা করে তারা তো বটেই।' মাস্টারমশাই বললেন। 'তোমরা প্রত্যেকে এই বাক্যটা পরের ক্লাসের আগে পাঁচ বার ক'রে লিখবে।'

'পঞ্চাশ বার?' সেবাস্টিয়ান জ্যাঠামি করলে।

'না, পাঁচবার,' মাস্টারমশায়ের পালটা জবাব। 'একটা বাক্য পঞ্চাশ বার ক'রে যদি লেখো, তাহ'লে লেখা শেষ হবার আগেই ওটা নির্ঘাৎ ভুলে যাবে। শুধু সেবাস্টিয়ান ফ্রাঙ্ক ওটা পঞ্চাশ বার ক'রে লিখবে, বাকি সবাই পাঁচ বার ক'রে। বাক্যটা কী ছিলো, মারটিন?'

'যখন কোনো অন্যায় করা হয়,' বললে মারটিন, 'তখন যারা বাধা দেয় না তারাও দোষী, যারা করে তারা তো বটেই।'

'এটা যে কী নিদারুণ সত্য তা যদি তোমরা বুঝতে!' মাস্টারমশাই চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। 'ট্র্যাজেডির প্রথম অঙ্ক এখানেই শেষ হ'লো। এখন ছেলেটাকে নাগরদোলা থেকে নামিয়ে আনো।'

মাট্রিয়াস তোড়ে ছুটে গেলো, তার পেছন-পেছন আরো অনেকে। শেষ অব্দি উলি আবার পায়ের নিচে শক্ত জমি পেলে।

'আর এখন,' মাস্টারমশাই বললেন, 'আসছে ট্র্যাজেডির দ্বিতীয় অঙ্ক।' আর তিনি এমন একটা শ্রুতিলিখন দিলেন যে তাদের চুল সব খাড়া হ'য়ে গেলো। বিদেশী শব্দ আর জটিল সব অতিচিহ্ন—পাগল ক'রে দেবার জন্য যথেষ্ট। আধ-ঘণ্টা ধ'রে ফোর্থ ফর্মের ঘামে রক্ত ঝরলো, যদিও বাইরে পড়ছিলো বরফ আর তুষার। (ঐ শ্রুতি-লিখনের কথা ভেবে অনেক বছর পরেও তারা শিউরে উঠতো। ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর উঠেছিলো তিন)।

ঘামে ফুঁ দিলে মাট্রিয়াস। 'ফুঃ!' পাশের ছেলেটাকে ফিশফিশ

ক'রে বললে, 'সেকেণ্ডারি স্কুলের জীবগুলো যদি আবার আজকে রুডির ওপর চড়াও হয়, তাহ'লে দারুণ হবে।'

কিন্তু হের ক্রয়ৎসকাম খাতাগুলো নিজেই বাড়ি নিয়ে গেলেন। 'সাবধানের মার নেই।' তিনি বললেন, আর যেমন ভাবে ঢুকেছিলেন, ঠিক তেমনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, গম্ভীর আর আড়ষ্ট।

বিরতির সময় উলি পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়ালো। 'চুপ!' সে চ্যাঁচালো। কিন্তু কেউ কোনো পাত্তাই দিলে না। 'চুপ!' আবার সে চ্যাঁচালো, আর তার গলার আওয়াজ শোনালো গোঙানির মতো। শোরগোল ক'মে গেলো। উলির মুখটা ভূতের মতো ফ্যাকাশে। 'আমি তোদের জানাতে চাই,' তার গলার স্বর খুব নিচু, 'যে আমি আর এ-সব সহ্য করবো না। তোরা আমাকে পাগল ক'রে ছাড়বি। তোরা ভাবিস যে আমি ভিতু। আচ্ছা, দেখবি! আমি তোদের সবাইকে বিকেল তিনটের সময় ড্রিল-মাঠে আসতে নেমন্তন্ন করছি। তিনটের সময়। ভুলিসনে যেন!' তারপর সে নিজের ডেস্কে ফিরে গিয়ে ধপ ক'রে ব'সে পড়লো।

'এর মানে কী, বুড়ো,' মাট্টিয়াস জিগেশ করলে। জনি আর মারটিনও এসে জিগেশ করলে তার কী মৎলব।

সে কিন্তু শুধু মাথা নাড়লে, চোখে প্রায় শত্রুতারই দৃষ্টি। 'আমাকে জ্বালাসনে,' সে বললে, 'শিগগিরিই তো দেখতে পাবি।'

দুপুরের খাবার আগে, খাবার ঘরের প্রিফেক্ট এসে সবাইকে চিঠি দিয়ে গেলো। অনেকের মতো মাট্টিয়াসও গাড়িভাড়া সমেত একটা চিঠি পেলো। এর জন্যই ছেলেরা সবাই অপেক্ষা ক'রে ছিলো। মারটিনও তার মার কাছে থেকে চিঠি পেয়েছিলো। সেটা সে তক্ষুনি পকেটে পুরলো। যদিও অনেক দিন আছে স্কুলে, তবুও সে কখনও টেবিলের গণ্ডগোলে আর পাশের ছেলেদের কৌতূহলভরা চোখের মধ্যে বাড়ির চিঠি পড়তে শেখেনি। না, সে চাচ্ছিলো যে মহলার পরে, স্কুলের মাঠে কিংবা ফাঁকা মিউজিক-ঘরে গিয়ে, একা-একা

চিঠি পড়ে। হাত বুলিয়ে দেখলো যে বেশি ভারি না। বাইরে থেকে মনে হচ্ছে যে মা দশ মার্কের একটা নোট পাঠিয়েছেন। গাড়িভাড়া আট মার্ক, তাই বাকি তু-মার্ক দিয়ে বাড়ির লোকজনের জন্য কয়েকটা ছোট্ট উপহারও কিনতে পারবে। তার আঁকা ছবিটা মন্দ না। কিন্তু তার কেন যেন মনে হচ্ছিলো যে তুজন লোকের পক্ষে সেটা একটু কম হ'য়ে যাচ্ছে।

খাবার পরে, মাট্রিয়াস তার সব পাওনাদারদের ডেকে, খিদের চোটে তাকে যা টাকা ধার করতে হয়েছিলো, সব কড়ায়গণ্ডায় শোধ দিয়ে দিলে। তারপর চটপট চ'লে গেলো: রুটিওলা শেরফের সঙ্গে তাকে এক ঝলক দেখা করতে হবে। আজ তো সে বড়োলোক, তাই নাটকের সব অভিনেতাকেই এক টুকরো ক'রে কেক খাওয়াতে চাচ্ছিলো। নিজের জন্য তো একটা টুকরো থাকবেই। কারণ, সত্যি তো, সে নিজেও তো অভিনেতাদেরই একজন।

খাবার ঘরটা খালি হ'য়ে গিয়েছিলো। শুধু মারটিন আর জনি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। আর, আরো পেছনে, কামরাটার অন্য দিকে, ন্যায়াধীশ টেবিলে ব'সে চুরুট ধরাচ্ছেন। তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো তারা। বন্ধুভাবে মাথা নেড়ে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকালেন তিনি।

বললেন, 'খুব যে গম্ভীর দেখাচ্ছে তোমাদের। ব্যাপার কী?'

'আপনি যদি আমাদের সঙ্গে একটু আসতে পারেন,' মারটিন বিশদ করলে। 'আপনাকে একটা জিনিশ দেখাতেই হবে।

'ও,' তিনি বললেন, 'দেখাতেই হবে?'

তুজনে সজোরে মাথা নাড়লো। অগত্যা তিনি উঠে তাদের পেছন-পেছন খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারা যখন তাঁকে স্কুলের গেটের কাছে নিয়ে গেলো, তখনও তিনি কোনো দ্বিরুক্তি করলেন না।

'ওহো!' তিনি বললেন, 'এই বাইরে?' তারা আবার

নাড়লো। তাঁকে সঙ্গে ক'রে তারা চললো রাস্তা দিয়ে। রাস্তার ধারে একটা লোহার বেড়া স্কুলের মাঠকে ঘিরে রেখেছে। তিনি মহলার কথা জিগেশ করলেন। 'আমাদের ভূমিকাগুলো আমরা ভালো ক'রেই জানি,' বললে জনি ট্রট্ৎস। 'এমনকি মাট্টিয়াসও বোধহয় অভিনয়ের সময় সব ভুলভাল ক'রে ফ্যালফ্যাল ক'রে, তাকিয়ে থাকবে না। আগামী কাল দুপুরে, আমাদের শেষ মহলা হচ্ছে। সব সাজপোশাক আর পুরো দৃশ্যমঞ্চ শুদ্ধু।'

ন্যায়াধীশ তাদের সাজপোশাক পরা মহলায় আসতে পারবেন কিনা জিগেশ করলেন। ' নিশ্চয়ই পারবেন, তারা বললে, কিন্তু দেখেই বোঝা গেলো যে তেমন উৎসাহ নেই। তাই তিনি কথা দিলেন যে 'সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত' প্রথম অভিনয় অব্দি তিনি তাঁর কৌতূহল চেপে রাখবেন।

'কিন্তু আমাকে এখন কোন চুলোয় নিয়ে যাচ্ছো?' জিগেশ করলেন ডক্টর ব্যেক।

তারা শুধু মৃদু হাসলো। দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো যে তারা কোনো ব্যাপারে খুব উত্তেজিত, কিন্তু তারা কোনো উত্তর দিলো না।

হঠাৎ জনি জিগেশ করলে, 'আপনার বন্ধুর পেশা কী ছিলো — কাল রাত্তিরে যাঁর কথা আমাদের বলেছিলেন?'

'তিনি ডাক্তার ছিলেন,' বললেন ব্যেক, 'তাই বোধহয় তিনি ভেঙে পড়েছিলেন — কারণ নিজের বউ আর বাচ্চাকে বাঁচাতে পারেননি। ডাক্তার খুব ভালোই ছিলেন, কিন্তু নিছক দক্ষতা দিয়ে তো আর নিয়তিকে সবসময় ফাঁকি দেয়া যায় না।'

'পিয়ানো বাজাতে পারতেন?' জনি জিগেশ করলে।

ন্যায়াধীশ অবাক হ'য়ে তার দিকে তাকালেন। শেষে বললেন, 'খুবই সুন্দর বাজাতেন, কিন্তু হঠাৎ এ-কথা কেন?'

'ও, এমনি ভাবছিলুম', জনি এড়িয়ে গেলো, আর মারটিন অ্যালটমেন্টের ভেতরে ঢোকবার গেটটা খুললো।

'এর ভেতর দিয়ে ?' হাউসমাস্টার জিগেশ করলেন। তারা ঘাড় নেড়ে, তাঁকে কয়েক টুকরো বরফে-ঢাকা ছোটো জমির পাশ দিয়ে নিয়ে গেলো।

'কুড়ি বছর আগে এখানটায় সব জঙ্গল ছিলো,' বললেন ডক্টর ব্যেক। 'আর যখন বেরুতে চাইতুম, তখন বেড়া টপকে যেতুম।'

'আমরা এখনো তা-ই করি,' বললে মারটিন, আর সবাই হেসে ফেললো।

তারপরেই ছেলে দুটি হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো।

'বাঃ, এ যে দেখছি একটা সত্যিকার রেলগাড়ির কামরা,' ন্যায়াধীশ খুব আশ্চর্য হ'য়ে ব'লে উঠলেন, 'আর কে যেন সত্যি তাতে থাকেও।'

'হ্যাঁ', বললে জনি, 'যিনি ঐ রেলগাড়ির কামরায় থাকেন তিনি আমাদের বন্ধু। তাঁকে প্রায় আপনার মতোই পছন্দ করি আমরা। সেই জন্যই আপনাকে নিয়ে এসেছি, তাঁর সঙ্গে আলাপ করাতে।'

মারটিন বাগান পেরিয়ে, রেলগাড়ির কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে, তিনবার দরজায় খটখট করলো। দরজাটা খুলে গেলো আর ধূমপান নিষেধ বাইরে বেরিয়ে এলেন। মারটিনের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন তিনি তারপর গেটের দিকে তাকালেন, যেখানে জনি ট্রট্‌ৎস ডক্টর ব্যেকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে।

হঠাৎ ন্যায়াধীশ জোরে দম নিয়ে হুড়মুড় ক'রে গেটটা মোচড় দিয়ে খুলে, ধূমপান নিষেধ-এর দিকে ছুটে গেলেন। 'রোবের্ট!' তিনি ব'লে উঠলেন।

'য়োহান।' বললেন ধূমপান নিষেধ আর বন্ধুর দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

চুপি-চুপি পালিয়ে যেতে কোনো অসুবিধেই হ'লো না ছেলেদের, কারণ বরফের মধ্যে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন দু-জনে, এ-ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে।

'রোবের্ট, সত্যি তুই।' ব'লে উঠলেন ন্যায়াধীশ, তাহ'লে

অ্যাদ্দিন পর তোকে আবার ফিরে পেলুম।'

+

মারটিন আর জনি, বাগানের মধ্য দিয়ে, নিঃশব্দে, হালকা চালে ছুটে চললো, থামলো এসে স্কুলের মাঠের বেড়ার পাশে, হাঁপাতে-হাঁপাতে। কিছুই বলছে না তারা, কিন্তু বেড়া টপকে ভেতরে যাবার আগে এ-ওর হাত ধ'রে শুধু ঝাঁকালে একবার।

যেন পরস্পরকে নিঃশব্দে কোনো কথা দিচ্ছে। কোনো প্রতিশ্রুতি, কথা যাকে ফুটিয়ে তুলতে, প্রকাশ করতে, অক্ষম।

অষ্টম পরিচ্ছেদে

আছে মস্ত একটা কেক; 'উড়ো ক্লাসঘর'-এর পরবর্তী মহলা; উলি কেন হাতে ছাতা নিয়ে গেলো; ড্রিল-মাঠে আর স্কুলবাড়িতে ধুন্ধুমার হইচই; ডক্টর বোকের সান্ত্বনা-দেয়া কথা; আর ৩ নম্বর মিউজিক ঘর।

৮

'উড়ো ক্লাসঘর'-এর ঠিক শেষ মহলার আগের মহলাটা শুরু হ'লো খুব জোর কেক খাওয়া দিয়ে। খুব বদান্যতার সঙ্গেই কেনাকাটা করেছিলো মাটিয়াস, আর তার সজাগ তত্ত্বাবধানের চোটে কিছুই আর প'ড়ে ছিলো না।

উলি এলো দেরি ক'রে। সঙ্গে বগলদাবা করা এক ছাতা। 'ওটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন?' সেবাস্টিয়ান জিগেশ করলে। কিন্তু উলি কিছুই বললে না, আর তারাও আর জোর করলো না।

সেবাস্টিয়ানের মনে হ'লো যে সকালের পর থেকেই উলির মধ্যে কেমন একটা মস্ত বদল দেখা যাচ্ছে। শেষ অব্দি ঠিক করলে যে ওর অবস্থা যেন একটা ঘড়ির মতো; বড্ড বেশি দম দিয়ে ফেলেছে তারা, আর তাই ভেতরের কলকব্জায় গোল বেধেছে।

ছাতাটাকে একটা কোনায় রাখলো উলি। মাটিয়াসের অনেক অনুনয় সত্ত্বেও কিছুতেই এক টুকরোও কেক খেলো না। বললে, 'মহলা শুরু করবার সময় হ'য়ে গেছে।'

জনির বড়োদিনের নাটকের মহলা দিলে তারা তারপর, একেবারে গোড়া থেকে শেষ অব্দি, একবারও থমকে-টমকে না গিয়ে। নিজেদের

ওপর ভারি খুশি সবাই। 'দেখলি,' মাট্টিয়াস গর্বের সঙ্গে বললে, 'যতই বেশি খাই, ততই স্মরণশক্তি বাড়ে আমার।' তারপর তারা সাজ-পোশাক আর রঙ্গমঞ্চের সব দৃশ্য ও সরঞ্জাম নিয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে আলোচনা করলো। ঠিক ছিলো যে বিকেলবেলায় ফ্রিডোলিন নাপিতের দোকানে যাবে উলির সোনালি বিনুনিওলা' পরচুলাটার জন্য, আর পরদিন সকালে সেটাকে স্কুলে নিয়ে আসবে। তাই সাজ-পোশাকপরা মহলার জন্য সবাই তৈরি। এমনকি ক্রিসমাস-গাছটাকেও বিজলি বাতি দিয়ে আগাগোড়া সাজানো হয়েছে। তাদের হাউস-মাস্টার কয়েক পাউণ্ড তুলো দিয়ে ডালপালাগুলোকে ঢেকে দিয়েছিলেন।

'আশা করি কাল রাতে সব কিছু নির্বিঘ্নেই যাবে,' বললে জনি। 'সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে ভয় না-পাওয়া। আমাদের এমনভাবে অভিনয় করতে হবে যেন শুধু আমরাই কয়েকজনে ব্যায়ামঘরে আছি – মহলা করছি।'

'ভাবিসনে, সব ঠিক হবে,' বললে মারটিন, 'কিন্তু দৃশ্য সাজানোটা আমাদের আরেকটু শড়গড় করা উচিত। যদি কাল রাত্তিরে কিছু-একটা ধপাশ ক'রে প'ড়ে যায়, ধর গোটা উত্তর মেরুটাই বা আস্ত পিরামিডটা, তাহ'লে আমরা মুখ খোলার আগেই দর্শকরা হেসে লুটোপুটি খাবে। তখন আর নাটকটা করার কোনো মানেই থাকবে না।' জনিরও মারটিনের কথায় সায় ছিলো, তাই তারা কার্ডবোর্ডের বড়ো টুকরোগুলো কোনা থেকে ধরাধরি ক'রে এনে, বারগুলোর সামনে, ঠিক ক'রে সাজালো। উড়োজাহাজটাকে এ-দিকে ও-দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া অভ্যেস করলো, তারপর, যাতে তারা যখন কার্ড-বোর্ডের পেছনে লুকিয়ে বারগুলোকে ঠেলবে, তখন দর্শকরা তাদের না-দেখতে পায়।

'দৃশ্য বদলাতে হবে বিদ্যুতের মতো ঝটপট,' বললে মারটিন। 'মঞ্চটাকে এক মিনিটের মধ্যে সাজিয়ে ফেলতে হবে।' দৃশ্যপট আর

বারগুলো আবার কোনায় ঠেলে রাখলো তারা, তারপর আরেকবার ধরাধরি ক'রে এনে সাজালো। ঘামতে-ঘামতে কাজ করছে তারা, যেন অভিনয়ের কাজে হাত পাকিয়েই সবাই বুড়ো হ'য়ে গেছে।

উলি যে কখন চুপি-চুপি ব্যায়াম-ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে, তা কেউ খেয়াল করেনি। তার ভয় ছিলো যে বন্ধুরা তার মৎলবটায় বাধা দেবে তাই সে কোনো ঝুঁকিই নিতে চাচ্ছিলো না।

পঞ্চাশেরও বেশি ছেলে বরফে ঢাকা স্কেটিং রিংকে অধীরভাবে অপেক্ষা করছিলো। সবাই নিচু ক্লাসের বাচ্চা ছেলে। বড়ো ছেলেদের কেউ কিছু বলেনি, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলো যে এমন একটা কিছু ঘটতে চলেছে যেটা অসাধারণ আর নিষিদ্ধ, একসঙ্গে ছুটোই। কোটের পকেটে হাত পুরে দাঁড়িয়ে ছিলো তারা, কী দেখবে সে-সম্বন্ধে জল্পনা করছিলো। 'হয়তো আসবেই না আদৌ,' একজন বললে।

আর ঠিক তখনই উলির আবির্ভাব হ'লো। কোনো কথা না-ব'লে সে সবার পাশ কাটিয়ে ড্রিল-মাঠের এক কিনারে চলে গেলো; সেখানে কয়েকটা লোহার খুঁটি, বেয়ে ওঠবার জন্য দাঁড় করানো। 'ছাতাটা আবার কেন? তা দিয়ে করবেটা কী?' কে যেন জিগেশ করলে। 'শ্‌ শ্‌ শ!' অন্যরা শাসালো।

খুঁটির একদিকে ছিলো একটা লম্বা মই, সে-রকম প্রায় সব স্কুলেই পাওয়া যায়। উলি সেই বরফ ঠাণ্ডা ধাপগুলো বেয়ে উঠলো। সবচেয়ে উঁচু সিঁড়ির ঠিক আগেরটায় পৌঁছে উলি থামলো, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে, নিচে ছেলেদের ভিড়ের দিকে তাকালে। একটু যেন দুলে উঠলো শরীরটা, যেন তার মাথা ঘুরছে। 'আমি যা করতে চাচ্ছি তা এই,' চেঁচিয়ে ঘোষণা করলে সে, 'আমি ছাতা খুলে, সেটাকে প্যারাসুট হিশেবে ব্যবহার ক'রে, এখান থেকে লাফ দেবো। সবাই তফাৎ যাও না-হ'লে একেবারে তোমাদের ঘাড়ে-মাথায় এসে পড়বো।'

কোনো-কোনো ছেলের ধারণা হ'লো উলি নিশ্চয়ই একেবারে

বন্ধ পাগল হ'য়ে গেছে। কিন্তু বেশির ভাগ ছেলেই নিঃশব্দে পেছনে স'রে দাঁড়ালো। উলি যে রোমাঞ্চকর দৃশ্য ওদের দেখাবে ব'লে কথা দিয়েছে, তার জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

+

ব্যায়াম-ঘরে উলির চার বন্ধু দৃশ্যপট আর বারগুলোকে শেষবারের মতো কোনায় ঠেলে রেখেছিলো। হের ক্রয়ৎসকামের বিরুদ্ধে ঘ্যানঘ্যান ক'রে নালিশ করছিলো সেবাস্টিয়ান, কারণ তাকে কিনা তিনি সেই বাক্যটা 'যখন অন্যায় করা হয়......' পঞ্চাশবার লিখতে দিয়েছিলেন। 'ছুটির একদিন আগে কেউ এ-রকম সাজা দেয়!' তার গলায় প্রচণ্ড অসন্তোষ। 'লোকটার শরীরে দয়া-মায়া ব'লে কোনো বস্তু নেই।'

'তোরও তো নেই,' জনি বললে।

ঠিক সেই সময় মাটিয়াস ঘুরে, জিজ্ঞাসু চোখে তাকালে। জিগেশ করলে 'খুদে উলিটা আবার কোথায় গেলো? এখানে তো নেই।'

ঘড়ির দিকে তাকালে জনি। 'ঠিক তিনটে বাজে।' সে বললে। 'উলি তিনটের সময় কী একটা যেন করবে ব'লে বলেছিলো, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মারটিন বললে, 'ড্রিল-মাঠে। কী করবে মনে হয় রে?'

ব্যায়াম-ঘর থেকে বেরিয়ে সবাই ছুটে গেলো ড্রিল-মাঠের দিকে। মোড় ঘুরতেই থমকে দাঁড়াতে হলো তাদের, যেন তাদের পা মাটিতে শেকড় গেড়ে বসেছে। ফাঁকা জায়গাটা ছেলেতে ভর্তি আর সবাই লম্বা মইয়ের মাথার দিকে তাকিয়ে আছে। সেখানে উলি টালমাটাল-ভাবে দাঁড়িয়ে; কোনো রকমে টাল শামলে আছে সে, আর মাথার ওপর ধ'রে আছে একটা খোলা ছাতা।

'ওরে ব্বাস্!' মারটিন নিঃশ্বাস রোধ ক'রে বললে। 'ও যে লাফিয়ে পড়বে।' ব'লেই সে বরফ কঠিন ড্রিল-মাঠের ওপর দিয়ে তীর-বেগে ছুটে গেলো, পেছনে-পেছনে অন্য সবাই। তুষারের নিচের বরফটা

খুব পেছল হ'য়ে আছে। জনি তো পা হড়কেই প'ড়ে গেলো।

'উলি!' মাটিয়াস চিৎকার করলে, 'থাম!'

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই লাফিয়ে পড়লো উলি। ছাতার কাপড়টা উলটে গেলো, আর সে তুষারে ঢাকা বরফের চাদরের ওপর আছড়ে পড়লো। ভারি আওয়াজ হ'লো একটা, আর তারপর সে প'ড়ে রইলো নিশ্চল।
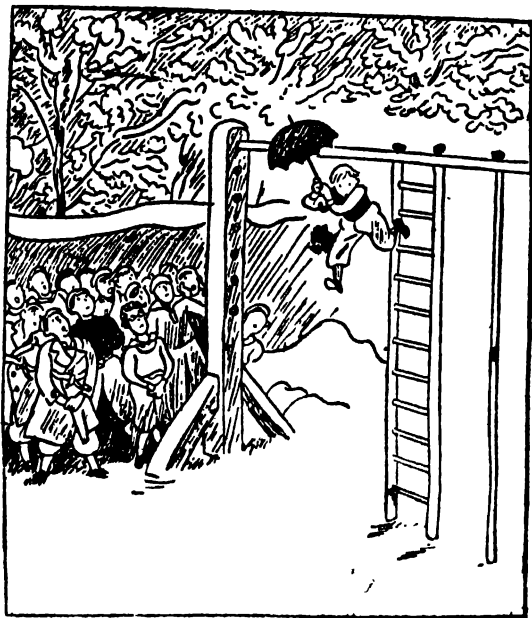
শঙ্কায় চেঁচাতে-চেঁচাতে ভিড়টা ভেঙে গেলো, আর এক মুহূর্তের মধ্যেচার বন্ধু উলির পাশে গিয়ে উপস্থিত। অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছে বেচারি, বরফের মধ্যে, মুখটা মড়ার মতো শাদা। মাটিয়াস তার পাশে হাঁটু গেড়ে ব'সে তার মাথায় হাত বোলালো।

স্কুলবাড়ির মধ্যে দৌড়ে ছুটে গেলো জনি, নার্সকে ডেকে আনতে। মারটিন বেড়া টপকে ধূমপান নিষেধ-কে খবর দিতে গেলো। তিনি তো আসলে ডাক্তার, তাঁর সাহায্য চাই এক্ষুনি। তাছাড়া ন্যায়াধীশ-ও এখনও তাঁর সঙ্গেই আছেন।

মাট্টিয়াস মাথা নাড়লো। 'বেচারা বুড়ো,' অচৈতন্য উলিকে বললে সে, 'আর সবাই কিনা সব সময় বলতো যে তুই রাম ভিতু।' তারপর ভবিষ্যতের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ঠিক বাচ্চাদের মতোই হাউ-হাউ ক'রে কাঁদলো। চোখের জলের বড়ো-বড়ো ফোঁটাগুলো প্রায় সবই বরফে প'ড়ে মিলিয়ে গেলো, কিন্তু কয়েকটা উলির শাদা-ফ্যাকাশে মুখের ওপর প'ড়ে জ্বলজ্বল করতে লাগলো।

+

মাট্টিয়াস, মারটিন, জনি আর সেবাস্টিয়ান চুপচাপ স্কুলের হাসপাতাল-ঘরের লাগোয়া প্রতীক্ষালয়ের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদের ভেতরে যাওয়া মানা। তারা এখনো জানে না যে উলির কী রকম কী জখম হয়েছে। ধূমপান নিষেধ আর ন্যায়াধীশ পাশের ঘরটায় ছিলেন। তাদের সঙ্গে নার্স আর হের গ্রুঙ্কের্ন। স্কুলের ডাক্তার, বুড়ো ডাক্তার হার্টভিনও সেখানে ছিলেন।

'খুব একটা সাংঘাতিক-কিছু হবে না, মাট্‌ৎস,' শেষটায় মারটিন বললে।

'না, না, ভাবার কিছু নেই,' জনি বললো।

'আমি ওর নাড়ি টিপে দেখেছিলুম – একেবারে স্বাভাবিক ছিলো,' বললে সেবাস্টিয়ান। এই তৃতীয়বার এই কথাটাই সে বললে। 'আমি ঠিক জানি যে ওর ডান পা টাই শুধু ভেঙেছে।'

তারপর তারা আবার চুপ ক'রে গেলো। একদৃষ্টে জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলো বাইরের শাদা মাঠের দিকে। কিন্তু চোখগুলো কিছুই দেখছিলো না, কারণ নানা রকম মন খারাপ করা সব ভাবনা-চিন্তা তাদের দৃষ্টিকে ঘোলাটে ক'রে দিয়েছিলো। মনে হ'লো যেন অনন্ত-কাল ধ'রে এই অপেক্ষাটা চলেছে।

তারপর দরজাটা আস্তে-আস্তে খুলে গেলো। ন্যায়াধীশ বেরিয়ে এসে, চটপট তাদের দিকে এগিয়ে এলেন। 'খুব সাংঘাতিক কিছু হয়নি,' তিনি বললেন, 'ডান পা-টার এমনি সাধারণ একটা ফ্র্যাকচার

হয়েছে আর বুকে কয়েকটা আঁচড় লেগেছে। মাথার মধ্যেটায় জখম হবার কোনো চিহ্নই নেই। কাজেই মন খারাপ ক'রে থেকো না'।

ছেলেরা এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। মাটৃৎস জানলার কাঁচে মুখ গুঁজলো। তার কাঁধ ন'ড়ে-ন'ড়ে উঠছিলো। ন্যায়াধীশ-কে দেখে মনে হ'লো যে তাঁর ইচ্ছে এই তাগড়াই ছেলেটার মাথায় হাত বোলান, কিন্তু নিজের ওপর অতটা বিশ্বাস নেই। 'এক মাসে ও একদম ঠাণ্ডা হ'য়ে উঠবে।' বললেন ডক্টর ব্যোক। 'আর এখন ওর বাবা-মাকে ফোন ক'রে খবর দিতে হবে যে ও বড়োদিনের ছুটিতে বাড়ি যাবে না।'

চ'লে যাবার আগে তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে জিগেশ করলেন, 'বলতে পারো এই অদ্ভুত হাঁদার মতো খেয়ালটা কী ক'রে ওর মাথায় ঢুকলো —মই থেকে ছাতা নিয়ে লাফিয়ে পড়া?'

'ওরা সবাই ওকে সবসময় খ্যাপাতো।' মাট্টিয়াস হেঁচকি তুলতে লাগলো। 'ওরা বলতো যে ও ভিতু।' রুমাল বার ক'রে নাক ঝাড়লো ও। 'আর গতকাল, উজবুকের মতো, আমি ওকে বলেছিলুম যে এমন একটা-কিছু করো যা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে।'

'তা তাকটা না-হয় সে সত্যি লাগিয়েছে,' বললেন ন্যায়াধীশ। 'কাজেই এবার তোমরা নিজেদের শামলে নাও। সারা জীবন ধ'রে লোকে ভিতু বলবে এই ভয়ে-ভয়ে থাকার চেয়ে একটা পা ভাঙা যে ঢের ভালো, এটা ভুলে যেয়ো না। হয়তো এই প্যারাস্যুট নিয়ে নামাটা সেরকম বোকামি হয়নি, গোড়ায় যতটা মনে হচ্ছিলো।' তারপর তিনি তাড়াহুড়ো ক'রে বারান্দায় বেরিয়ে গেলেন, উলির বাবা-মাকে ফোন করতে।

ছেলেগুলো অপেক্ষা করলো যতক্ষণ না ধূমপান নিষেধ বাইরে এসে মাথার দিব্যি গেলে ব'লে দিয়ে গেলেন যে এক মাসের মধ্যেই উলি একেবারে চাঙা হ'য়ে উঠবে। মাট্টিয়াস গেলো সবচেয়ে শেষে। জিগেশ করলে যে উলির সঙ্গে দেখা করতে পারবে কিনা কিন্তু ধূমপান

নিষেধ বললেন যে এখন তা একেবারেই অসম্ভব। কাল সকালের আগে কারু সঙ্গে উলির দেখা করা মানা। তাই মাট্টিয়াস অন্য ছেলেদের পেছন-পেছন নিজের পড়ার ঘরে চ'লে গেল।

+

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে মারটিন অনুভব করলে তার পকেটে মায়ের চিঠিটা কড়কড় করছে।

ঢুকে পড়লো ৩ নম্বর মিউজিক ঘরে। সেখানে, জানলার গোবরাটে চ'ড়ে, খামটা খুললো সে। প্রথমেই দেখলো কতগুলো ডাকটিকিট। তাড়াতাড়ি বার ক'রে সেগুলো গুনলো। কুড়িটা কুড়ি ফেনিগের টিকিট। তার মানে মাত্র পাঁচ মার্ক।

তার বুকের ধুকধুকি বুঝি থেমেই গেলো। তারপর চিঠিটা বার ক'রে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো। খামের ভেতরে হাত দিয়ে দেখলো, তারপর মেঝের দিকে তাকালো কিন্তু তাতে টিকিটের দাম কিন্তু মোটেও বেড়ে গেলো না। তাদের দাম সেই পাঁচ মার্কই থেকে গেলো।

মারটিনের মনে হ'লো তার হাঁটুর জোড়া খুলে যাচ্ছে। কী-রকম কাঁপতে শুরু ক'রে দিলে সে। চিঠিটার দিকে তাকিয়ে পড়লো নিচের এই বয়ান :

আমার লক্ষ্মী সোনা ছেলে,

এই চিঠিটা লিখতে খুব খারাপ লাগছে। কী ক'রে শুরু করবো জানি না। বাবা মারটিন, এবার আমি কিছুতেই তোমার গাড়িভাড়ার আট মার্ক পাঠাতে পারলুম না। কিছুতেই অত মার্ক আমরা জোগাড় করতে পারছি না, আর তুমি তো জানো যে বাবার রোজগার একেবারেই বন্ধ। যখনই ভাবছি যে বড়োদিনের সময় তোমাকে স্কুলে থাকতে হবে, তখনই আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। মাথা তোলপাড় করেছি আমি। তোমার এমামাসির

কাছে গিয়েও মাথা খুঁড়েছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। বাবা তাঁর এক সহকর্মীর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু সে একটা ফেনিগও দিতে পারলো না।

- কোনো উপায় নেই, বাবা। এবার তোমাকে স্কুলে থাকতেই হবে আর ঈস্টারের আগে আমাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। যখন ও-কথা চিন্তা করি —কিন্তু করবো না, তাতে কোনো লাভ হবে না।

না, আমরা সাহসে বুক বেঁধে মাথা উঁচু রাখবো, তাই না? কুড়িয়ে-কাড়িয়ে শেষ অব্দি পাঁচ মার্কই জোগাড় করতে পেরেছি। দরজি রোবাস্ট্রোর কাছ থেকে ধার করেছি, নতুন বছরের আগের সন্ধ্যা অব্দি, তারপর ওকে শোধ দিয়ে দিতে হবে।

কোনো রেস্তোরাঁয় এক কাপ চকোলেট আর একটু কেক কিনে খেয়ো, মারটিন। আর সবসময় ঘরকুনো হ'য়ে ব'সে থেকো না। বুঝেছো? হয়তো কেউ-কেউ বরফের ওপর টবোগান চালিয়ে ছুটবে; তাহ'লে কথা দাও যে তুমি যাবে।

কালকের ডাকে একটা পার্সেল পাবে। সব উপহারগুলো তার মধ্যে আছে, যেগুলো তুমি বাড়িতে ক্রিসমাস-গাছের নিচে পেতে। হয়তো এ-বছর আমাদের গাছও থাকবে না। তুমি না-থাকলে গাছ দিয়ে আমাদের হবেটা কী?

বেশি কিছু পাঠাতে পারলুম না, কিন্তু তুমি তো জানোই আজকাল আমাদের টাকা-পয়সার কী টানাটানি। খুব কষ্ট হচ্ছে কিন্তু উপায় নেই। লক্ষ্মীটি, আমরা সবাই এই বড়োদিনে খুব সাহস করে থাকবো, একটুও কাঁদবো না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আর তোমাকেও আমায় কথা দিতে হবে।

অনেক আদর রইলো।

ইতি

তোমার মা।

বাবা অনেক ভালোবাসা পাঠিয়েছেন। বলেছেন যে তোমাকে সাহসী ছেলে হ'য়ে থাকতে হবে। কিন্তু আমি জানি যে তুমি এমনিতেই সাহসী হবে। আমি টাকাটা ডাকটিকিটে পাঠাচ্ছি। পোস্ট-আপিশে বদলে নিয়ো।

মারটিন টালের হাঁ ক'রে চিঠির দিকে তাকিয়ে রইলো। লাইন-ভর্তি লেখা তার চোখের সামনে কাঁপছে। মা কেঁদেছিলেন। চিঠি

দেখেই সে বুঝতে পারছে। কালিটা অনেক জায়গায় লেপটে গিয়েছে। জানলার খিলটা আঁকড়ে ধ'রে, ছেলেটি ডিসেম্বরের ধূসর রঙের আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিশফিশ ক'রে ব'লে উঠলো, 'মা! মাগো!'

আর তারপর তাকে কাঁদতেই হ'লো, যদিও তাকে বারণ ক'রে দেয়া হয়েছে।

নবম পরিচ্ছেদে

আছে ভয় সম্বন্ধে সেবাস্টিয়ানের গভীর চিন্তা-ভাবনা ; বিকল্প অভিনেতার নির্বাচন ; হাসপাতালের ঘরে একটি গোপন সাক্ষাৎকার ; 'অস্থিমজ্জা' নামক শুঁড়িখানা আর গরমাগরম রাতের খাবার ; ডাকপিয়নের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎ, আর মারটিনের চিঠি —মাকে লেখা।

৯

উলির প্যারাস্যুট লম্ফের ঘটনা নিয়ে সব পড়ার ঘরে আলোচনা হচ্ছিলো। আর সবাই একমত: খুদে সিম্মার্ন সত্যি দারুণ ছেলে, সত্যিকার খেলোয়াড়। তার ভেতরে যে এমন ডাকাবুকো কাজ করার তেজ আছে, তা কেউ ভাবতেই পারেনি।

শুধু সেবাস্টিয়ানই এহেন সাধারণ মতামত মানলো না। ঠাণ্ডা-ভাবে বললে; 'এর মধ্যে তেজের কোনো ব্যাপারই নেই। ঐ মইয়ের ওপর থেকে লাফাবার পর উলির সাহস যে বেড়ে গেছে, তা মোটেই নয়। নিরুপায় আর মরিয়া হ'য়েই তাকে ও-রকম করতে হয়েছিলো।'

'মরিয়ার সাহস,' ফিফ্‌থ ফর্মের একটা ছেলে শুধরে দিলে। 'আর তাতেই সবকিছু বদ্‌লে যায়। অনেক ভিতুই আছে যারা মই থেকে লাফিয়ে পড়বার কথাই ভাববে না, যতই কেননা মরিয়া বোধ করুক।'

সেবাস্টিয়ান প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লে। বললে, 'সেটা সত্যি কিন্তু তাদের সঙ্গে উলির তফাতটা মোটেই সাহসের নয়।'

'তফাতটা তাহ'লে কী, শুনি ?'

'শুধু এই যে নিজেকে নিয়ে লজ্জা পাবার ক্ষমতাটা উলির অন্যদের চেয়ে বেশি। উলি হচ্ছে শাদাশিধে সরল ছেলে, আর তার সাহসের অভাব অন্যদের চেয়ে তার নিজের ওপরেই বেশি গভীর ছাপ ফেলেছিলো।' সেবাস্টিয়ান কিছুক্ষণ ভেবে আবার বললে, 'এখন যা বলছি তা তোমাদের ব্যাপার নয়। কিন্তু তোমরা কি কেউ কখনো নিজেদের জিগেশ করেছো যে আমার সাহস আছে কিনা ? তোমাদের কি কখনো মনে হয়েছে যে আমিও ভিতু ? তোমাদের নজরে পড়েনি, তবু নিজেদের মধ্যে বলছি যে আমি কিন্তু দারুণ ভিতু, নির্ঝঞ্ঝাটেই থাকতে চাই। কিন্তু আমার খানিকটা কাণ্ডজ্ঞান আছে, তাই অন্যদের তা বুঝতে দিই না। আমার ভীরুতা আমাকে খুব-একটা জ্বালায় না। আমার তাতে কোনো লজ্জা নেই, কারণ, জানো, আমার যৎকিঞ্চিৎ বোধগম্যি আছে। আমি জানি যে যার যার নিজের ধরনে সকলেরই কোনো-না-কোনো দোষ আছে, আর তাই সবচেয়ে বড়ো জিনিশ হচ্ছে কাউকে সেগুলো কিছুতেই বুঝতে না-দেয়া।'

বলাই বাহুল্য সে কী বলতে চাচ্ছে তা সবাই বুঝলো না। বেশির ভাগের মাথার ওপর দিয়েই এই জ্ঞানটা ভেসে চ'লে গেলো, বিশেষত ছোটো ছেলেদের।

'আমার মনে হয় যে লজ্জা পাওয়াই অনেক ভালো,' ফিফ্‌থ ফর্মের ছেলেটা বললে।

'আমারও তাই মনে হয়,' সেবাস্টিয়ানের গলা খুব নিচু। আজকে হঠাৎ তার মুখে অদ্ভুতভাবে কথার তুবড়ি ফুটছে। সম্ভবত উলির এই দুর্ঘটনার জন্যই। বেশির ভাগ সময়ই, তার কথাবার্তা হুলবেঁধানো, কাটা-কাটা আর ব্যঙ্গে ভরা। সত্যিকার কোনো বন্ধু তার নেই, আর সবাই সাধারণত ভাবতো যে বন্ধু সে মোটেই চায় না। কিন্তু এখন কেন যেন তাদের মনে হ'লো যে তার নিঃসঙ্গতা তাকে যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছে। সুখী ছেলে সে কোনোমতেই নয়। 'কিন্তু যাই হোক',

তার গলা হঠাৎ আবার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো, 'তোরা কেউ আমাকে ভিতু ভেবে, আমার সঙ্গে পেজোমি বা পোঁয়াজি করতে আসিস না। তাই যদি করিস, তাহ'লে নিজের মান রাখতে আমাকে ঘা-কতক বসিয়ে দিতেই হবে। অন্তত অতটা সাহস আমার এখনো আছে।'

সেবাস্টিয়ান ছেলেটা এ-রকমই। এক মিনিট আগে তার কথা ভেবে অন্যদের প্রায় কষ্টই হচ্ছিলো, আর এখন কিনা সে তাদের মুখের ওপর ঘুষি পাকাচ্ছে।

'চুপ!' পড়ার ঘরের প্রিফেক্ট ব'লে উঠলো। একটু ঝিমিয়ে নিয়ে সে এখন উঠে পড়েছে।

আর সেবাস্টিয়ান পঞ্চাশবার লিখলো সেই বাক্যটা, যেটার আরম্ভ এ-রকম : **'যখন অন্যায় করা হয়…'**

পরে সে জনির পড়ার ঘরে গিয়ে হাজির। 'কালকের নাটকে উলির ভূমিকায় কে অভিনয় করবে?' সে জিগেশ করলে।

জনি যেন ধপ ক'রে মাটিতে আছাড় খেলো। এটা তার মাথাতেই ঢোকেনি যে 'উড়ো ক্লাসঘর'-এর অভিনয়টা উলির দুর্ঘটনার জন্য বিপন্ন হ'তে পারে।

'এমনিতে খুব-একটা বড়ো ভূমিকা নয়,' বললে সেবাস্টিয়ান, 'আমাদের শুধু এমন একজনকে খুঁজে বার করতে হবে কাল দুপুরের আগেই যে ভূমিকাটা রপ্ত ক'রে ফেলতে পারে। আর বেচারার চেহারাটাও মেয়ে সাজবার মতো হওয়া চাই।'

শেষ অব্দি স্ট্যোকার নামে থার্ড ফর্মের একটি ছেলের কথা তাদের মগজে খেলে গেলো। কিন্তু তাকে কিছু বলবার আগে, ওরা ৯ নম্বর কমন-রুমে গেলো, মারটিনের সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করতে।

৯-নম্বর ঘরটি যেন শোকে মুহ্যমান। মাট্রিয়াস ন্যায়াধীশ এর কাছে গিয়ে জিগেশ করেছিলো যে ও বড়োদিনের ছুটিতে স্কুলে থাকতে পারে কিনা। নাহ'লে উলি তো একেবারে একা হ'য়ে যাবে।

কিন্তু ন্যায়াধীশ এক কথায় প্রস্তাবটা নাকচ ক'রে দিলেন। বললেন, মাটিয়াসকে খুশিমনেই বাড়িতে মা-বাবার কাছে যেতে হবে। তাঁরা তো তাকে দেখাবার জন্য আগ্রহে অপেক্ষা ক'রে আছেন। জনি তো স্কুলেই থাকবে আর উলির বাবা-মা ফোনে বলেছেন যে তাঁরাও বড়োদিনের আগের দিন বিকেলে কির্‌খবের্গে এসে' কিছু দিন থেকে যাবেন। তাই এখন মাটিয়াস গোমড়া-মুখে সামনের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে। তাকে যে বড়োদিনের ছুটিতে বাড়ি যেতে হবে এতে তার ভীষণ রাগ।

কয়েকটা ডেস্ক পরে মারটিন ব'সে আছে। ভারি মন-মরাভাবে। স্কুলে থাকতে হবে ভেবেই তার এই ম্রিয়মান দশা। গত এক ঘণ্টা ধ'রে নিজেকে সে বোঝাচ্ছিলো যে উলি আর জনিও তো স্কুলে থাকবে। কিন্তু কেন যেন সেটা মোটেই এক ব্যাপার ব'লে ঠেকছিলো না। কাপ্তেনের দিদির বাড়িতে জনি কী আর করবার খুঁজে পাবে? নিজের বাবা যদি বখাটে হয় আর, তার ওপর, থাকে আমেরিকায়, তাহ'লে স্কুলে থাকতে আর কষ্ট কী? আর উলির বাবা-মা তো তার সঙ্গে দেখা করতেই আসছেন। সেটা তবুও একটা সান্ত্বনা। তাছাড়া, তুমি যদি পা ভেঙে ফ্যালো, তাহ'লে একটু কষ্ট তো তোমাকে সইতেই হবে।

কিন্তু, মারটিন ভাবলে, আমি তো পুরোপুরি সুস্থ। আমি তো হাঁটুভাঙা দ হ'য়ে প'ড়ে নেই। অথচ আমাকে এখানে থাকতে হচ্ছে। বাবা-মাকে আমি খুব ভালোবাসি, আর তারাও আমাকে স্নেহ করেন, কিন্তু তবুও আমরা বড়োদিনের আগের সন্ধ্যাটা একসঙ্গে কাটাতে পারছি না। আর কেন পারছি না? কারণ আমাদের কোনো টাকা নেই। আর আমাদের টাকা নেই কেন? আমার বাবা কি অন্য লোকের চেয়ে বোকা? না। আমি কি অন্য ছেলেদের চেয়ে কম খাটি? না। আমরা কি বদ লোক? না। তাহ'লে কেন? এরকম অন্যায় অবিচারে প'ড়ে অনেক লোকেই কষ্ট পাচ্ছে। আমি জানি যে অনেক সৎ মানুষ এই হাল পুরোপুরি বদ্‌লে ফেলতে চান।

কিন্তু পরশুই তো বড়োদিনের আগের সন্ধ্যা, আর তার আগে অন্তত তাঁরা কিছু বদলাতে পারবেন না।

এমনকি, মারটিন এ-কথাও ভাবলে যে হেঁটেই বাড়ির দিকে পাড়ি দেবে কিনা। খুব তাড়াতাড়ি হ'লেও তিন দিন লাগবে, এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যে, বড়োদিনের পরের দিনের আগে কিছুতেই পৌঁছুতে পারবে না। আর মাত্র পাঁচ মার্ক দিয়ে কি রাস্তায় খাওয়া-দাওয়ার সুরাহা হ'তে পারবে? তারপর, ছুটির পরে, যখন তাকে স্কুলে ফিরে আসতে হবে তখন তার বাবা-মা তো গাড়িভাড়া দিতে পারবেন না।

না, এ সম্ভব না। ঘুরে-ফিরে সেই একই মীমাংসায় ফিরে এলো সে—স্কুলে তাকে থাকতেই হবে···

জনি আর সেবাস্টিয়ান ভেতরে এসে তাকে জিগেশ করলে, যে তার কি মনে হয় খুদে স্ট্যাকার উলির ভূমিকাটার অভিনয় চালিয়ে নিতে পারবে? কিন্তু কোনো কথাই যেন ওর কানে গেলো না। জনি তার ঘাড় ধ'রে ঝাঁকিয়ে তার বিষণ্ণ চিন্তাভাবনা থেকে তাকে জাগিয়ে তুললো। তারপর সেবাস্টিয়ান আবার তাকে একই কথা জিগেশ করলে।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' মারটিন উদাসীনভাবে বললে। বাস্, আর কিছুই না।

আশ্চর্য হ'য়ে ছেলে-দুটি তার দিকে তাকালো। 'কী হয়েছে রে?' সেবাস্টিয়ান জিগেশ করলে। 'উলির দুর্ঘটনার কথা ভাবছিস? অত ভাবিসনে। এর চেয়ে অনেক খারাপ হ'তে পারতো।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই.' বললে মারটিন।

জনি ঝুঁকে, ফিশফিশ ক'রে জিগেশ করলে, 'এই, কোনো গণ্ডগোল হয়েছে নাকি? শরীর খারাপ? না অন্য কিছু?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' মারটিন উত্তর দিলে। মনে হ'লো যে ঐ দুটি শব্দ ছাড়া আর কিছুই সে উচ্চারণ করতে পারছে না। ডেস্কের ডালা খুলে সে চিঠি লেখার কাগজ বের করলে।

তখন তারা দুজনে চ'লে গেলো।

ঢাকাবারান্দায় দাঁড়িয়ে জনি ট্রট্‌ৎস উদ্বিগ্নভাবে জিগেশ করলে, 'ওর কী হয়েছে রে ?'

'কী জানি,' বললে সেবাস্টিয়ান, 'হয়তো মাথা ধরেছে।'

তারপর তারা খুদে স্ট্যোকারের সঙ্গে দেখা করতে গেলো। শুনেই তো সে সোৎসাহে লাফিয়ে উঠেছিলো প্রথমে। কিন্তু যেই বুঝলো যে তাকে মেয়েদের পোশাক আর বিনুনি-ওলা পরচুলা পরতে হবে, অমনি তার উৎসাহে স্পষ্টতই ভাঁটা পড়লো। কিন্তু তারা বললে যে এখন এ-ভাবে সবাইকে সে পথে বসাতে পারে না। 'উড়ো ক্লাসঘর'-এর পাণ্ডুলিপিটা তার হাতে গুঁজে দিলে জনি আর সেবাস্টিয়ান কঠিন গলায় বললে, 'কাল দুপুরের মধ্যেই তোকে ভূমিকাটা রপ্ত ক'রে ফেলতে হবে।'

শুনে খুদে স্ট্যোকার ধপ ক'রে ব'সে পড়লো।

শেষ অব্দি আর সহ্য করতে পারলো না মাট্রিয়াস। একটা বাহানা ক'রে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। সুশ্রী টেওডর ছিলো তার পড়ার ঘরের প্রিফেক্ট—ডক্টর ব্যেকের গতকালকার বলা গল্পটার প্রভাব এখনো তার ওপর যথেষ্ট, তাই সে যেন একেবারে প্রশ্রয়ের প্রতিমূর্তি। হাসপাতাল-ঘরের সামনের ঢাকাবারান্দায় গিয়ে মাট্রিয়াস একটা থামের পেছনে লুকিয়ে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো।

কপাল ভালো তার। কিছুক্ষণ পরেই নার্স বাইরে এসে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, কী একটা কাজে যেন রান্নাঘরে গেলেন। মাট্রিয়াস চুপি-চুপি চারদিকে তাকালো।

এক লহমা পরেই তাকে দেখা গেলো উলির বিছানার পাশে। ছোটো ছেলেটা ঘুমিয়ে আছে। ঘরটায় কেমন একটা ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। মাট্রিয়াসের মনে হলো যে তার হৃৎপিণ্ড একেবারে গলায় উঠে এসে ধকধক করছে। খুবই বিচলিতভাবে সে তার ছোট্ট বন্ধুর ফ্যাকাশে

মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ চোখ খুললো উলি, আর তার মুখে ছোট্ট একটা ক্লান্ত হাসি ফুটে উঠলো।

মাট্টিয়াস শুধু মাথা নাড়লো। তার মনে হ'লো তার গলা যেন বুজে যাচ্ছে।

'বেশি লাগেনি,' বললে উলি, 'সত্যি বলছি। আর পরশুদিন আমার বাবা-মা আসছেন।'

মাট্টিয়াস আবার মাথা নাড়লে। তারপর বললে 'আমি ছুটির সময়টা এখানে থাকতে চেয়েছিলুম। কিন্তু ন্যায়াধীশ কিছুতেই রাজি হলেন না।'

'ধন্যবাদ, 'উলি ফিশফিশ ক'রে বললে। 'কিন্তু তোকে বাড়ি যেতেই হবে, মাট্‌ৎস। আর যখন ফিরে আসবি তখন আমি প্রায় সেরে উঠবো।'

'তা বটে,' মাট্টিয়াস বললে, 'সত্যি বল, তোর এখন ব্যথা নেই তো?'

'দুর্দান্ত,' বললে উলি, 'অন্য সব ছেলেরা কী ব'লে?'

'তারা তো একেবারে কুপোকাৎ,' মাট্টিয়াস প্রতিবেদন দিলে, 'আর তাদের মতে তুই দারুণ ছেলে।'

'দেখেছিস,' উলি ফিশফিশ ক'রে বললে, তুই ঠিকই বলেছিলি মাট্‌ৎস, ডরপোকভাবটাকেও সারিয়ে ফেলা যায়।'

'কিন্তু, উলি, আমি ঠিক ও-রকম কিছু বোঝাতে চাইনি।' মাট্‌ৎস বললে। 'আরো খারাপ অবস্থা হ'তে পারতো তোর। নিজেকে আমার ভিতু ব'লে মনে হয় না, কিন্তু আমাকে লক্ষ মার্ক দিলেও আমি ঐ মইটা থেকে লাফাতে রাজি হতুম না।'

গর্বে আর আনন্দে উলির মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। 'না?'

'ককখনো না,' বললে মাট্টিয়াস, 'তার চেয়ে লোকে আমাকে হাজারবার ভিতু বলুক, তাও সই।'

জগৎ আর নিজের ওপরে উলি ভারি তুষ্ট – গায়ে যদিও দারুণ ব্যথা আর কয়েক হপ্তা বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে। 'টেবিলে চকোলেট আছে,' সে বললে, 'গ্রুক্কের্ণ নিজেই পাঠিয়েছেন, নিয়েনে।'

'না,' বললে মাট্টিয়াস, 'আমার খিদে নেই।'

উলি প্রায় হেসে ফেললে। কিন্তু বুকের ব্যথাটা বড্ড বেশি, 'খিদে নেই?' শুধোলো সে, 'কিন্তু, মাট্‌ৎস, তোকে চকোলেটটা খেতেই হবে। যদি না-খাস, তাহ'লে আমি উত্তেজিত হ'য়ে উঠবো, আর ধুমপান নিষেধ ব'লে গেছেন যে কোনোমতেই আমাকে যেন উত্তেজিত করা না হয়।'

মাট্টিয়াস তক্ষুণি চকোলেটটা নিয়ে নিলে। যতক্ষণ-না সে মুখে কয়েকটা টুকরো পুরেছে. উলি কঠোরভাবে তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। তারপর সে খুশি হ'য়ে হাসলো.।

ঠিক তক্ষুনি কামরার দরজাটা খুলে গেলো আর নার্স ভেতরে এলেন। 'বেরিয়ে যা এক্ষুনি,' ব'কে উঠলেন তিনি। 'নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছি না। ধুমশো ছেলে, ঐ বাচ্চাটার চকোলেট নিয়ে খাচ্ছে।'

লজ্জায় মাট্টিয়াস তো লালে লাল। 'আমাকে জোর ক'রে দিয়েছে।' তখনো তার মুখ ভর্তি।

'বেরো!' তিনি আবার বললেন।

ছেলে-দুটি এ-ওর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো। 'তাড়াতাড়ি ভালো হ'য়ে ওঠ, উলি।' বললে মাট্টিয়াস, তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

+

সান্ধ্যপ্রার্থনার পর ন্যায়াধীশ জড়ো-হওয়া ছাত্রদের উদ্দেশে একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন। বললেন, 'ছোট্ট উলি যে-পরীক্ষাটা চালাতেই হবে ব'লে ভেবেছিলো, তা কেবল সামান্য একটা দুর্ঘটনাতেই শেষ হ'লো, কোনো সর্বনাশ যে ঘটায়নি, তার জন্যই আমরা আন্তরিক–

ভাবে কৃতজ্ঞ। এর চেয়ে ঢের খারাপ হ'তে পারতো। যাতে এটার পুনরাবৃত্তি না-হয়, তাই তোমাদের অনুনয় করছি যে তোমরা দয়া ক'রে লক্ষ রেখো যে এ-রকম সাহস যেন আবার হালফ্যাশন হ'য়ে না-ওঠে। দয়া ক'রে তোমরা সবাই সাহস, কিংবা তার অভাবকে, যথাসম্ভব চেপেচুপেই অভ্যাস কোরো। স্কুলের সম্মানকে নিজেদের সম্মানের মতোই আমাদের রক্ষা করা উচিত, কিন্তু পা-ভাঙাটাঙা হচ্ছে এমন নজির যে আমার সেটাকে, হাউসমাস্টার হিশেবে, জোরালোভাবেই নামঞ্জুর ক'রে দিতে হবে। কোনো পরিস্থিতিতেই এ-সব বাহাদুর কা খেল্ এ আমার ওপর ছাপ পড়ে না। এখন এসো, এবার ব্যাপারটাকে আমরা ভুলে যাই। আমি আজ সন্ধ্যায় একটু বাইরে বেরোচ্ছি। হেন্‌কেল আমার জায়গায় তোমাদের দেখাশোনা করবে। বাঁদরামি কোরো না কিন্তু। মনে রেখো যে আজ রাত্তিরে যদি কোনো গণ্ড-গোল করো, তাহ'লে পরে আর আমার পক্ষে বেরোনো সম্ভব হবে না। আর তোমরা নিশ্চয় মাঝে-মধ্যে আমার বাইরে সন্ধ্যা কাটানোতে আপত্তি করবে না। শুভরাত্রি।'

'শুভরাত্রি, সার,' তারা সমস্বরে চ্যাঁচালো।

ডক্টর য়োহান ব্যেক শহরে গেলেন। বেশ খানিকটা যেতে হ'লো তাঁকে, কারণ 'অস্থিমজ্জা' নামের শুঁড়িখানাটা একেবারে শহরতলিতে। ধূমপান নিষেধ বলেছিলেন যে তিনি সেখানেই পিয়ানো বাজান।

দরজায় লেখা ছিলো: 'নাচ। মদ্যপানীয়'। ন্যায়াধীশ ভেতরে গেলেন। খুব একটা কুলীন জায়গা নয়। খদ্দেররাও নানা রকমে মেশানো। ধূমপান নিষেধ একটা বেসুরো পিয়ানোতে ব'সে একটার পর একটা নাচের সুর বাজিয়ে চললেন।

ব্যেক একটা ছোট্ট টেবিলে ব'সে, এক গেলাশ বিয়ারের ফরমাশ দিয়ে, একটা চুরুট ধরালেন। ধূমপান নিষেধ তাঁকে ভেতরে আসতে দেখে তাঁর দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়েছিলেন। যতক্ষণ তাঁর বন্ধু পিয়ানোটাকে ঝমঝম ক'রে পেটাচ্ছিলেন, ন্যায়াধীশ চারদিকে মনোযোগ

দিয়ে তাকাচ্ছিলেন। কেমন যেন অদ্ভুত জায়গাটা। পুরুষেরা মাথায় টুপি রেখে নাচে। আর তাতেই বৈশিষ্ট্যতাটা বোঝা যায়।

আধ-ঘণ্টাটাক পরে, ধূমপান নিষেধ ব্যেকের টেবিলে এসে বসলেন। 'এখন বিরতি', প্রফুল্লভাবে হেসে বললেন তিনি। বেয়ারা এসে তাঁকে একটা মাংসের ভিয়েনা স্টেক, আলুভাজা, আর ছোট্ট এক গেলাস বিয়ার দিয়ে গেলো। 'আমার গরমাগরম খাবার।' ধূমপান নিষেধ সোৎসাহে তাঁর খাবারকে আক্রমণ করলেন।

'কিছু মনে করিসনে, রোবের্ট, কিন্তু এটা তোর জায়গা নয়।' বললেন ন্যায়াধীশ। 'মধ্যবিত্ত ভদ্রতাকে আরেকবার সুযোগ দিয়ে দেখলে হয় না ?' আর যেহেতু তাঁর বন্ধু কোনো উত্তর দিলেন না, তাই ব্যেক যোগ করলেন, 'অন্তত আমাকে খুশি করার জন্য।'

ধূমপান নিষেধ ঘাড় নাড়লেন। 'কেন করবো য়োহান ?' তাঁর জিজ্ঞাসা। 'আমার ঐ কিম্ভূত-কিমাকার হাস্যকর রেলগাড়ি নিয়েই আমি বেশ সন্তুষ্ট। আগামী বসন্তে আবার ফুল ফুটবে। টাকাকড়ি আমার তেমন লাগে না! তুই ভাবছিস যে এই কয়েক বছর খামকা নষ্ট হয়েছে আমার, কিন্তু পড়ার আর চিন্তা করার জন্য এত অবসর আমি জীবনে কখনো পাইনি। যে-দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে আমি গিয়েছিলুম তার নিজস্ব এক ধরনের অর্থ ছিলো। নিশ্চয়ই আমার মতো আরো অদ্ভুত মানুষ জগতে আছে। ডাক্তার হওয়া উচিত হয়নি আমার—বরং মালিগিরি করলে ভালো হ'তো। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে তার জন্য এখন বড্ড বেশি দেরি হ'য়ে গেছে। আর এখানে, এই রুচিহীন, হৈচৈ-এ ভরা শুঁড়িখানায় ব'সে, আমার এমন চমৎকার একলা লাগে যে মনে হয় যেন কোথাও কোনো জঙ্গলে ব'সে আছি।'

শোন, রোবের্ট, 'ন্যায়াধীশ' বললেন, 'আমাদের স্কুলের ডাক্তার, হার্ টভিগের, বয়স হয়েছে। তাঁর পশারও খুব। আমার মনে হয় না যে তোকে তাঁর জায়গায় বহাল করার জন্য সুপারিশ করতে তাঁর কোনো দ্বিধা হবে। এখানে পিয়ানো বাজিয়ে যত পাস, তত মাইনে

তো পাবিই। আর তুই তোর রেলগাড়িতেই থাকতে পারবি। কী? কী মনে হয় তোর? হার্‌টভিগের সঙ্গে কথা ব'লে দেখবো?'

'তোর যদি ভালো লাগে, মন খুশি থাকে, তাহ'লে কর জিগেশ,' ধূমপান নিষেধ উত্তর দিলেন। 'কিন্তু এটা ভাবিসনে, বুড়ো, যে আবার মাথাধরার ওষুধের ব্যবস্থাপত্র লিখলে আমার সুখ এখানকার চেয়ে হুট ক'রে বেড়ে যাবে। আর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, ও-সব রূপকথা আমার কাছে ফাঁদিসনে। আমি যে-রকমভাবে বেঁচে আছি, জগতে তেমন লোকের সংখ্যা বড্ডই কম। বলছি না যে সবাই গিয়ে আজে-বাজে শুঁড়িখানায় পিয়ানো বাজাক। কিন্তু জরুরি বিষয়-টিষয় নিয়ে ভাববার মতো আরো যদি লোক থাকতো! পয়সা, নামডাক, পদমর্যাদা—এ-সব তো ছেলেভোলানো খেলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সত্যিকার বয়স্ক লোকের কাছে এ-সব যথেষ্ট নয়। ঠিক বলেছি, বুড়ো?' একটু থেমে বললেন, 'অবশ্য তোর ছেলেদের দেখাশোনা করা আর তাদের স্বাস্থ্যের তদারক করা, সেটা খারাপ চাকরি হবে না। কারু অসুখ করলে, আমার তো শুধু বেড়া টপকে আসতে হবে। আর বাগান করা, বই পড়া, তাও আমি চালিয়ে যেতে পারবো। বেশ, বুড়ো, হাতুড়েটার সঙ্গে কথা ব'লে ছাখ। আর তিনি যদি মাথা নাড়েন, তাহ'লে এই প্রাগৈতিহাসিক পিয়ানো-টাকেই পেটাতে থাকবো। যাই হোক, মারটিন আর জনি, মাট্টিয়াস, উলি আর সেবাস্টিয়ান যদ্দিন-না প্রবেশিকা দেয়, তদ্দিন আমি আমার জমি ছেড়ে যাবো না।'

'আর আমিও আমার মিনার ছাড়বো না' ন্যায়াধীশ বললেন, 'ওরা চমৎকার ছেলে।'

তারপর দুজনেই এ-ওর শুভকামনা ক'রে বিয়ার খেলেন।

'খুদে উলি যেন শিগগিরি ভালো হ'য়ে ওঠে,' ধূমপান নিষেধ ব'লে উঠলেন। আবার তাঁরা ঠঙ ক'রে গেলাস ঠোকালেন। তারপর সেকেণ্ডারি স্কুলের বিরুদ্ধে রগরগে অভিযানটা সম্বন্ধে যে যা জানেন,

তা পরস্পরকে খুলে বললেন।

ন্যায়াধীশ্ তাঁর বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। 'বাঁদরগুলো আমাদের হুজনকেই বোধহয় পছন্দ করে।'

ধূমপান নিষেধ পরিতৃপ্তভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন। জিগেশ করলেন, 'তার কারণও কি যথেষ্ট নেই ?'

তারপর তাঁকে পিয়ানোর কাছে ফিরে যেতে হ'লো। বহু ভদ্রলোক আর মহিলারা নাচ শুরু করার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

+

যখন শহর দিয়ে হেঁটে স্কুলের দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন তাঁরা, তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। ছেলেবেলার অনেক গল্পই মনে জেগে উঠছিলো। কত দিন আগে ও-সব হয়েছিলো। কত দিন। আর এই সেই জায়গা, এখানেই সব কিছু হয়েছে। এখন যে-সব রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, সেই একই রাস্তায়। আর অন্যদের কী হ'লো ? সেই যারা বিশ বছর আগে তাঁদের সঙ্গে একই বেঞ্চিতে বসেছিলো, তারা কোথায় ? কী করছে ? কয়েকজনের কথা তাঁরা জানেন, কিন্তু অন্যরা ? তাদের কী হ'লো ? মাথার ওপরে অনেক তারা জ্বলজ্বল করছে—সেগুলো তো একই, মোটেই বদলায়নি।

নর্ড-স্ট্রাস্‌সের মোড়ের ডাকবাক্সটা খুলে ডাকপিয়ন চিঠিগুলো বার করছিলো।

'কতবার ছুটে এসেছি এই ডাকবাক্সে।' বললেন 'ন্যায়াধীশ'।

'হপ্তায় দু-বার তো বটেই,' 'ধূমপান নিষেধ' বললেন, তাঁর গলা ভাবুকের। 'তার কম লিখলে মা ভাবতেন আমার নির্ঘাৎ কোনো সর্বনাশ হয়েছে।'

যে-ডাকবাক্সটা খালি করছিলো ডাকপিয়ন, তার মধ্যে ছিলো হের্ ম্‌সডোর্ফের বাসিন্দা, হের আর ফ্রাউ টালেরকে লেখা একটা চিঠি। খামের পেছনে প্রেরকের নাম-ঠিকানা—মারটিন টালের, য়োহান সিগিসমুণ্ড স্কুল, কির্‌খবের্গ।

'ডাকবাক্সটা একই,' বললেন ন্যায়াধীশ, 'তবে ডাকপিয়নটি বদলে গিয়েছে।'

এক্ষুণি যে-চিঠিটার কথা উল্লেখ করেছি, তার বয়ান এই রকম :

শ্রীচরণেষু মা।

তোমার চিঠি প'ড়ে গোড়ায় আমার খুবই কষ্ট হয়েছিলো, কিন্তু যেহেতু কোনোভাবেই অবস্থাটা বদলাবার উপায় নেই, তাই একেই মেনে নিতে হবে বৈকি। একটুও কাঁদিনি আমি, এক ফোঁটাও না। আর তোমাকে আর বাবাকে কথা দিচ্ছি যে আমি কাঁদবো না। শেরফের কাছ থেকে চকোলেট আর কেক কিনে খাবো। মাট্টিয়াস বলেছে যে ওখানে দাম শস্তা। আর তোমরা যদি খুশি হও তাহ'লে টবোগান চ'ড়েও বেরোবো। আমাকে বিশ্বাস কোরো! আর টাকাটার জন্য অনেক, অনেক ধন্যবাদ। বড়োদিনের আগের দিন বিকেলে ডাকঘরে গিয়ে, ডাকটিকিটগুলো বদলে আনবো।

এটাই প্রথম বড়োদিন যেটা আমরা একসঙ্গে কাটাবো না, তাই খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু তোমরা তো আমাকে চেনো। যদি একবার ঠিক করি যে মন-মরা হবো না, তাহ'লেই কাজ হবে। আমি তো পুরুষ মানুষ, বাচ্চা নই। কালকের পার্সেলের জন্য আমি খুব আগ্রহ ক'রে অপেক্ষা ক'রে আছি। আমার ডেস্কে কয়েকটা সবুজ ডালপালা রাখবো, আর কিছু মোমবাতি। জনিও ছুটিতে এখানে থাকছে। জানোই তো কেন। আর উলির ডান পা ভেঙে গেছে, তাই ওর অবস্থা আরো খারাপ। জনি বলে যে একবার মন শক্ত করলে অতটা কষ্ট হয় না। দেখা যাক।

মা, মাগো, তুমি তো জানো যে বড়োদিনে তোমাকে আর বাবাকে কোনো উপহার পাঠাতে পারবো না। হয়তো আগামী বছর, ফার্স্ট ফর্মের একটা নতুন ছেলেকে পড়াতে পারবো, তাহ'লেই বেশ বড়োলোক হ'য়ে উঠবো। তখন খুব মজা হবে, তাই না?

কিন্তু তোমাদের জন্য একটা ছবি এঁকেছি। নাম হচ্ছে "দশ বছর পরে"। দেখলে বুঝতে পারবে তার মানে কী। ছবিতে আছে যে আমি তোমাদের আল্পস পাহাড়ের ওপর দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। এই চিঠিতেই ওটা পাঠাচ্ছি কিন্তু দু-বার ভাঁজ করতে হয়েছে, না-হ'লে খামের মধ্যে ঢুকতো না।

আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। এর চেয়ে ভালো করতে পারেনি, যদিও দু-হপ্তা ধ'রে ওটা নিয়ে খেটেছি। আর এখন, মা, আমাকে শেষ করতে হবে, কারণ খাবার ঘণ্টা প'ড়ে গেছে। খাবার পর, ছুটে গিয়ে, ডাকবাক্সে ফেলে আসবো।

বড়োদিনে তোমাদের সঙ্গে থাকতে পারবো না ব'লে আমাকে ভুলে যেয়ো যেন। আর দুঃখ কোরো না। আমার মন ভালোই আছে আর ভবিষ্যতেও থাকবে। আমি টবোগান ক'রে ছুটিতে যাবো আর তোমাদের কথা ভাববো। খুব মজা হবে। তুমি আর বাবা আমার প্রণাম নিয়ো।

ইতি,

তোমাদের ছেলে,

মারটিন।'

ডাকবাক্সটা খালি করার সময় ডাকপিয়ন মোটেই বুঝলো না যে তার ঝোলায় কতগুলো দীর্ঘশ্বাস পড়েছিলো। ডক্টর বোেক আর ধূমপান নিষেধ-ও তা জানতে পারলেন না।

দশম পরিচ্ছেদে

আছে ছুটির দিনের আগের দিন। কিরৎবেগের ভেতর দিয়ে ধীরে ভ্রমণ আর কতগুলো সাক্ষাৎকার; মাট্টিয়াসের জন্য আরেক টুকরো চকোলেট; ব্যায়াম-ঘরে বড়োদিনের ভোজ-সভা; অপ্রত্যাশিত একজন দর্শক; কী উপহার তিনি পেলেন আর কী বললেন, আর মারটিনের বিছানার পাশে এক মুহূর্ত।

১০

পরের দিন স্কুলের শেষ দিন। ডিসেম্বরের তেইশ তারিখে কোনো স্কুলের মাস্টারই আশা করতে পারেন না, যে তাঁর ছাত্ররা বিজলি কী ক'রে তৈরি হয়, ক্রিয়াপদ, চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের অঙ্ক কিংবা মহাত্মা ফ্রেডেরিক সম্বন্ধে কোনো উৎসাহ বা কৌতূহল দেখাবে। পৃথিবীর কোনো স্কুলের মাস্টারই এটা দাবি করতে পারেন না।

আর কেউ করেনও না। য়োহান সিগিসমুণ্ড স্কুলের অবস্থাটাও তথৈবচ। যারা হস্টেলে থাকে তারা তো এর মধ্যেই তোরঙ্গ গোছাতে শুরু ক'রে দিয়েছে। আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে আছে ব্যায়াম-ঘরে বড়োদিনের ভোজের জন্য, পরদিন সকালের রেলযাত্রার জন্য, বাবা-মা, ভাই-বোনকে কী উপহার দেবে, আর বাড়িতে নিজেরা কী উপহার পাবে, তারও জন্য।

তারা তো খুশিতে প্রায় ডিগবাজি খাচ্ছে। সবকিছুতেই ভারি খুশি। নিজেদের শক্তভাবে শামলে রেখেছে তারা, নাহ'লে হয়তো ক্লাসের মাঝখানেই বেঞ্চে উঠে নাচ জুড়ে দিতো।

মাস্টারমশাইদেরও ছাত্রদের ক্ষ্যাপা ব্যবহার সহ্য করতে হতো।

গল্প প'ড়ে শোনাতে হচ্ছে তাদের, নাহ'লে যদি পারতেন, বানিয়ে-বানিয়ে নিজেদের গল্পই ব'লে বসতেন।

ফোর্থ ফর্মের শেষ ক্লাস ছিলো ভূগোল, ডক্টর ব্যেকের সঙ্গে। তিনি একটা গল্পের বই এনেছিলেন, তাতে বিশ্বসাহিত্যের কত চমৎকার গল্প। ছেলেরা পালা ক'রে এইসব ছোটো-ছোটো অথচ উদ্দেশ্যময় গল্পগুলো জোরে-জোরে প'ড়ে শোনালো। প্রায় সব গল্পই জন্তুদের কথা বলে, কিন্তু আসলে বোঝায় মানুষকেই।

যাদের পড়তে ডাকা হয়েছিলো, তাদের মধ্যে একজন ছিলো মারটিন। সে তোৎলালো, কয়েকটা শব্দ ভুলভাল উচ্চারণ করলো। না-জেনেই বাদ দিয়ে গেলো দু-লাইন। মনে হ'লো, সে যেন সত্য, একেবারে কালকেই, পড়তে শিখেছে। কয়েকজন ছেলে তো হেসেই ফেললো। জনি উদ্বিগ্ন হ'য়ে মারটিনের দিকে তাকালো।

'চমৎকার পড়া হয়েছে,' বললেন ন্যায়াধীশ, 'তুমি নিশ্চয় এর মধ্যেই হের্‌ম্‌ডোর্ফে ক্রিসমাস-গাছের কাছে পৌঁছে গেছো। অত তাড়াহুড়ো কীসের? বাড়ি পৌঁছতে তো বেশি দেরি নেই।'

মারটিন মাথা নিচু ক'রে নিজেকে ফিশফিশ ক'রে বললে, 'কান্না একেবারে নিষেধ! কান্না একেবারে নিষেধ! কান্না একেবারে নিষেধ! গত রাত্রে সে জেগে জেগে বার-বার বিড়বিড় ক'রে এই কথাটা জপ করেছে। কম ক'রেও একশো-বার।

ন্যায়াধীশ পাশের ছেলেটাকে বইটা দিলেন, কিন্তু ক্লাসের বাকি সময়টায় তিনি বার-বার ফর্মের সর্দার-পোড়োর দিকে তাকাতে লাগলেন। তাঁকে ভারি আশ্চর্য দেখাচ্ছিলো।

মারটিন ব'সে রইলো তার ডেস্কে। মাথা তুলতে সাহস পেলো না।

+

মা চিঠিতে যে পার্সেলের কথা বলেছিলেন, দুপুরবেলা সেটা ডাকপিয়ন নিয়ে এলো। পার্সেলে ছিলো বড়োদিন উপলক্ষে তার জন্য সব

উপহার। মারটিন সেটা খুললো না। বগলদাবা ক'রে সেটাকে আলমারি ঘরে নিয়ে গেলো। সেই না আলমারি খুলে পার্সেলটা ঢুকিয়েছে অমনি মাট্রিয়াস এসে হাজির। একটা মস্ত তোরঙ্গ হিঁচড়ে-টেনে আনছিলো সে, জিনিস-পত্তর গোছাবে।

'কীরে, আজকে একটা পার্সেল পেয়েছিস ?' সে জিগেশ করলে। 'কোত্থেকে ?'

'বাড়ি থেকে,' মারটিন উত্তর দিলে।

'কিন্তু আজকে তোকে পার্সেল পাঠালো কেন ? কালকেই তো বাড়ি পোঁছে যাবি।'

'আমাকে কয়েকটা সাফ জামাকাপড় পাঠিয়ে দিয়েছেন মা,' মিথ্যে কথা বললে মারটিন, 'যাতে জানুয়ারিতে আমার গাদা-গুচ্ছের জিনিশ টেনে নিয়ে আসতে না-হয়।'

'দারুণ ফন্দি তো,' মাট্রিয়াস তারিফ করলে। 'আমি জিনিশ-পত্তর গোছাচ্ছি। তুই তো জানিস যে আমি এখানেই থাকতে চাই। কিন্তু ন্যায়াধীশ কিছুতেই দেবেন না। তাঁর মতে আমার ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে, বাড়ির ক্রিসমাস-গাছের কাছে গিয়ে, মা-বাবাকে খুশি করা উচিত। বেশ, তাই সই। বড়োদিনে বাড়িতেও যথেষ্ট হৈ-হুল্লোড় হয়। তোর বাড়িতেও নিশ্চয়ই একই ব্যাপার ?'

'হ্যাঁ,' বললে মারটিন, 'তা তো বটেই।'

মাট্রিয়াস কিছুতেই তাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

'কখন যাচ্ছিস ? দুপুরের গাড়িতে ?'

'না।'

'পাঁচটা বারোরটায় ?'

'হ্যাঁ, পাঁচটা বারোতেই।'

'দুপুরের গাড়িতে আসছিস না কেন ?' মাট্রিয়াস বললে। 'কম ক'রেও জনা-পঞ্চাশ ছেলে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। একটা আস্ত কামরা নিয়ে আমরা বেশ হুল্লোড় করবো। দারুণ হবে। আসবি তো ?'

মারটিনের আর সহ্য হ'লো না। ধুম ক'রে আলমারির দরজা বন্ধ ক'রে দিলো সে। 'না,' চীৎকার ক'রে, সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

মাটিয়াস মাথা নাড়লো। 'নিশ্চয় ওকে কোনো বাঁদর কামড়ে দিয়েছে।' সে বললে।

দুপুরবেলা প্রায় সব ছেলেরাই শহরে চ'লে গেলো, কেউ-কেউ শেষ মুহূর্তের কিছু কেনা-কাটা করবার জন্য আর কেউ-কেউ খেলনার দোকানের জানলাগুলো দেখবার জন্য। বরফ পড়েছিলো তার আগে, আর আবহাওয়াটা হুলফোটানো ঠাণ্ডা। রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ক্রিসমাস-গাছের বিক্রেতারা তাদের অবশিষ্ট ফার আর পাইন-গাছগুলো বিক্রি ক'রে ঝাড়া হাত-পা হবার চেষ্টা করছিলো। জলের মতো দাম হাঁকছিলো সবাই।

মারটিন ডাকঘরে গিয়ে একজন কর্মচারীকে তার টিকিটগুলো বদ্‌লে টাকা দেবার জন্য অনুরোধ করলে। ভাল্লুকের মতো গরগর ক'রে উঠলেন ভদ্রলোক, কিন্তু শেষ অব্দি দুটো দু-মার্কের আর একটা এক মার্কের পয়সা বার ক'রে দিলেন। ছেলেটি তাঁকে ভদ্রভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে পয়সাগুলো পকেটস্থ করলো। তারপর কিছুক্ষণ খামকাই উদ্দেশ্যহীন ভাবে রাস্তায় ঘুরে-ঘুরে কাটালে।

ভিলহেল্‌ম-প্লাট্‌ৎসে তার দেখা হ'লো সেকেণ্ডারি স্কুলের প্রাক্তন নেতা, এগেরলাণ্ডের সঙ্গে। দুজনেই মাথা নেড়ে পরস্পরকে সম্ভাষণ করলে, ঠিক যেন দুই বিরোধী সেনাপতি, যুদ্ধের পরে রিভিয়েরায় দেখা হয়েছে। তাদের মধ্যে আপোশ-মীমাংসা অসম্ভব, কিন্তু দুজনেই দুজনকে রেয়াৎ করে।

কায়জার স্ট্রাস্‌সে দেখা হ'লো সেবাস্টিয়ান ফ্রাঙ্কের সঙ্গে। একটু অপ্রতিভ দেখালো সেবাস্টিয়ানকে। হাতে কয়েকটা ছোট্টো মোড়ক দেখিয়ে বললে, 'কী আর করবো? জানিস তো, রীতিটিতি মেনে চলাতেই

হয়। তুইও কি কেনাকাটা করছিস ?'

'না,' মারটিন উত্তর দিলে।

'সবসময় শেষ মুহূর্ত অব্দি অপেক্ষা করি,' সেবাস্টিয়ান যেন কোনো গোপন কথা ফাঁস ক'রে ফেলছে। 'প্রত্যেক বছর ভাবি যে আর ও-সব করবো না। একেবারে আদ্যিকেলে প্রথা, সেই সনাতন, তাই না ? কিন্তু শেষ অব্দি, শেষ মুহূর্তে, প্রত্যেক বারই তাড়াহুড়ো ক'রে কিনে-টিনে ফেলি। যাই হোক, অন্য লোককে উপহার দিতে আমার বেশ ভালোই লাগে। তোর কী মনে হয় ?'

'হ্যাঁ,' মারটিন বললে, 'আমার তো এটাকে একটা সুন্দর প্রথা বলেই মনে হয়।' তারপর নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো, কারণ আরেকটা কথা বললেই ও ভ্যাঁ ক'রে কেঁদে দিতো। মনে-মনে বললে, 'কান্না একেবারে নিষেধ,' তাই সেবাস্টিয়ানের দিকে মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলো। দৌড়েই পালালো প্রায়। যেখানে খুশি, তবে এই বড়োদিনের আবহাওয়ার বাইরে। নর্ড-স্ট্রাস্‌সের মোড়ে থেমে ও রুটিওলা শেরফের জানলার দিকে তাকালো।

কাল দুপুরে তাকে ওখানে গিয়ে চকোলেট আর কেক খেতে হবে। জঘন্য লাগবে তার। কিন্তু মা তাকে যেতে অনুরোধ করেছেন, আর সেও তো কথা দিয়ে বসেছে।

+

হায় ভগবান ! সে ভাবলে, একবারও না-কেঁদে দু-হপ্তা কী ক'রে টিকে থাকবো।

তারপর সে হালকা চালে দৌড়ে গেলো স্কুলের দিকে। পকেটের মধ্যে দুটো দু-মার্ক আর একটা একমার্ক ঠুনঠুন ক'রে বাজছে।

+

বেশ নির্ঝঞ্ঝাট ভাবেই 'উড়ো ক্লাসঘর'-এর সাজপোশাক পরা মহলা হ'য়ে গেলো। ছেলেদের একটু শঙ্কা ছিলো যে খুদে স্ট্যোকার তাদের পথে বসাবে কিন্তু তারা আশ্চর্য আর খুশি হ'য়ে দেখলো যে সে

পেশাদার অভিনেতার মতোই অভিনয় ক'রে গেলো। আর উলির আলমারিতে পাওয়া মেয়েদের জামাকাপড় আর সোনালি বিনুনিতে তাকে অপরূপ রূপসী ব'লে ঠেকছিলো। তার ছদ্মবেশের কথা যারা জানে না তারা তাকে নির্ঘাৎ মেয়ে ব'লেই ভাববে।

'সিক্সথ ফর্ম তো বেমালুম ঘাড়-মুখ উলটে তোর প্রেমে প'ড়ে যাবে।' সেবাস্টিয়ান ব'লে উঠলো।

একমাত্র মাট্টিয়াসেরই মনে হ'লো যে উলি তার চেয়ে ভালো অভিনয় করেছিলো। কিন্তু তা-ই তো স্বাভাবিক। না মনে হ'লেও বন্ধুত্বর খাতিরে এটা তাকে বলতেই হ'তো।

ছু-ছুবার পুরো নাটকটার মহলা করলো ওরা। মাট্‌ৎসের কাজটা সবচেয়ে শক্ত। সবচেয়ে মুশকিল হবে চতুর্থ আর পঞ্চম অঙ্কের ছোট্ট বিরতিতে, কারণ প্রায় এক মিনিটেই তাকে শাদা ভাল্লুকের পোশাক বদ্‌লে সন্ত পেটার সেজে বসতে হবে। হেসে-খেলে এটা করা যাবে না। তবে সকলেরই আশা যে ও ঠিকভাবেই ম্যানেজ ক'রে নেবে।

'বাস্, ঢের হয়েছে', বললে জনি ট্রট্‌ৎস। 'আজ রাত্তিরে যেন ভাগ্য ভালো থাকে। জলদি কাঠ ছোঁ।' আর তারা তিনবার থুতু ফেললো। সেবাস্টিয়ান বলেছিলো যে সব অভিনেতারাই সবসময় এ-রকম ক'রে।

মারটিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো জনি। 'তোর হয়েছেটা কী? তুই তোর লাইনগুলো জানিস বটে, কিন্তু এমন হড়হড় ক'রে বলছিস যেন তোর মন অন্য কোথাও প'ড়ে আছে।'

'স্টেজে মেরে দেবো।' ফর্মের সর্দার-পোড়ো বললে। 'ক-দিন থেকে রাত্তিরে ভালো ঘুম হচ্ছে না।'

তাদের রোজকার জামাকাপড় প'রে, তারা যে আলমারিতে স্প্রিং-বোর্ড রাখা হয় সেটাতেই পোশাক-আশাক, পরচুলা আর বিনুনি-গুলো রাখলো। তারপর তারা হাসপাতাল-ঘরে চ'লে গেলো। উলির সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি পেয়েছে তারা।

কেমন আছে জিগেশ ক'রে তারা তাকে আশ্বাস দিলে যে নির্বিঘ্নেই নাটকটা হ'য়ে যাবে। মাট্রিয়াসের মতে খুদে স্ট্যোকার অভিনয় মন্দ করেনি। অবশ্য উলির সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না, তবুও - অন্যরা সায় দিলে।

'শুনে খুব ভালো লাগছে', বললে উলি, 'আর কালকে তোরা সবাই চ'লে যাচ্ছিস। শুধু জনি আর আমি ছাড়া। আশা করি তোরা অনেক-অনেক উপহার পাবি।' তারপর মাট্রিয়াসকে হাতছানি দিয়ে বিছানার কাছে ডেকে এনে চুপিচুপি আরেক টুকরো চকোলেট তার হাতে গুঁজে দিলে। ফিশফিশ ক'রে বললে, 'বুড়ো গ্রুন্কের্ণ আবার এসেছিলেন। তোর খিদে কেমন আছে?'

'মন্দ না,' মাট্‌ৎস উত্তর দিলে।

'বলেছিলুম না,' উলি বললে। 'ভালো ক'রে খাওয়া-দাওয়া করিস।'

'বাড়িতে তো সারাক্ষণ ঢের বেশি খিদে-খিদে ভাব লেগে থাকে।' মাট্রিয়াস চকোলেটটা পকেটে পুরলো। 'মা তো প্রায় ভির্মি খান। বলেন যে আমার মতো খিদে আইন ক'রে বন্ধ করা উচিত।'

'তা নিয়ে মাথা ঘামাসনে,' অন্য দিনের চেয়ে সেবাস্টিয়ানের আজকে অনেক বেশি সহিষ্ণুতা। 'মানুষের সব প্রয়োজনই পূরণ করা উচিত।' তারপর উলির দিকে ঘুরে জ্যাঠার মতো ঘাড় নাড়লে, 'তুই আছিস একটা চীজ। ভাগ্যিশ ড্রিল-মাঠে কোনো গির্জে ছিলো না, তাহ'লে তো তার চুড়ো থেকেই লাফ দিয়ে পড়তিস।'

রুগীর বিছানার চারদিকে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ বকবক করলো তারা যদিও ঠিক বলার মতো তারা তেমন-কিছু খুঁজে পাচ্ছিলো না। বিছানায় শুয়ে-থাকা ছেলেটি আর এতদিনকার চেনা সেই ছোট্ট উলিটি নেই - সে যেন কেমন বদ্‌লে গিয়েছে।

'তুই ব্যায়াম-ঘরে ব'সে নাটকটা দেখতে পারবি না ভেবে খুব খারাপ লাগছে,' বললে জনি, 'তবে কাল তোকে সব বড়ো ক'রে শোনাবো।'

মারটিন জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো। ইচ্ছে ছিলো যে ওদের বলে যে সেও স্কুলেই থেকে যাবে। কিন্তু বলবার জোর পেলো না।

যদিও চারদিকে তার সব বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে, তবু তার মনে হ'লো সে যেন কেমন নিঃসঙ্গ, একেবারে একা।

বড়োদিনের ভোজসভা সকলের সব প্রত্যাশা ছাড়িয়ে গেলো। প্রথমে সিক্সথ ফর্মের দুটো ছেলে পিয়ানো বাজিয়ে শোনালো। বড়োদিনের সব জনপ্রিয় ভজন-গানের ভিন্নরূপ। তারপর হেডমাস্টার-মশাই, ডক্টর বি. গ্রুন্কের্ণ, একটা ছোটো বক্তৃতা দিলেন। জীবনের আর যে-সব বড়োদিনের বক্তৃতা দিয়েছিলেন, অবিকল সেগুলোর মতো, কিন্তু শেষে কয়েকটা নতুন কথা বললেন যেগুলো শ্রোতাদের ওপর গভীর ছাপ ফেললো। 'কখনো কখনো নিজেকে ক্রিসমাস-বুড়োর মতোই বুড়ো লাগে। যদিও আমার গায়ে আছে কালো কোট আর মুখে নেই লম্বা শাদা দাড়ি। তবু আমি প্রায় তার মতোই বুড়ো। আমিও ফি-বছর ফিরে আসি। আমি এমনই মানুষ যে বেত দেখালে ছাত্ররা হাসতে শুরু ক'রে। আর, সবচেয়ে বড়ো কথা, ক্রিসমাস-বুড়োর মতো, আমিও বাচ্চাদের পছন্দ করি। সেটা কখনো ভুলো না, তাতে অনেক কিছু ক্ষমা হ'য়ে যায়।'

ব'সে পড়ে, তিনি রুমাল দিয়ে চশমা পরিষ্কার করতে লাগলেন। আস্ত ফিফ্‌থ ফর্ম মুখ হেঁট ক'রে মাটির দিকে তাকালো। বুড়ো মানুষটার দিকে সারি-সারি ক'রে হেসেছে, এটা ভেবে তারা প্রায় মরমে ম'রে গেলো। আর মস্ত ক্রিসমাস-গাছটা অগুনতি বিজলি-বাতিতে এমন সুন্দর ঝলমল করতে লাগলো যে তারা সবাই কী-রকম একটা গম্ভীর-গম্ভীর ভাব অনুভব করতে লাগলো।

তারপর হ'লো 'উড়ো ক্লাসঘর' নাটকের প্রথম অভিনয়। দারুণ সাফল্য। সেবাস্টিয়ান যা ভেবেছিলো, ঠিক তাই। 'অকুস্থল দেখে ত্বরে করো শিক্ষালাভ,' এই লাইনটা বলতেই মাস্টারমশাইরা সবাই হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। মারটিন তেমন ভালো করলো না, কিন্তু

সে-তুলনায় স্ট্যোকারের সাফল্য হ'লো তাকলাগানো। সেকেণ্ড আর থার্ড ফর্ম ছাড়া কেউই তাকে চিনতে পারলো না। বাকি সবাই সত্যিই ভাবলো যে ও ফুটফুটে একটি মেয়ে, যদিও কিছুতেই বুঝতে পারলো না যে এখানে ও কী-ক'রে এসে পৌঁছেছে। এটা সত্যি যে শেষ অঙ্কে একটু তাড়াতাড়ি মেঘ থেকে ও বেরিয়ে পড়েছিলো। কিন্তু তার পরের ভজনগানটা, যেটাতে দর্শকরা সবাই যোগ দিলে, আবার সব ঠিকঠাক ক'রে দিলো। সে কী প্রচণ্ড উৎসাহ!

গ্রুঙ্কের্ণ তড়বড় ক'রে ছুটে এলেন অভিনেতাদের কাছে, তাঁর কোটের প্রান্ত পেছনে উড়ছে। সবার হাত ধ'রে ঝাঁকালেন তিনি। জনি ট্রট্ৎসকে তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন, 'তুমি সত্যিই খাঁটি নাট্যকার! আমার খুব ভালো লেগেছে!' জনি মাথা নিচু ক'রে প্রশংসাটা হজম করলো। মারটিনের দৃশ্যপটেরও বিস্তর তারিফ হ'লো।

'আর তুমি কে, মিনুজ্জিলিনা?' হেডমাস্টারমশাই জিগেস করলেন।

দর্শকরা খুব আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে ছিলো। সিম্পথ কর্ম তো কান খাড়া ক'রে আছে।

তারপর ছোটো মেয়েটি তার সোনালি বিনুনিওলা পরচুলাটা খুলে ফেললো। আর পরের মুহূর্তে দুশো ছেলের হাসির রোলে ছাদ প্রায় ফেটে পড়বার জোগাড়। 'স্ট্যাকার!' তারা চ্যাঁচালে। মনে হ'লো যে তারা ককখনো থামবে না।

'এই শোন,' সেবাস্টিয়ান হঠাৎ তার বন্ধুদের বললে, 'ঐ যে, মাস্টারদের সঙ্গে ব'সে আছেন, কে রে? ধূমপান নিষেধ না?'

সেবাস্টিয়ান ঠিকই বলেছিলো। মাস্টারমশাইদের মধ্যে ধূমপান নিষেধ-ই বসেছিলেন, পরনে তাঁর নীল পোশাক। শুধু মারটিন আর জনিই ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। জনি ঘুরে ব্যায়াম-ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো।

ডক্টর ব্যেক উঠে হলঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। 'আমার পাশের চেয়ারে কে ব'সে আছেন দেখেছো তো?' বললেন ন্যায়াধীশ। 'অনেকেই ওঁকে চেনো না। উনি হচ্ছেন আমার প্রিয় বন্ধু। কুড়ি বছর আগে আমরা এই ব্যায়াম-ঘরেই পাশাপাশি বসেছিলুম। অবিশ্যি মাস্টারমশাইদের মধ্যে নয়, তোমরা যেখানে ব'সে আছো, ঠিক সেখানে। অনেক বছর তাঁর কোনো হদিশ ছিলো না। শেষটায় তাঁকে আমি ফিরে পেলুম গতকাল। এই স্কুলেরই দুটি ছেলে আবার আমাদের মিলিয়ে দিলো। এত চমৎকার বড়োদিনের উপহার আমি জীবনে পাইনি। আমার বন্ধুর নাম রোবের্ট উটোফ্‌ট। তিনি ডাক্তার। আমি চাই না যে আবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হোক। তাই আজকে আমি আমাদের স্কুলের পুরোনো ডাক্তার, ডাক্তার হার্‌টভিগের সঙ্গে কথা বলেছি।'

ধূমপান নিষেধ খাড়া শিকের মতো ব'সে রইলেন।

'আমি ডাক্তার হার্‌টভিগকে জিগেশ করলুম যে উনি যদি স্কুলের কর্মকর্তাদের কাছে আমার বন্ধুর নাম সুপারিশ করেন যাতে ডক্টর

উটোফ্‌ট এখানে, আমাদের দেখাশোনা করার জন্য, কাজে বাহাল হন। এই স্কুলে যেখানে আমাদের বন্ধুত্ব শুরু হ'য়েছিলো, সেখানে আমরা আবার একসঙ্গে থাকবো। তিনি তোমাদের ডাক্তার হিশেবে, আমি তোমাদের মাস্টার হিশেবে। আমরা এই স্কুলেরই অংশ, ছাদের এই সব থাম, কিংবা বাইরের বুড়ো গাছগুলোর মতো। আমাদের জায়গা এখানে, তোমাদের সঙ্গে। আর তোমাদের আমরা যেমন স্নেহ করি তার আর্ধেক ভালোবাসাও যদি তোমরা আমাদের দাও, তাহ'লে সবকিছু চমৎকার চলবে। তার চেয়ে বেশি কিছু আমি চাই না। ঠিক বলেছি, রোবের্ট ?

ধূমপান নিষেধ উঠে ন্যায়াধীশ-এর কাছে গিয়ে কিছু-একটা বলবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। শুধু বন্ধুর হাতটা চেপে ধরলেন।

তারপর জনি ছুটে ভেতরে এলো, হাতে কয়েকটা মোড়ক। ধূমপাম নিষেধ-এর কাছে গিয়ে সে একটা লম্বা সেলাম ঠুকলো। 'হের ধূমপান নিষেধ, অথবা যে-নামই হোক আপনার, আমরা জানতুম না যে আপনাকে আজ রাত্তিরে, আমাদের বড়োদিনের অভিনয়ের সময় দেখবো। মারটিন আর উলি, মাট্টিয়াস আর সেবাস্টিয়ান, আমাকে বলেছিলো যে আমি যেন বড়দিনের আগের সন্ধ্যায় আপনার রেলগাড়িতে গিয়ে, আপনাকে সব উপহারগুলো দিয়ে আসি। কিন্তু এখন তো আপনি সত্যিই নিয়মমাফিক আমাদের একজন, তাই আজকেই আপনাকে উপহারগুলো দিতে চাই।'

জনি মোজা, সিগারেট, তামাক আর গরম জামাটা ডাক্তার উটোফ্‌টের হাতে গুঁজে দিলো। 'জামাটা ঠিকমতো গায়ে না-লাগলে ভাববেন না,' সে বললে. 'রশিদটা আছে, আপনি বদ্‌লাতে পারবেন।'

ধূমপান নিষেধ উপহারগুলো বগলদাবা করলেন। 'ধন্যবাদ, জনি।' তিনি বললেন, 'আর তোমার বন্ধুদেরও ধন্যবাদ। তারা তো আমারও বন্ধু। অন্যরা সবাই আমাকে চেনে না, কিন্তু এটা ঠিক জানি

যে কয়েক দিনের মধ্যে তাদেরও আমাকে অভ্যেস হ'য়ে যাবে।'
চারদিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন। 'য়োহান ব্যেক, তোমাদের
ন্যায়াধীশ, আর আমি অনেক কিছুই শিখেছি। এখানে, স্কুলে, আর
বাইরের জগতে। কিন্তু আমরা ভুলিনি। আমরা ছেলেবেলার সব
স্মৃতিকে জ্যান্ত রেখেছি। আর সেটাই বড়ো কথা। এ-সব ব্যাপার
আমার মন স্পর্শ করেছে ব'লে আমাকে ক্ষমা কোরো। আশা করি
তোমরা বুঝতে পারছো কেন। এমনকি এটাও আশা করি যে
ব্যাপারটা তোমাদেরও মর্মস্পর্শ করেছে। এ-সব জিনিশ তাড়াতাড়ি
চ'লে যায়। আর নিমুনিয়া আর পা-ভাঙার ব্যাপারে দেখবে আমি
একেবারে অটল। সময় হ'লেই সেটা বুঝতে পারবে। কিন্তু তাই
ব'লে সবাই গিয়ে যে হাত-পা ভেঙে আসবে, তা আমি মোটেই
বলছি না।'

ধূমপান নিষেধ ন্যায়াধীশ-এর হাত ধ'রে দাঁড়ালেন। 'সবচেয়ে
বড়ো কথাটা আমাদের ভোলা উচিত না তাই আমি এই মুহূর্তেই ব'লে
দিতে চাই, যেটা আশা করি আমরা কেউই ভুলবো না। তোমাদের
অনুনয় করছি যে তোমরা তোমাদের ছেলেবেলাকে ভুলো না। এখন
ছোটো আছো ব'লে মনে হচ্ছে এ-কথাটা অনাবশ্যক, কিন্তু বিশ্বাস
কোরো, ছেলেবেলাকে মনে ক'রে রাখাটা খুবই জরুরি! আমরা বড়ো
হ'য়েও বাচ্চা থাকতে পেরেছি। আমরা জানি, আমরা দুজনে।'

ডক্টর ব্যেক আর ডাক্তার উটোফ্‌ট এ-ওর দিকে তাকালেন।

আর ছেলেরা সব মনে-মনে সঙ্কল্প করলো যে তারা সেই চাহনি
কোনো দিন ভুলবে না।

ন্যায়াধীশ যখন ডরমিটরিতে চক্কর দিতে এলেন, তখন অনেক রাত হ'য়ে
গিয়েছে। পা টিপে-টিপে হাঁটলেন। নিচের কাঠগুলো মৃদু শব্দ ক'রে
উঠলো। আর তাঁর প্রতি পদক্ষেপে দেয়ালের ছোটো বাতিগুলো
মিট্ মিট্ ক'রে জ্ব'লে উঠলো।

২ নম্বর ডরমিটরিতে তিনি থমকে দাঁড়ালেন মারটিনের বিছানার পাশে। ছেলেটার হয়েছেটা কী? কী গণ্ডগোল হ'তে পারে তার?

ঘুমের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করছে মারটিন টালের। বিছানার এদিক থেকে ওদিক গড়িয়ে ঘুমের মধ্যে কী যেন একটা বারবার বিড়বিড় করছে।

ডক্টর ব্যেক নিচু হ'য়ে মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

ঘুমের মধ্যে কী বিড়বিড় করছে ছেলেটা? 'কান্না একেবারে নিষেধ'?

ন্যায়াধীশ দম বন্ধ ক'রে দাঁড়ালেন।

'কান্না একেবারে নিষেধ! কান্না একেবারে নিষেধ!' বার-বার সেই একই কথা।

অদ্ভুত স্বপ্ন তো! যে-স্বপ্নে কান্না একেবারে নিষেধ!

ডক্টর ব্যেক আস্তে চুপিসাড়ে ডরমিটরি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদে

আছে স্টেশনে একটি হৈ-হল্লোড়ের দৃশ্য; বিদ্যার্থী বিহীন এক বিদ্যালয়; নাইনপিন খেলার গলির পাশে একটি আবিষ্কার; স্কুলের এমন একজন মাস্টারমশাই যিনি চুপিসাড়ে বেড়া টপকান; উলির সঙ্গে সাক্ষাৎ; নিজের বাবা-মাকে যে বেছে নেয়া যায় না, এ-সম্বন্ধে জনির যুক্তি, আর একটা নির্জলা মিথ্যের পুনরাবৃত্তি।

১১

য়োহান সিগিসমুণ্ড স্কুলে ২৪ ডিসেম্বরের ভোর এলো প্রচণ্ড হৈ-হট্টগোলের মধ্যে। ছেলেরা সিঁড়ি বেয়ে হুড়মুড় ক'রে ওপর-নিচ করছে, ঠিক যেন একেকটা খুদে-খুদে বর্বর। কেউ বাথরুমে দাঁতের বুরুশ ফেলে এসেছে; কেউ তোরঙ্গের চাবির জন্য চারদিক তোলপাড় করছে; কেউ নিজের স্কেটের শরঞ্জাম বাক্সে পুরতে ভুলে গেছে; কেউ আবার সাহায্যের জন্য চ্যাঁচাচ্ছে, কারণ তার তোরঙ্গে এত বেশি জিনিশপত্তর ঠাশা হয়েছে যে অন্তত তিনজন ছেলে সেটার ওপর না-চেপে বসলে ডালাটা বন্ধ করা যাবে না।

সিক্সথ ফর্মের ছেলেরা এমন ভান করছিলো যেন এ-সব তাড়াহুড়ো আর উত্তেজনা তারা গায়েই মাখছে না। কিন্তু যেই তাদের দেখবার কেউ রইলো না, অমনি ঠিক নিচু ক্লাসের ছেলেদের মতোই, বারান্দা তোলপাড় ক'রে তারাও ছোটাছুটি করলো।

দশটার মধ্যে স্কুল আর্ধেক খালি। যারা পরের গাড়িগুলোয় যাবে তারা যথেষ্ট হট্টগোল করলো বটে, কিন্তু শুনে-শুনে যাদের অভ্যেস হ'য়ে গেছে, তারা বুঝতে পারলো যে অভিপ্রয়াণ এর মধ্যেই শুরু হ'য়ে গেছে।

দুপুর বারোটার সময় পরের দলটা গেট থেকে বেরোলো। মাথার একদিকে টুপিগুলো কাৎ ক'রে পরা। ভারি বাক্সগুলো বরফে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কয়েক মিনিট পরেই ওদের পেছনে হুড়মুড় ক'রে এলো মাট্টিয়াস। এতক্ষণ সে ছিলো উলির সঙ্গে। জনি গেটের কাছে দাঁড়িয়ে তার হাত ধ'রে ঝাঁকালো।

'উলির দেখাশোনা করিস,' বললে মাট্টিয়াস। 'আমি অবশ্য যত-বার পারি লিখবো। মজা করিস।'

'তুইও,' বললে জনি ট্রট্‌ৎস, 'আমি উলিকে দেখবো'খন কিন্তু তোকে তো জলদি করতে হবে। সেবাস্টিয়ান আগেই চ'লে গেছে।'

'জীবনটাই দুঃসহ,' মাট্‌ৎস যেন বিরক্তিতে গোঙাচ্ছে। 'রুটিওলার কাছে না-গেলে আমি গাড়িতেই খিদেয় ম'রে যাবো। আর সেটা আমার বাবা-মার প্রতি খুব একটা সদয় ব্যবহার হবে না। আচ্ছা, কবিমশাই, শোন, মারটিন টালের, ওরফে তিন মার্কের হয়েছেটা কী? ওকে বিদায় জানাবো ব'লে খুঁজছিলুম কিন্তু কোথাও তার হদিশ নেই। বিদায় জানাতে হ'লে তো দুজন লাগে। যাই হোক, ওকে আমার ভালোবাসা জানাস। আর বলিস, যে এক লাইন লিখে যেন জানিয়ে দেয় ও কোন গাড়িতে ফিরছে।'

'ঠিক হ্যায়!' বললে জনি, 'বলবো তাকে, কিন্তু আর দাঁড়াসনে – জলদি কর।'

মাট্‌ৎস বাঁ কাঁধে বাক্সটা টেনে তুললো। 'কী মজা, আমি একটা পাঞ্চ-বল পাচ্ছি!' চেঁচিয়ে সে ঠিক অভিজ্ঞ কুলির মতোই হালকা চালে ছুটলো।

স্টেশন স্কুলের ছেলেতে গিজগিজ করছে। কেউ-কেউ যাচ্ছে উত্তর দিকে, কেউ পুবে। যে-দুটো গাড়ির জন্য ওরা অপেক্ষা করছিলো, সে-দুটো কিরখবের্গে আসে এ-ওর কয়েক মিনিট পর।

সিক্সথ ফর্মের ছেলেরা প্ল্যাটফর্মে আস্তে-আস্তে পায়চারি করছে-

করতে ঠিক সব চালিয়াৎ আর ওস্তাদ বাবুদের মতোই তাদের নাচের ক্লাসের মেয়ে-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করছিলো। কেউ পেলো ফুলের উপহার, কেউ ক্রিসমাস কেক। সুশ্রী টেওডরের ট্যাঙ্গো-নাচের জুড়ি, কোন্ এক ফ্রলাইন মালভিনা শ্লাইডিগ, তাকে একটা প্রায়-খাঁটি সিগারেট-কেস উপহার দিলো। গর্বে ফুলে গিয়ে' সেটা সে সিক্সথ ফর্মের অন্যদের দেখাতেই তারা হিংসেয় একেবারে হলুদ হ'য়ে গেলো।

কাজেই দাঁড়িয়ে ছিলো সেবাস্টিয়ান, নিচের ফর্মের একদল ছেলে তাকে ঘিরে আছে। সে সিক্সথ ফর্মকে নিয়ে যাচ্ছেতাই সব রসিকতা করছিলো আর অন্যরা সবাই ফিকফিক ক'রে হেসে তা উপভোগ করছিলো।

শেষ অব্দি মাট্টিয়াসও এসে হাজির। বাক্সের ওপরে ব'সে সে ছ-টুকরো কেকের সদ্‌গতি করলো। তারপরেই স্টেশনে এলো প্রথম গাড়িটা। যে ছেলেরা উত্তরে যাবে তারা তক্ষুনি তার ওপর চড়াও হ'লো, যেন সেটা শত্রুপক্ষের কোনো কেল্লা। তারপর তারা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, যথাসম্ভব হল্লা ক'রে, বাকি ছেলেদের সঙ্গে কথা বললো। ফিফ্‌থ ফর্মের একটা ছেলে বাইরে নোটিশ টাঙিয়ে দিলে, তাতে লেখা 'সুখী গৃহকোণ!' ফার্স্ট ফর্মের একটি বাচ্চা হাউ-মাউ করতে-করতে গাড়ির কামরা থেকে হুড়মুড় ক'রে নেমে পড়লো। তার বাক্সটা সে প্ল্যাটফর্মে ফেলে গিয়েছে, কিন্তু তক্ষুনি, সময়মতোই, সেটা শেষ অব্দি পাওয়া গেলো, আর সে গাড়ির ভেতর আবার ঢুকে পড়লো।

এনজিন চলতে শুরু করলেই যে যার টুপি খুলে নাড়লে, আর নাচের ক্লাসের মেয়েরা উত্তর দিলে তাদের রুমাল উড়িয়ে। কেউ চ্যাঁচালো 'শুভ বড়োদিন!' কেউ বা 'শুভ নববর্ষ!' সেবাস্টিয়ান চ্যাঁচালো 'শুভ ঈস্টার!' তারপর গাড়িটা স্টেশন ছাড়িয়ে চ'লে গেলো।

তাতে অবিশ্যি হৈ-হল্লা আর হুল্লোড়টা মোটেই কমলো না। সবাই খুব খুশি, শুধু স্টেশন-মাস্টার ছাড়া। দ্বিতীয় গাড়িটা চ'লে যাবার পর,

যখন একটাও স্কুলের ছেলে আর চোখে পড়লো না, শুধু তখনই তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আর তাঁর দিক থেকে দেখতে গেলে তিনি কিন্তু মোটেই ভুল করেননি।

স্কুলবাড়িটা কবরখানার মতোই চুপচাপ হ'য়ে আছে। ডজনখানেক ছেলে বিকেলে যাবে, কিন্তু তাতে খুব-একটা উনিশ-বিশ হ'লো না।

ন্যায়াধীশ তাঁর গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে, বাইরে গেলেন, মাঠের মধ্যে। রাস্তাগুলো গভীর তাজা তুষারে ঢাকা, কারু স্পর্শই তাতে পড়েনি। হট্টগোল আর হাস্যরোল সব ইতিমধ্যেই ম'রে গেছে। য়োহান বোক থেমে দাঁড়ালেন। শুনতে পেলেন গাছের ডাল থেকে, হাওয়া লেগে মৃদু খশখশে আওয়াজ ক'রে তুষার ঝ'রে যাচ্ছে। এখন আবার গভীর শান্তি আর গভীর নির্জনতা ফিরে আসতে পারে।

পাশের রাস্তা ধ'রে যাবার জন্য ঘুরতেই তিনি পায়ের ছাপ দেখলেন। কোনো ছেলের জুতোর ছাপ। কে আবার একা-একা

এ-সময়ে স্কুলের মাঠের মধ্যে হাঁটছে?

পায়ের ছাপগুলো ধ'রে-ধ'রে এগুলেন তিনি। সেগুলো তাঁকে নিয়ে গেলো নাইনপিন খেলার গলির কাছে। ন্যায়াধীশ চুপিসাড়ে, পা টিপে-টিপে এগুলেন। চালার শেষ প্রান্তটা পেরিয়ে, সাবধানে তাকালেন অন্যদিকে।

একটি ছেলে বেড়ার ওপর ব'সে, একটা কাঠের ডাণ্ডার ওপর মাথাটা হেলান দিয়ে ব'সে আছে। ভারি-ভারি তুষার মেঘে ভর্তি আকাশের দিকে সে হাঁ ক'রে তাকিয়ে আছে।

'এই-যে!' বললেন ন্যায়াধীশ।

ছেলেটা চমকে ঘুরে দাঁড়ালো। মারটিন টালের। বেড়া থেকে নেমে পড়লো সে লাফিয়ে। মাস্টারমশাই তার কাছে গেলেন। 'এখানে কী করছো?'

'একা থাকবো ব'লে এসেছিলুম,' ছেলেটি উত্তর দিলে।

'তাহ'লে তোমাকে বিরক্ত করেছি ব'লে আমি দুঃখিত', বললেন ন্যায়াধীশ। 'কিন্তু ভালোই হয়েছে যে আমাদের দেখা হ'লো। কাল সকালে ক্লাসে অমন বিদ্‌ঘুটে ভাবে পড়েছিলে কেন?'

'অন্য কথা ভাবছিলুম, সার,' মারটিন অপ্রতিভ হ'য়ে উত্তর দিলে।

'এটা কি সঠিক কৈফিয়ৎ হ'লো? আর কালকের নাটকে অত বাজে অভিনয় করেছিলে কেন? আর খাবার-ঘরে কিছু খাওনি কেন?'

'আস্ত সময়টাই অন্য কথা ভাবছিলুম,' মারটিন খুব লজ্জা পেলে।

'কীসের কথা ভাবছিলে? বড়োদিনের কথা?'

'হ্যাঁ, সার।'

'তোমাকে তো দেখে মনে হচ্ছে না যে সে চিন্তায় তোমার খুব একটা উল্লাস হচ্ছে।'

'না, খুব একটা হচ্ছে না, সার।'

'বাড়ি যাচ্ছো কখন? বিকেলের গাড়িতে?'

এ-কথায় সর্দার-পোড়োর চোখ থেকে বড়ো-বড়ো ছ-ফোঁটা জল গড়িয়ে গাল বেয়ে ঝ'রে পড়লো। তার পরে আরো ছটো। কিন্তু দাঁতে দাঁত চাপলো সে, আর কাঁদলো না। তারপর বললে, 'আমি বাড়ি যাচ্ছি না, সার।'

'কী বললে?' ন্যায়াধীশ জিগেশ করলেন। 'তুমি আস্ত ছুটিটা কি স্কুলেই কাটাচ্ছো?'

মারটিন হাতের পিঠ দিয়ে জলের চারটে ফোঁটা মুখ থেকে মুছে, ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

'তোমার মা-বাবা কি চান না যে তুমি বাড়ি যাও?'

'হ্যাঁ সার। তা চান বৈকি।'

'তা'হলে তুমিই কি বাড়ি যেতে চাও না?'

'হ্যাঁ সার, চাই।'

'এ তো অদ্ভুত ব্যাপার!' বললেন ন্যায়াধীশ। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তাঁরা তোমাকে দেখতে চান, তুমিও তাঁদের দেখতে চাও, অথচ তবু তুমি এখানে থাকছো। এর মানেটা কী?'

'কিছু মনে করবেন না, সার, বলতে পারবো না,' মারটিন উত্তর দিলে, 'এখন যেতে পারি কি?' সে ঘুরে দাঁড়িয়ে চ'লে যেতে শুরু করলে।

কিন্তু মাস্টারমশাই তাকে যেতে দিলেন না। 'ওহে, এক মিনিট,' তিনি বললেন। নিচু হ'য়ে, চুপি-চুপি জিগেশ করলেন, মনে হ'লো যেন গাছগুলোকেও তাঁর প্রশ্ন শুনতে দিতে চান না। 'গাড়িভাড়া নেই?'

বাস, অমনি মারটিনের সাহস আর আত্মসংযমের দফারফা। ঘাড় নেড়ে সায় দিলে সে। তারপরেই বরফে-ঢাকা নাইনপিন খেলার গলির বেড়ার ওপর মাথা রেখে সে বুক-ভাঙা কান্না কাঁদলো। মনে হ'লো যেন একটা গভীর দুঃখ তার ঘাড় ধ'রে তাকে এদিক-ওদিক ঝাঁকাচ্ছে।

ন্যায়াধীশ দারুণ ধাক্কা খেলেন। আশ্চর্য হ'য়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন। জানতেন যে বেশি হুড়োহুড়ি ক'রে সান্ত্বনা দেয়া ঠিক হবে না।

শেষ অব্দি তিনি রুমাল বার ক'রে, মারটিনকে কাছে টেনে, তার চোখ মুছিয়ে দিলেন। বললেন, 'বেশ, বেশ।' তিনি নিজেও যেন একটু ঘা খেয়েছিলেন। বার কয়েক জোরে কেশে গলা ঝেড়ে বললেন, 'কত লাগবে?'

'আট মার্ক।'

ন্যায়াধীশ তাঁর মনিব্যাগ থেকে একটা নোট বার করলেন। বললেন, 'এই যে, এখানে কুড়ি মার্ক আছে। ফিরে আসার গাড়ি-ভাড়াটাও হ'য়ে যাবে।'

মারটিন অসাড়ভাবে নোটটার দিকে তাকালে। 'না, এটা করতে পারি না, সার।'

ন্যায়াধীশ নোটটা ছেলেটির পকেটে গুঁজে দিলেন। 'যা বলছি, তা-ই করো, বাঁদর কোথাকার।'

'কিন্তু আমার নিজের পাঁচ মার্ক আছে যে,' মারটিন অস্পষ্টভাবে বললে।

'তা মা-বাবার জন্য কি কোনো উপহার কিনতে চাও না।'

'হ্যাঁ, তা চাই, কিন্তু—'

'কিন্তু আবার কী?' হাউসমাস্টার বললেন।

মারটিন তার নিজের অনুভূতির সঙ্গে যুঝলো। 'অনেক-অনেক ধন্যবাদ, সার। কিন্তু জানি না বাবা আপনাকে কবে শোধ দিতে পারবেন। তিনি এখন বেকার। আশা করি ঈস্টারের সময় ফার্স্ট ফর্মের কয়েকজন ছেলেকে পড়াতে পারবো। ততদিন যদি অপেক্ষা করেন?'

'অনুগ্রহ ক'রে বাজে বোকো না,' ডক্টর বোক কঠোরভাবে বললেন, 'আমি যদি বড়োদিনের আগের দিন সন্ধ্যাবেলায় তোমার

গাড়িভাড়াটা দিই তাহ'লে শোধ দেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আচ্ছা ব্যাপার হবে তাহ'লে!'

মারটিন টালের তার মাস্টারমশাইয়ের সামনে দাঁড়িয়েই রইলো। কী করবে, কী বলবে, ভেবে পেলো না। শেষ অব্দি তাঁর হাতটা নিয়ে জোরে চেপে ধরলো।

'এখন যাও, জিনিশপত্তর গোছাওগে।' বললেন ন্যায়াধীশ। 'আর তোমার মা-বাবাকে আমার নমস্কার জানিয়ো। বিশেষত তোমার মাকে। মনে হয় তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।'

ছেলেটি ঘাড় নাড়লে। 'আর আপনার মাকে আমার নমস্কার জানাবেন।' তার পালটা জবাব।

'সেটা বোধকরি সম্ভব হবে না।' বললেন ডক্টর ব্যেক, 'আমার মা এই ছ-বছর হ'লো মারা গিয়েছেন।'

মারটিন হঠাৎ ন'ড়ে উঠলো। মনে হ'লো যে সে তার মাস্টার-মশাইকে প্রায় জড়িয়েই ধরবে। সেটা অবিশ্যি শেষ অব্দি করলো না। একটু পেছিয়ে গিয়ে, ন্যায়াধীশ-এর দিকে অনেকক্ষণ ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো।

'ঠিক আছে,' বললেন ডক্টর ব্যেক, 'তুমিই তো ধূমপান নিষেধ-কে আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছো। আজ রাত্তিরে আমরাও বড়োদিনের উৎসব করবো—ঐ রেলওয়ে ভিলাতে। আর উলি, তার বাবা-মা, আর জনি ট্রট্‌ৎসের কথাও তো আমাকে ভাবতে হবে। কাজেই বুঝতে পারছো, নিঃসঙ্গ বোধ করার মতো সময় আমার হবে না।' তারপর তিনি মারটিনের পিঠ চাপড়ে, সস্নেহে ঘাড় নাড়লেন। 'রাস্তায় মজা কোরো, মারটিন।'

'অনেক, অনেক ধন্যবাদ,' নিচু গলায় ব'লে ছেলেটি ঘুরে, ছুটে চ'লে গেলো, প্রথমে স্কুল অব্দি, তারপর আলমারির ঘরে।

এর মধ্যে ন্যায়াধীশ হালকা চালে, শান্ত, বরফপরা মাঠগুলো পেরিয়ে, বেড়া অব্দি গেলেন। তারপর সাবধানে, চারদিকে তাকিয়ে,

কুড়ি বছর আগে বাচ্চা বয়সে যেমন বেড়া টপকিয়েছিলেন, তেমনি-ভাবেই টপকালেন। 'একবার একটা কিছু শিখে ফেললে, সেটা কখনও ভোলা যায় না।' মন্তব্য করলেন তিনি একটা চড়ুইপাখিকে, যে ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে, তাঁর দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে ছিলো।

তারপর গিয়ে ধূমপান নিষেধ-এর দরজার কড়া নাড়লেন। সেখানে ছিলো একটা ছোট্ট ক্রিসমাস-গাছ, আর তাঁরা সেটাকে রুপালি ফিতে আর গিল্‌টি-করা বাদাম দিয়ে সাজালেন।

মারটিন যখন জিনিশপত্তর গোছাতে ব্যস্ত, তখন জনি ট্রট্‌ৎস আলমারির ঘরে এসে হাজির। বললো, 'ও, তুই এখানে। তোকে মাট্‌ৎস বিদায় জানিয়ে ব'লে পাঠিয়েছে যে তুই বাড়ি থেকে লিখে ওকে জানাবি যে কোন গাড়িতে ফিরছিস।'

'ঠিক হ্যায়!' মারটিন খুশিমনে বললে।

'যাক, আস্তে-আস্তে তুই দেখছি আবার স্বাভাবিক হ'য়ে উঠছিস।' জনি যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। 'আমার তো মনে হ'তে শুরু ক'রেছিলো যে তোর মাথা-টাথা খারাপ হ'য়ে গেছে। হয়েছিলোটা কী?

'আর জিগেশ করিসনে।' মারটিন বললে। (জনিকে সে সব কিছু কী-ক'রে বলবে—জনির তো ছুটিতে যাবার মতো বাড়ি নেই।) 'শুধু এটাই তোকে বলতে পারি যে ন্যায়াধীশ-এর মতো মানুষ পৃথিবীতে আর একটিও নেই।'

'এটা কি আবার নতুন খবর হ'লো?' জিগেশ করলে জনি।

জিনিশপত্তর গোছাতে গোছাতে মারটিন ধূমপান নিষেধ-এর জন্য আঁকা 'সন্ন্যাসী' ছবিটা পেলো। 'আরে, এই যে! অবিশ্যি এখন এটা ওঁকে দিয়ে আর কী হবে। উনি তো এখন আর সন্ন্যাসী নন—উনি স্কুলের ডাক্তার। তবুও কে জানে, হয়তো ওঁর পছন্দও হ'তে পারে।'

'নিশ্চয়ই পছন্দ হবে,' বললে জনি, 'এটা তো তাঁর অভিজ্ঞান। সবসময় মনে করিয়ে দেবে তিনি কত বছর একা, নিঃসঙ্গভাবে কাটিয়ে ছিলেন। আজ রাতেই আমি গিয়ে ছবিটা তাঁকে দিয়ে আসবো।'

আর তারপর তারা উলির সঙ্গে দেখা করতে গেলো। তার ঘরে তখন অন্য অতিথিও ছিলো। খুশি-খুশি মুখে হাসি নিয়ে সে বিছানায় শুয়ে ছিলো, পাশে ব'সে ছিলেন তার মা-বাবা।

'চমৎকার কাণ্ড করেছে,' বললেন হের সিম্মার্ণ।

'আর ককখনো এমন করবে না,' মারটিন কথা দিলে।

উলির মা তাঁর দু-হাত চেপে ধরলেন। 'কোনোদিনই করবে না আশা করি।'

'এমন কতগুলো ঝক্কি ঝামেলা আছে যেগুলো কিছুতেই এড়ানো যায় না।' বললে জনি ট্রট্‌ৎস। 'উলির পা যদি না-ভাঙতো, তাহ'লে আরো খারাপ হ'তো।'

বড়োরা দুজনে, কিচ্ছু না-বুঝে, জনির দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলেন।

'ও হচ্ছে কবি,' উলি বুঝিয়ে দিলে।

'ও, এই ব্যাপার,' ওর বাবা বললেন, 'তাহ'লে তো অন্য কথা।'

ছেলেদুটো বেশিক্ষণ থাকলো না। উলি মারটিনকে কথা দিলে যে যত তাড়াতাড়ি পারে সেরে উঠবে।

স্কুলের গেটের কাছে এসে জনি আর মারটিন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলে। জনির মনে হ'লো যে মারটিন যেন কী-একটা জিগেশ করতে চাচ্ছে কিন্তু কেমন ক'রে জিগেশ করবে তা বুঝে উঠতে পারছে না।

'সবই অভ্যেস হ'য়ে যায়,' বললে জনি, 'নিজের মা-বাবাকে তো আর বেছে নেয়া যায় না। অনেক সময় মনে হয় যে হয়তো একদিন তাঁরা এখানে আসবেন আমাকে নিতে। আর তক্ষুনি আমি বুঝতে পারি যে তাঁদের কাছ থেকে রেহাই পেয়েই আমি বেশি সুখী।

তাছাড়া, কাপ্তেন জানুয়ারিতে হামবুর্গে আসছেন। তিনি এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন আর আমরা কয়েক দিনের জন্য বেরলিন ঘুরে আসবো। সেটা তোফা হবে।' মারটিনের দিকে তাকিয়ে সে ঘাড় নাড়লে। 'আমার জন্য মন খারাপ করিসনে। আমি খুব-একটা সুখী নই – যদি বলতুম আমি সুখী তাহ'লে তো সেটা মিথ্যে বলা হ'তো – কিন্তু আমি খুব-একটা অসুখীও নই।'

তারা এ-ওর হাত ধ'রে ঝাঁকালো। 'ঐ পার্সেলে কী রে?' জিগেশ করলে জনি। কারণ মারটিন তার বড়োদিনের পার্সেলটাকে বাক্সে ঢোকাতে পারেনি।

'জামাকাপড়,' বললে মারটিন। গতকাল মাটিয়াসকে সে এই একই উত্তর দিয়েছিলো। কী ক'রে বলবে জনিকে যে নিজের উপহারগুলোই সে তার বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিরখবের্গ থেকে ওগুলো বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে, যখন ওগুলোর থাকার কথা হের্‌মসডোর্ফে, ক্রিসমাস-গাছের তলায়।

শহরে সে বাবার জন্য ছোট্ট এক বাক্স চুরুট কিনলো। পঁচিশটা। বাইরে একটা রঙ-বেরঙের ফিতে আর হাভানার একটা পাতা। পশমের দোকান থেকে মার জন্য কিনলো এক জোড়া গরম নকশাকাটা চটি। তাঁর পুরনো উটের লোমের চটিগুলো এখন শুধু আঁস্তাকুড়েরই যোগ্য, কিন্তু কেউ যদি সেগুলোর উল্লেখও করতো, তাহ'লে তিনি সবসময় বলতেন যে আরো দশ বছর টিকবে। তারপর, হাত ভর্তি বোঝা নিয়ে, সে স্টেশনে গিয়ে হাজির। টিকিট-ঘরে সে হের্‌মসডোর্ফের জন্য একটা থার্ড-ক্লাসের টিকিট চাইলো।

কেরানিবাবুটি টিকিট আর ভাঙানি ফেরৎ দিলেন।

মারটিন সাবধানে সেগুলো পকেটে পুরলো। তারপর খুশিমনে কেরানির দিকে তাকিয়ে বললে, 'অনেক ধন্যবাদ, সার।'

'এত আহ্লাদ কিসের?' তিনি জিগেশ করলেন।

'বাঃ রে! বড়োদিন যে!' ছেলেটি বললে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আছে দারুণ সব ক্রিসমাস-গাছ আর একটা ছোট্ট ফার-গাছ; এমন সব কমলালেবু যার একেকটার ওজন চার পাউণ্ড; অনেক চোখের জল; বার-বার দরজায় ঘণ্টা বাজানোর শব্দ; একসঙ্গে হাসি আর কান্না; কয়েকটা নতুন রঙকরার পেনসিল আর তাদের প্রথম ব্যবহার; হের্‌ম্‌সডোর্ফের ডাকবাক্স, আর একটা খ'সে পড়া তারা।

১২

বড়োদিনের আগের দিনের সন্ধ্যাবেলা – প্রায় আটটা বাজে। আবহাওয়া দপ্তর বলেছিলো যে পুরো মধ্য ইওরোপ জুড়ে ভারি রকমের তুষার ঝরবে। আর এখন আকাশ হাতেনাতে দেখিয়ে দিচ্ছে আবহাওয়া-বিদ্‌রা কেমন সর্বজ্ঞ। পুরো মধ্য ইওরোপ জুড়েই বরফ পড়ছে।

সেই জন্যই হের্‌ম্‌সডোর্ফেও বরফ পড়ছিলো। বৈঠকখানার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন হের হেরমান টালের। ঘরটা অন্ধকার কারণ আলো জ্বালতে খরচ লাগে আর টালেররা বাধ্য হয়েছেন খরচ কমাতে।

'বড়োদিনের সময় এত জোর বরফ অনেক বছর পড়েনি।' তিনি বললেন।

ফ্রাউ টালের সোফার ওপর ব'সে ছিলেন। তিনি শুধু ঘাড় নাড়লেন, কিন্তু তাঁর স্বামী এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করেননি। তিনি শুধু ঘরটার স্তব্ধতা সহ্য করতে না-পেরেই কথাটা বলেছিলেন।

'নয়মান বাড়িতে উপহার বিনিময় হচ্ছে।' তিনি বললেন, 'ও, আর মিল্‌ডেরা এইমাত্তর মোমবাতি জ্বালতে শুরু করলো। তাদের

গাছটা বেশ বড়ো, অবিশ্যি এখন ওর রোজগারও যথেষ্ট।'

হের টালের রাস্তার দিকে তাকালেন। ঝলমলে জানলার সংখ্যা প্রতি মুহূর্তে বেড়ে উঠছে আর তুষারকণাগুলো উড়ে-উড়ে মাটিতে বসছে, ঠিক যেন প্রজাপতি।

ফ্রাউ টালের ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলেন। পুরোনো দামি সোফাটা ক্যাঁচক্যাঁচ ক'রে উঠলো। 'কী করছে ও এখন', তিনি জিগেশ করলেন, 'ঐ মস্ত ফাঁকা স্কুলটার মধ্যে?'

ভদ্রলোক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'নিজেই নিজের কষ্ট বাড়িয়ে তুলছো।' তিনি বললেন, 'জনাথান ট্রট্‌ৎসও তো সেখানেই। মনে হয় তাকে খুব ভালোবাসে। আর তারপর ঐ যে অন্য ছেলেটা, যার পা ভেঙেছে। বাজি রেখে বলতে পারি যে তারা খুশিমনেই তার বিছানার পাশে ব'সে আছে।'

'ও-কথা তুমি নিজেই একফোঁটা বিশ্বাস করো না,' তার স্ত্রী বললেন। 'আমার মতো তুমিও ভালো ক'রেই জানো যে ছেলেটা আজ রাত্তিরে কিছুতেই খুশি হ'তে পারবে না। নিশ্চয় কোনো কোণায় লুকিয়ে বুক ফেটে কাঁদছে।'

'আমি ঠিক জানি যে ও কাঁদছে না,' তাঁর স্বামী উত্তর দিলেন। 'ও কথা দিয়েছে যে ও কাঁদবে না। আর ওর মতো ছেলে কথা দিলে কথা রাখে।' যত জোর দিয়ে বলছিলেন হের টালের ততটা কিন্তু নিশ্চিত ছিলেন না। তবু আর কী-ই বা বলবেন?

'কথা দিয়েছে!' বললেন মারটিনের মা, 'আমিও তো কথা দিয়েছিলুম। কিন্তু চিঠি লেখার সময়ই তো আমি কেঁদেছি।'

হের টালের জানলার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালেন। ঝলমলে সব ক্রিসমাস-গাছগুলো দেখে-দেখে তাঁর ভীষণ বিরক্তি হচ্ছিলো। 'আলোটা এবার জ্বালাও,' তিনি বললেন।

তার স্ত্রী উঠে গিয়ে বাতিটা জ্বাললেন। কেঁদে-কেঁদে তাঁর চোখ লাল হ'য়ে গিয়েছে।

একটা খুব ছোট্ট ফার-গাছ গোল টেবিলের ওপর দাঁড় করানো ছিলো। ফ্রাউ রিডেল ছিলেন এক বিধবা, তিনি বাজারে ক্রিসমাস-গাছ বেচেন। তিনিই গাছটা তাঁদের দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'আপনাদের মারটিনের জন্য।' তাই এখন টালেরদের ক্রিসমাস-গাছ আছে, কিন্তু ছেলে কই যে সেটাকে দেখবে।

হের টালের রান্নাঘরে গিয়ে, কিছুক্ষণ তোলপাড় ক'রে, একটা ছোট্ট বাক্স নিয়ে ফিরে এলেন। 'এগুলো গত বছরের মোমবাতি।' তিনি বললেন, 'আমরা শুধু আদ্ধেকটাই পুড়িয়েছিলুম।' তারপর তিনি বারোটা আধ-পোড়া মোমবাতি ফার-গাছের ডালে আটকে দিলেন। একটুক্ষণ পরে ছোটো গাছটাকে বেশ সুন্দর লাগলো। কিন্তু মারটিনের বাবা-মা শুধু-শুধু আরো কষ্ট পেলেন।

পাশাপাশি সোফায় বসলেন তাঁরা আর ফ্রাউ টালের এই পঞ্চাশ বার জোরে জোরে প'ড়ে শোনালেন মারটিনের চিঠি। অনেকবার পড়তে-পড়তে থেমে গিয়ে, হাত দিয়ে চোখ মুছলেন। যখন পড়া শেষ হ'লো, তখন তাঁর স্বামী রুমাল বার ক'রে, খুব জোরে নাক ঝাড়লেন।

'এটা অন্যায়,' তিনি বললেন, 'ওর মতো কোনো বাচ্চার এত তাড়াতাড়ি জানা উচিত নয় যে টাকাকড়ি না-থাকার মানে কী। আশা করি পরে মা-বাবাকে উপার্জনহীন অক্ষম ব'লে দোষারোপ করবে না।'

'বাজে বোকো না,' তাঁর স্ত্রী বললেন, 'অমন কথা তুমি কী ক'রে ভাবতে পারলে? মারটিন এখনও বাচ্চা, কিন্তু ও ভালো ক'রেই জানে যে সামর্থ্য আর দক্ষতার সঙ্গে পয়সার সম্পর্ক খুবই কম।'

তারপর শেলাই-টেবিল থেকে তিনি মারটিনের ছ-ঘোড়াওলা নীল কোচ-বাক্সের ছবি এনে সযত্নে ছোট্ট ক্রিসমাস-গাছের নিচে রাখলেন।

'আমি অবিশ্যি শিল্প-টিল্প কিছুই জানি না,' তাঁর স্বামী বললেন, 'কিন্তু আমার তো মনে হয় ছবিটা চমৎকার হয়েছে। হয়তো একদিন

ও নামকরা শিল্পী হবে। তখন আমরা ওর সঙ্গেই সত্যি ইতালি যেতে পারবো। নাকি ওটা স্পেন ?'

'সবচেয়ে বড়ো কথা হচ্ছে ও যেন ভালো থাকে,' ফ্রাউ টালের বললেন।

'দেখো, নিজেকে কেমন গোঁফ দিয়েছে।'

ছুজনেই ক্ষীণভাবে হাসলেন।

'আমার তো মনে হয় যে আমাদের হালফ্যাশানের মোটর গাড়িতে না-উঠিয়ে, ছ-ঘোড়াওলা নীল কোচ-বাক্সে এঁকে, অনেক ভালো করেছে। এতে অনেক বেশি কবিত্ব।' স্ত্রী বললেন।

'ওগুলো কি কমলালেবু ?' তার বাবা বললেন, 'নারঙ্গি কি অত মস্ত হয় ? একেকটার ওজন কম ক'রেও চার পাউণ্ড হবে।'

'আর কী সপ্রতিভাবে চাবুকটা নাড়াচ্ছে।' তার মা বললেন।

তারপর তাঁরা আবার চুপ ক'রে গেলেন। মনোযোগ দিয়ে "দশ বছর পরে" ছবিটার দিকে তাকিয়ে তাঁরা ছোট্ট শিল্পীর কথা ভাবতে লাগলেন।

তার বাবা কাশলেন। 'দশ বছর পরে ! দশ বছর পরে অনেক কিছুই হ'তে পারে।' পকেট থেকে দেশলাই বার ক'রে, বারোটা মোমবাতি জ্বালিয়ে, বাতিটা নিবিয়ে দিলেন।

টালেরদের বসার ঘরটা উৎসবের দিনের মতোই ঝলমল ক'রে উঠলো।

'আর তুমিও শোনো, আমার সত্যিকার বন্ধু,' ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে বললেন। 'এ-বছর আমরা পরস্পরকে উপহার দিতে পারিনি। কিন্তু আমরা সেই জন্যই পরস্পরের জন্য আরো বেশি শুভকামনা করবো।' তাঁর গালে চুমু খেয়ে তিনি বললেন, 'শুভ বড়োদিন !'

'শুভ বড়োদিন !' ফ্রাউ টালের পালটা জবাব দিলেন।

তারপরেই তিনি কাঁদতে শুরু ক'রে দিলেন আর মনে হ'লো যে সে-কান্না কোনো দিনই থামবে না।

কে জানে কতক্ষণ তাঁরা সেই পুরোনো জমকালো সোফায় ব'সেছিলেন ?···পাশের ফ্ল্যাট থেকে 'স্তব্ধ নিশা দিব্য নিশা' গানের সুর ভেসে এলো। আর বরফের ঘূর্ণি জানলার কাছে তখনও ঠক্কর খেতে লাগলো।

হঠাৎ সদর দরজার ঘণ্টা বেজে উঠলো। দুজনের কেউই নড়লেন না। এত কষ্ট হচ্ছিলো যে এর মধ্যে কোনো অভ্যাগত এসে বিরক্ত করুক এটা চাচ্ছিলেন না।

কিন্তু আবারও দ্বিতীয়বার ঘণ্টা বেজে উঠলো, জোরে, অধীরভাবে।

ফ্রাউ টালের উঠে আস্তে-আস্তে ঢাকাবারান্দা দিয়ে গেলেন। ভাবলেন, লোকে কি বড়োদিনের আগের দিন সন্ধ্যাতেও আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না।

ফ্ল্যাটের বাইরে দরজাটা খুললেন তিনি, আর কয়েক মুহূর্ত যেন পাথরের মতো জ'মে গেলেন। তারপর ব'লে উঠলেন, 'মারটিন!' তাঁর সরু গলার প্রতিধ্বনিতে সিঁড়িশুদ্ধু গমগম ক'রে উঠলো।

মারটিন? এটা কি সম্ভব? তাঁর বাবা আঁৎকে, লাফিয়ে উঠলেন, দৌড়ে এলেন সিঁড়ি বেয়ে, আর তারপর থমকে দাঁড়ালেন, নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

হাঁটু গেড়ে মাটিতে ব'সে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী, দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধ'রে আছেন মারটিনকে।

আর তাই দেখে এমনকি হের টালেরও অবশেষে এক ফোঁটা চোখের জলের ঝুঁকি নিলেন। চুপি-চুপি সেটাকে মুছে তিনি তোরঙ্গটাকে তুললেন। কেউ খেয়ালই করেনি যে সেটা মাটিতে পড়েছিলো। 'কিন্তু, খোকা,' তিনি বললেন, 'তুই এলি কী ক'রে?'

বেশ কিছুক্ষণ লাগলো তাদের বসার ঘরে ফিরে যেতে। মা আর ছেলে একই সঙ্গে হাসছে আর কাঁদছে, আর হের টালের নিদেন দশ বার তোৎলাতে-তোৎলাতে বলছেন, 'সত্যি, ভাবা যায় না।' তারপর

আবার ছুটে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে। কারণ এত উত্তেজনায় তাঁরা সদর দরজা বন্ধ করতেই ভুলে গিয়েছিলেন।

গোড়ায় মারটিন শুধু এটাই বলতে পারলো, 'আমার ফিরে যাবার গাড়িভাড়া আছে।'

শেষ অব্দি, তিনজনেই খানিকটা ধাতস্থ হ'লে, ছেলেটি তাঁদের বুঝিয়ে বললে সে কী-ক'রে কির্‌খবের্গ থেকে এখানে এসে হাজির। 'আমি নিজেকে শামলে রেখেছিলুম। আর কাঁদিওনি। পরে হয়তো কেঁদেছি কিন্তু তখন না। কিন্তু আমাদের হাউসমাস্টার, ডক্টর ব্যেক, বুঝেছিলেন যে কোনো-একটা ঝামেলা পাকিয়েছে। তো আমাকে তিনি কুড়ি মার্ক দিলেন, বাইরে, মাঠে। নাইনপিন খেলার গলির পাশে। শোধ দিতে হবে না। আর তোমাদের তিনি নমস্কার জানিয়েছেন।'

'ধন্যবাদ', বাবা-মা একসঙ্গেই ব'লে উঠলেন।

'কয়েকটা উপহারও কিনতে পেরেছি,' গর্বের সঙ্গে বললে মারটিন। তারপর তার বাবাকে চুরুটের বাক্সটা দিলে সে। তার বাইরে রঙ-বেরঙের ফিতে আর হাভানার একটা পাতা। আর মাকে দিলে সেই নকশাকাটা চটি-জোড়া। দুজনেই খুব খুশি···

'আমাদের উপহারগুলো তোর পছন্দ হয়েছে তো?' মা জিগেশ করলেন।

'এখনও দেখিইনি,' মারটিন কবুল ক'রে ফেললে। তারপর ও কির্‌খবের্গে পাঠানো পার্সেলটা খুললো। তাতে হরেক রকম দুর্দান্ত সব জিনিস – মার নিজের হাতে-করা একটা নতুন রাত্তকাপড়, দু-জোড়া পশমি মোজা, এক ঠোঙা ভর্তি চকোলেট কেক, দক্ষিণ সমুদ্রর দ্বীপগুলো সম্বন্ধে একটা উত্তেজনাজাগানো বই, এক তাড়া আঁকার কাগজ, আর সবচেয়ে চমৎকার, এক বাক্স খুব ভালো জাতের আঁকার পেনসিল।

মারটিন খুব খুশি হ'য়ে দুজনকে জড়িয়ে ধরলো।

এটা ছিল বড়োদিনের আগের দিনের এমন একটা সন্ধ্যাবেলা যেটা তার সব আশাই পূরণ ক'রে দিলো। খুদে ক্রিসমাস-গাছের

ওপর জ্বালানো মোমবাতি খুব শিগগিরিই শেষ হ'য়ে গেলো, কিন্তু তারা বাতিটা জ্বাললো। মা কফি বানালেন। বাবা একটা ক্রিসমাসের চুরুট ধরালেন, তারপর তারা কেক খেলে। পৃথিবীর সব ভূতপূর্ব বা ভবিষ্যতের কোটিপতিরাও বোধহয় এমন সুখ কোনোদিন পায়নি। মাকে তো তাঁর নতুন চটি পায়ে দিয়ে দেখতেই হ'লো। তিনি বললেন যে, এমন চমৎকার চটি তিনি জীবনে পরেননি।

কিছুক্ষণ পরে, মারটিন ব'সে, স্টেশনে-কেনা একটা খালি পোস্টকার্ড বার ক'রে, আঁকতে শুরু করলো। হ্যাঁ, নতুন পেনসিল দিয়েই।

তার বাবা-মা একটু হাসি বিনিময় ক'রে, তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সে আঁকলো এক তরুণ ভদ্রলোককে, যার কুর্তার হাতা দিয়ে দুটো বড়ো ডানা গজিয়েছে। এই অদ্ভুত লোকটি মেঘ থেকে নেমে শূন্যে ভাসছেন। তাঁর নিচে দাঁড়িয়ে আছে একটি ছোটো ছেলে, তার গাল বেয়ে জল ঝরছে। ডানাওলা ভদ্রলোকের হাতে একটা মোটা মনিব্যাগ, সেটা তিনি ছেলেটির দিকে বাড়িয়ে ধরেছেন।

মারটিন হেলান দিয়ে বসলো। তত্ত্বজ্ঞ শিল্পীর মতোই তার চোখ আধ-বোজা, এক মুহূর্ত ভেবে, অন্য সব জিনিশ আঁকতে শুরু করলো। প্রথমে অনেক বরফের টুকরো, আর তারপর, পটভূমিতে, একটা রেলগাড়ি, তার এনজিন একটা ক্রিসমাস-গাছ দিয়ে সাজানো। স্টেশনমাস্টার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছেন, এক হাত তুলে, গাড়ি ছাড়বার সংকেত দেবেন। নিচে মারটিন বড়ো-বড়ো হরফে লিখলো: 'ব্যেক নামে বড়োদিনের এক দেবদূত'।

পোস্টকার্ডের পেছনে ওর মা-বাবা দু লাইন লিখে দিলেন।

ফ্রাউ টালের লিখলেন, 'ডক্টর ব্যেক প্রীতিভাজনেষু, আমার ছেলে আপনাকে দেবদূত হিশেবে এঁকে ঠিকই করেছে। আমি আঁকতে পারি না তাই কথায়ই ধন্যবাদ প্রকাশ করছি। বড়োদিনে আপনি যে-রক্তমাংসের উপহার পাঠিয়েছেন তার জন্য অনেক, অনেক ধন্যবাদ।

আপনি যেহেতু এত সৎ, সেহেতু আপনার ছাত্ররাও বড়ো হ'য়ে সৎ হবে। আপনার জন্য আমার এই কামনা। অশেষ কৃতজ্ঞতা রইলো। ইতি, মারগারেটা টাঙ্গের।'

'আমার জন্য তো জায়গাই রাখোনি।' মারটিনের বাবা অসন্তুষ্ট-ভাবে বললেন। আর শেষ অব্দি নিজের নাম ছাড়া আর বেশি কিছু লিখতে পারলেন না। আর, একেবারে শেষে, মারটিন ঠিকানা লিখে দিলো।

তারপর তারা গায়ে কোট চাপিয়ে, একসঙ্গে স্টেশনের দিকে রওনা হ'লো। সেখানে তারা লেট-ফি ডাকবাক্সে চিঠিটা ফেললো, যাতে বড়োদিনের সকালেই সেটা ন্যায়াধীশ অবিশ্যি-অবিশ্যি পান। আর তারপর হেঁটে-হেঁটে বাড়ি ফিরলেন। মাঝখানে মারটিন, তার বাবা-মার হাত ধ'রে।

চমৎকার লাগছিলো হাঁটতে। যেন কোনো জহুরির অনিঃশেষ দোকান, এমনিভাবে আকাশটা জ্বলজ্বল করছে। বরফ-পড়া থেকে

গেছে আর সব জানলায় একটা ক'রে ক্রিসমাস-গাছ ঝলমল করছে।

মারটিন থেমে হাত দিয়ে আকাশটা দেখলো, 'জানো, আমরা এখন যে-তারার আলো দেখছি, সেগুলো হাজার-হাজার বছরের পুরোনো ; আলোর রশ্মিগুলো পৃথিবীতে পৌঁছুতে ঠিক অতটা সময় নেয়। হয়তো যীশু খ্রিষ্টের জন্মাবার আগেই এদের বেশির ভাগ নিবে গেছে। অথচ তাদের আলো কিন্তু এখনো আমাদের কাছে পৌঁছুচ্ছে। তাই আমরা এখনো দেখি যে তারাগুলো সব ঝলমল করছে, যদিও, সত্যি বলতে, অনেক দিন আগেই তারা ঠাণ্ডা আর অন্ধকার হ'য়ে গেছে।'

'সত্যি নাকি !' বললেন তার বাবা, আর মাও খুব অবাক হলেন। তারপর তারা আবার হাঁটতে লাগলো। তাদের পায়ের নিচে তুষার তার নিজের গান গাইছে। মারটিন তাঁদের হাত নিজের হাতে জড়িয়ে ধ'রে আছে। সে খুব সুখী।

ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে এসে তারা আবার দাঁড়ালো। মারটিনের বাবা বাইরের দরজা খুলবেন। মারটিন আবার আকাশের দিকে তাকালে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা তারা খ'শে পড়লো—রাতের অন্ধকারের গায়ে ঝলমল ক'রে উঠলো তার আলো, আকাশকে নিঃশব্দে ঝলকে, দিগন্তের পেছনে ওটা মিলিয়ে গেলো।

এবার আমি কোনো ইচ্ছে করতে পারি, কারণ তারা খশা দেখে ইচ্ছে করলে তা পূরণ হয়, ভাবলে ছেলেটি। আর ঝ'রে-পড়া তারাটার দিকে নজর রেখে, সে মনে-মনে ভাবলে : 'আমি চাই যে মা আর বাবা, ন্যায়াধীশ আর ধূমপান নিষেধ, জনি আর মাট্‌ৎস আর উলি আর সেবাস্টিয়ান যেন তাদের জীবনে অনেক-অনেক সুখ পায়। আর আমিও যেন সুখী হই !'

ইচ্ছেটা একটু লম্বা-গোছের, কিন্তু তবুও তার পূরণ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিলো, কারণ যতক্ষণ তারাটা ঝ'রে পড়ছিলো, ততক্ষণ মারটিন টুঁ শব্দটিও করেনি।

আর সবাই জানে যে সেটাই সবচেয়ে জরুরি।

উপসংহারে

আছে বিস্তর রেলগাড়ি আর বাস; ময়ূরচোখো গোটফ্রিড, আর এডুয়ার্ড নামে এক বাছুরের বিষণ্ণ সব স্মৃতি; অনি ট্রট্ৎস আর তার কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা-হ'য়ে-যাওয়া; ন্যায়াধীশ আর ধূমপান নিষেধ-কে অনেক নমস্কার, আর বইয়ের শেষ।

যাক, এবার, বড়োদিনের গল্পটা ব'লে ফেলেছি তোমাদের। মনে আছে তো, যে যখন লিখতে শুরু ক'রেছিলুম তখন একটা বড়ো মাঠের মধ্যে ব'সেছিলুম? কাঠের বেঞ্চিতে, ছোট্ট নড়বড়ে টেবিলের কাছে? যখন বেশি গরম লাগছিলো, ৎস্যুগস্‌পিট্‌সের বরফে ভর্তি সব গর্ত আর পাথুরে চূড়োর দিকে তাকিয়েছিলুম? কী তাড়াতাড়িই যে সময় কাটে!

এখন লিখছি উপসংহারটা, আর আমি আবার বেরলিনে ফিরে এসেছি। এখানে আমার একটা ছোট্ট ফ্ল্যাট আছে, চারতলার ওপর, জানলা থেকে একটা উঠোন দেখা যায়। আমার সঙ্গে আমার মা আছেন, আর দুপুরে খাবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা আমার। আজ শুয়োরের মাংস আর ম্যাকারোনি আছে – আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার।

এখন ব'সে আছি কুরফ্যুরস্টেনডামের একটা রেস্তোরাঁর সামনে। এখন হেমন্ত। শানবাঁধানো পায়ে চলার পথের ওপর হাওয়া ঝরিয়ে দিচ্ছে হলদে বাদামি পাতাগুলো।

কোথায় গেছে ও, সেই গোটফ্রিড, সেই রঙবেরঙের প্রজাপতি, যে পাঁচ-সপ্তাহ ধ'রে রোজ দুপুরে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতো? প্রজাপতিরা তো বেশি দিন বাঁচে না। নিশ্চয় মারা গেছে। খুব মিশুকে ছিলো সে, খুব বন্ধুবৎসল। তার আত্মার শান্তি হোক!

আর সেই সুন্দর বাদামি-রঙের বৃষনন্দন, যে রোজ বিকেলে আমার

সঙ্গে বড়ো মাঠটা থেকে হোটেল অব্দি হেঁটে যেতো? সে কি ষণ্ডা হ'য়ে গেছে? না মাংসের কাটলেটে পরিণত হয়েছে? এডুয়ার্ডকে খুব ভালোবাসতুম আমি! যদি দেখি সে হঠাৎ কুরফ্যুরস্টেনডামের ওপর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে আসছে, আমার দিকে আস্থাভরে তাকিয়ে ছোট্ট শিং দিয়ে আমাকে গুঁতো মারছে, তাহ'লে তো আমি আনন্দে সুরে-বেসুরে গানই গেয়ে উঠবো। আর আমি ঠিক জানি যে ওকে আমার কাছেই রেখে দেবো, হয়তো বারান্দাটায় থাকবে ও। ওকে কাপোক-আঁশের তোশক খাওয়াবো আর ফি-বিকেলে ওকে নিয়ে গ্রুনভাল্ডে বেড়াতে বেরুবো…

কিন্তু যেখানে ব'সে আছি তার সামনে দিয়ে কখনো কোনো বাছুর যায় না। বেশি হ'লে, মাঝে-মধ্যে কয়েকটা ভেড়া, নয়তো এক-আধটা গণ্ডার।

ট্রামগুলো ঘুন্টি বাজিয়ে চ'লে যায়, বাসগুলো হুমহাম গরগর করে, মোটর গাড়িগুলোর হর্ন শুনে তো মনে হয় যে তাদের দারুণ কষ্ট হচ্ছে। সবকিছু যেন হুড়মুড় ক'রে চলছে। তা, আবার তো আমি শহরে ফিরে এসেছি।

ৎসুগসৃপিট্‌সের পায়ের কাছে, হাওয়ায় বুনো ফুলের গন্ধ। এখানকার গন্ধ মোটর-গাড়ির টায়ারের আর পেট্রলের। কিন্তু তবুও – ফার-গাছ বা কারখানার চিমনি, আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি বা বরফে-ঢাকা পাহাড়, শস্যের খেত বা পাতাল-রেলের স্টেশন, ভাসা-ভাসা মেঘ বা ফোনের তার, সিনেমার ভিড় বা সবুজ পাহাড়ি ঝিল, শহর বা অজ পাড়াগাঁ – দুটোকেই আমি ভালোবাসি। একটা ছাড়া কি অন্যটা বাঁচতে পারে?

শেষ করবার আগে, তোমাদের বলতেই হবে, আজ কার সঙ্গে দেখা হ'লো। আমার পাশ দিয়ে যে অনেক সব লোক যাচ্ছিলো, তাদের মধ্যে ছিলেন নৌবিভাগের এক কর্মকর্তা। বয়স্ক ভদ্রলোক, পরনে

সুন্দর নীল উর্দি, তাতে সোনালি ফিতে আর তারা। আর তাঁর পাশে যাচ্ছে স্কুলের টুপি-পরা একটি ছেলে। কোনো ভুল নেই : জনি ট্রট্ৎস আর তার সেই কাপ্তেন।

'জনি!' আমি ডাকলুম।

ছেলেটি ঘুরে দাঁড়ালো। কাপ্তেন থমকে গেলেন। আমি তাদের কাছে গিয়ে কাপ্তেনকে নমস্কার করলুম। ছেলেটিকে বললুম, 'তুমি নিশ্চয় জনি ট্রট্‌ৎস, য়োহান সিগিসমুণ্ড স্কুলে পড়ো?'

'হ্যাঁ,' সে উত্তর দিলে।

'দেখা হ'লো ব'লে খুব খুশি হয়েছি,' আমি বললুম, 'আর আপনিই নিশ্চয়ই সেই কাপ্তেন যিনি বাবার মতোই জনির দেখাশোনা করেন?' নাবিকের পোশাক-পরা ভদ্রলোককে জিগেশ করলুম।

সৌজন্যভরে মাথা নাড়লেন তিনি আর আমরা এ-ওঁর হাত ঝাঁকুনি দিলুম।

ছেলেটিকে বললুম, 'তোমাকে বলা উচিত, যে আমি তোমাদের নিয়ে একটা বই লিখেছি। দু-বছর আগে বড়োদিনের সময় যে-সব অদ্ভুত ঘটনায় তোমরা জড়িয়ে পড়েছিলে তা নিয়ে। দেখছি এখন তুমি ফিফ্‌থ ফর্মে পড়ো, তাই আমার তোমাকে সমীহ ক'রে চলা উচিত। কিন্তু আমি মোটেই তা করবো না। জানি তুমি কিছুই মনে করবে না। মনে পড়ে সেই দিনটা যে-দিন সেকেণ্ডারি স্কুলের ছেলেরা এগেরলাণ্ডদের মনিকোঠায় তোমাদের খাতাগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলো?'

'খুব মনে আছে,' উত্তর দিলে জনি, 'আর আপনি কি সে-সবই লিখে ফেলেছেন?'

আমি মাথা হেলিয়ে সায় দিলুম। 'আর উলির সেই প্যারাস্যুট লম্ফ যাতে শেষটায় তার পা ভাঙলো?'

খুব অবাক হ'য়ে সে বললে, 'সেটাও জানেন?'

'নিশ্চয়ই,' আমি বললুম, 'আরো অনেক কিছুই জানি। তোমরা

সবাই কেমন আছো ? মাট্টিয়াস কি এখনো রাক্ষসের মতো গবাগব খায় ?'

'খায় না আবার !' বললে জনি, 'একেবারে নেকড়ের মতো গেলে। আর সপ্তাহে দু-বার এক ওস্তাদের কাছে মুষ্টিযুদ্ধ শেখে।'

'চমৎকার ! আর সেবাস্টিয়ান কী করছে ?'

'ও এখন রসায়ন নিয়ে পাগল। বৈদ্যুতিন, বাষ্প গতিবিদ্যার তত্ত্ব, আর মাত্রিক প্রকল্প সম্বন্ধে যত সব নাক-উঁচু শক্ত-শক্ত বই পড়ে। ও এখন বৈজ্ঞানিক হ'য়ে পরমাণুটা কী দিয়ে তৈরি, তাই বার করতে চায়।'

'আর তোমার বন্ধু ? সে কী করছে ?'

'মারটিন এখনো ক্লাসে প্রথম হয়। আর এখনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে হুমড়ি খেয়ে রুখে দাঁড়ায়। আর বাকি সময়টা ছবি এঁকে কাটায়। কিন্তু সে-সব আপনি তো জানেন। ওর ছবিগুলো কিন্তু সত্যি ভালো। শিল্প-আকাদেমি থেকে একজন অধ্যাপক ওকে লিখে বলেছেন যে ওর শিল্পী হওয়া উচিত। আর মারটিনের বাবা আবার চাকরি পেয়ে গেছেন।'

'শুনে খুব ভালো লাগলো,' আমি বললুম, 'আর উলি ?'

'উলি সত্যি অদ্ভুত ছেলে.' বললে জনি, 'এখনো ক্লাসে ঐ সবচেয়ে ছোটো, কিন্তু একেবারে বদলে গেছে। মোটেই আর আগের মতো নেই। মাট্টিয়াস তো তার বুড়ো আঙুলের ডগায় নাচে, আর সত্যি বলতে কি, আমাদের সকলেরই একই অবস্থা। উলি এখনো ছোট্ট মিরকুট্টে· কিন্তু ওর মধ্যে এমন-একটা শক্তি আছে যে কেউ তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে না। এমন নয় যে সে ও-রকম হ'তে চায়। কিন্তু সে যদি একবার কারুর দিকে তাকায়, বাস, তাতেই কেল্লা ফতে।'

'নিজেকে জয় করতে শিখেছে ও.' কাপ্তেন একটু ভেবে বললেন, 'আর সেটা জানলে, বাকি সবকিছুই তো ছেলেখেলা।'

'ঠিক বলেছেন,' আবার জনির দিকে ফিরে তাকালুম, 'তুমি কি এখনো লিখছো ?'

কাপ্তেন হাসলেন, 'হ্যাঁ, গল্প, নাটক, কবিতা সবই লেখে। আচ্ছা,

যদি ও ওর লেখা আপনাকে পাঠায় আর আপনি যদি ওর কাজ দেখে মত দেন ? দেবেন তো ?'

'দুর্দান্ত!' আমি বললুম, 'কিন্তু আমি শুধু গল্পগুলোর ওপরই মত দিতে পারবো, প্রতিভা সম্বন্ধে নয়। বলতে পারবো তুমি লিখতে পারো কিনা, কিন্তু লেখক হ'তে পারবে কিনা তা বা'লে দিতে পারবো না। সেটা ভবিষ্যৎ ছাড়া কেউ বলতে পারবে না।'

'আমি অপেক্ষা করতে জানি,' জনি আস্তে-আস্তে বললে।

চমৎকার ছেলে, আমি ভাবলুম। 'কির্‌খবের্গে ফিরে গেলে, ন্যায়াধীশ আর ধূমপান নিষেধ-কে আমার নমস্কার জানিও।'

'আপনি তাঁদেরও চেনেন,' জনি ট্রট্‌ৎসের দারুণ বিস্ময়। 'কার নাম বলবো ?'

'শুধু বোলো বেরলিনের এক বন্ধু,' আমি বললুম, 'তাঁরা ঠিক চিনতে পারবেন। আর ছেলেদের আমার ভালোবাসা দিয়ো।'

'নিশ্চয়ই! তাদের তো বলবোই। আর বই ছাপা হ'লে আমাদের এক কপি পাঠিয়ে দেবেন তো ?'

'ডক্টর ব্যেককে পাঠাবো,' আমি বললুম, 'তাঁর যদি মনে হয় যে তোমাদের পড়ার উপযুক্ত তাহ'লে তোমাদের পড়তে দেবেন। না-হ'লে শুধু মারটিন টালেরকেই দেবেন।'

তারপর আমরা পরস্পরের হাত ধ'রে ঝাঁকুনি দিলুম আর কাপ্তেন আর তাঁর পোষ্যপুত্র নিজের কাজে চ'লে গেলো। শুধু জনি আরেকবার ঘুরে দাঁড়িয়ে হাত নেড়েছিলো।

কিন্তু এখন আমাকে একটা ১ নম্বর বাস ধ'রে বাড়ি ছুটতে হবে। না-হ'লে ম্যাকারোনি ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

জনি ট্রট্‌ৎস আর তার কাপ্তেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে শুনলে মা ভারি অবাক হ'য়ে যাবেন।